আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৭ || সোমবার || মাঘ ৯ || ১৪২৮ || জমাদিউস সাঃ ২১ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 17 || 24 January || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

## আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে কিছু মৃত্যু হয় সব দেশেই



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, সব (বাকি অংশ ১৮ পাতায়

## ভোটিং মেশিন বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ট্রাম্প

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** নির্বাচনে পরাজয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের ভোটিং মেশিন বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ন্যাশনাল আর্কাইভস এর প্রকাশ করা তথ্য সে কথাই বলছে। যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



## কেন জেনারেল মইন প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি?

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** ওয়ান-ইলেভেনের নায়ক জেনারেল মইন ইউ আহমেদ প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধিবাম। সহকর্মীরা আপত্তি তুললেন। এক পর্যায়ে জেনারেল মইন গেলেন ভোটে। ২০০৭ এর আগস্টে তিনি ৩০ জন জেনারেলকে নিয়ে মিটিং করলেন। জেনারেলদের নিয়ে ভোটাভুটিতে গেলেন। ২৮ জন না বললেন। মাত্র দুইজন উনার (বাকি অংশ ২০ পাতায়



## হাসপাতালেই থাকছেন খালেদা জিয়া

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসাধীন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

# গোপন মহামারী এএমআর : ১ বছরে ১২ লাখ মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ১২ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে এক ব্যাপক-ভিত্তিক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে। এইডস কিংবা ম্যালেরিয়াতে প্রতিবছর যত সংখ্যক লোক মারা যায়, এই সংখ্যা তার দ্বিগুণ বলে গবেষণার ফলাফলে জানা যাচ্ছে। গরিব দেশগুলোতে সংক্রমণ পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ, বলছে এই গবেষণা। তবে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সবার স্বাস্থ্যের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। এর থেকে রক্ষা পেতে হলে ওষুধ নিয়ে গবেষণায় আরো বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এবং বর্তমান যেসব অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে তা প্রয়োগে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে বলে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ছোটখাটো অসুখে অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার প্রয়োগের ফলে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

## মাহাথির মোহাম্মদ হাসপাতালে ভর্তি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** মালেয়শিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার (২২ জানুয়ারি) তার এক মুখপাত্র এই তথ্য (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

## সরকার সমালোচক প্রবাসীদের পাসপোর্ট বাতিল সম্ভব নয়

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** সরকারবিরোধী প্রচারণার সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সম্পর্ক কি? কেউ কেউ মনে করেন, বিদেশে বসে যেসব প্রবাসী সরকারের সমালোচনা করছেন, কুৎসা রটাচ্ছেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটিও এই মত দিয়েছে।



বলেছে, বিদেশে বসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচারণার সঙ্গে জড়িত তাদের পাসপোর্ট বাতিল করা হবে। গত ১২ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

## লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের ইন্তেকাল

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** মাসুদ রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেয় সারা বিশ্বে। কিন্তু তার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেন বড়ই নিভৃতচারী। দেশের রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের এই পথিকৃৎ, ভিন্ন ধারার প্রকাশনার সফল উদ্যোক্তা চিরবিদায় নিলেন নিভৃতেই। বুধবার ৮৫ বছর বয়সে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

## নাগরিকত্ব হারিয়ে শামীমার 'ই থ্রি' হয়ে ওঠার গল্প

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত ১৫ বছরে শত শত মানুষের বৃটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com



## চমৎকার সব স্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশ ছাড়ছি বিদায়ী দূত মিলার

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** তিন বছর দুই মাসের বেশি সময় সফলতার সঙ্গে বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন শেষে যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com













## জ্যাকসন হাইটসে জেবিবিএ'র
# পরিচ্ছন্ন অভিযান

(শেষের পাতার পর)

মিয়ানকো ছাড়াও জেবিবিএ'র বিদায়ী সভাপতি শাহ নেওয়াজ সহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারি টুটুল, নবনির্বাচিত সহ সভাপতি মোল্লা এম এ মাসুদ ও মোহাম্মদ হাসান জিলানী, সহ সাধারণ সম্পাদক এমডি মফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল ইসলাম জাকির, কার্যকরী সদস্য ডা. বর্ণালী হাসান এমডি, জেবিবিএ'র 'টুকু-মুনি'র প্যানেলের বিজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মুনির হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ বলেন, তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে তারা জ্যাকসন হাইটসকে গার্বেজমুক্ত করতে ক্লিন জ্যাকসন হাইটস কার্যক্রম শুরু করলেন। তিনি বলেন, জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীদের জন্য আমরা কাজ করবো। নির্বাচনে আমরা যেসব ওয়াদা দিয়েছি সেসব ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ইনশাল্লাহ।

বাংলা পত্রিকা'র সাথে আলাপকালে গিয়াস আহমেদ আরো বলেন, স্থানীয় পুলিশ প্রিসেক্টর সাথে জেবিবিএ'র কথা হয়েছে এবং জ্যাকসন হাইটসে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তা সাথে সাথে পুলিশকে জানানোর পাশপাশি জেবিবিএ কর্মকর্তাকেও জানানোর অনুরোধ করেন। এতে আমরাও ভূমিকা রাখতে পারবো। তিনি বলেন, শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ ব্যবসায়ীদের রক্ষায় আমরা ভূমিকা রাখতে চাই।র

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক এইচ খান বলেন, এই প্রথমবারের মতো কোনো নির্বাচিত কমিটি জ্যাকসন হাইটসকে গার্বেজমুক্ত করতে এমন তৎপরতা দেখিয়েছে যা কয়েক দশক ধরে জ্যাকসন হাইটস ব্যবসায়ীদের আসল দাবি ছিল। মাইনাস তাপমাত্রায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সফল করার জন্য তিনি জেবিবিএ টিমকে ধন্যবাদ জানান।

## বুডা, সেনিটেশন ট্রাক এবং অ্যাটর্নি ভাট্টা
# একজন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্টের মিলিয়ন ডলার বিজয়



**বিশেষ প্রতিনিধি:** ঘটনাটা সিনেমার মতোই। আমেরিকার মাটিতে পা দেওয়ার তিন মাসের মাথাতেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট এর মুখোমুখি হন বুডা। বুডা একজন ফুড ডেলিভারি ম্যান, নেপালী নাগরিক। কোনো ভেলিড কাগজপত্রই নাই তার। সময়ের পরিক্রমায় তিনি এখন মিলিয়ন ডলার বিজয়ী। সেই ঘটনাই বলব।

ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে আমেরিকায় পারি জমিয়েছেন বুডা। কিছু দিন নিরুদ্ধেশ ঘুরে বেড়ানোর পর যুক্ত হন ফুড ডেলিভারির কাজে। এমনই একদিন খাবার সরবরাহ করার সময় নিউইয়র্কে রাস্তার মধ্যেই তাকে আঘাত করে একটি সেনিটেশন-ট্রাক। আহত হন বুডা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই সরনাপন্ন হন ভাট্টা 'ল অ্যান্ড হারবার্ট-এর। বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্ট কেইসে আহতদের অধিকার আদায়ে এক সাথে কাজ করেন ভাট্টা 'ল এবং হারবার্ট। তারপরই ঘটনা পাল্টে যেতে থাকে একে একে।

আহত বুডার পক্ষ হয়ে আইনি লড়াই চালাতে থাকেন ভাট্টা 'ল অ্যান্ড হারবার্ট। তারা একটি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড পারসনাল ইনজুরি কেইস ফাইল করেন 'ল অফিস। বুডা-র আহত হওয়ার জন্য ক্ষতিপুরণ চান। রিসার্চের কাজটি করতে থাকেন শামীম শাহেদ। নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের শিকার বুডা-র হয়ে কেইস জিতে যান ভাট্টা 'ল অ্যান্ড হারবার্ট। তারপর বুডা-র জন্য পুরো আমেরিকাই যেন এক স্বপ্নপুরি। সময় পেরিয়ে বুডা বিজয়ী হন এক মিলিয়ন ডলার।

কেমন লাগছে আপনার? এই প্রশ্ন করতেই বুডার উত্তর, 'খুবই ভালো লাগছে। সবচেয়ে ভালো লাগছে এই জন্য যে, আমি এক মিলিয়ন ডলার জিতেছি কিন্' আমার এক পয়সাও খরচ করতে হয় নাই।'

কীভাবে ঘটল এই ঘটনা? উত্তরে ভাট্টা 'ল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর কর্ণধার দিল্লী রাজ ভাট্টা জানালেন, 'সেনিটেশন ট্রাকটি ভুডাকে আঘাত করার পর কেইস করে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে এক মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিতে পেরেছি। তার অ্যাসাইলাম আবেদনের কেইসটাও আমরা দেখছি। আশাকরি সেটাতেও বুডা বিজয়ী হবেন।'

অ্যাক্সিডেন্ট কেইসে আপনাদের এই বিজয়ের কারন কি? ভাট্টা-র উত্তর, 'অ্যাক্সিডেন্ট কেইসে আমাদের টিম-টা বেশ অভিজ্ঞ। বেশ বড় একদল অ্যাটর্নি আমাদের সাথে যুক্ত। আমরা অনেকগুলো পারসোনাল ইনজুরি কেইস



নিয়ে কাজ করছি। আমরা নিখুত ভাবে কেইসের বিভিন্ন দিক যাচাই করি। এবং নিশ্চিত করার চেষ্টা করি যে, সবার প্রতি সুবিচার হয়েছে।'

গবেষক শামীম শাহেদ জানালেন, 'নিউইয়র্ক সিটিতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ আছেন যাদের কোনো লিগাল ডকুমেন্ট নাই। কিন্তু তারাও সমান ভাবে তাদের প্রাপ্য বুঝে পেতে পারেন। ফলে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়লে আপনার লিগাল ডকুমেন্ট আছে কি নাই সেদিকে লক্ষ না করে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া জরুরি। বুডার বিজয় সেটা আবারো প্রতিষ্ঠিত করল।'

# বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 24 // 2022




## রংপুর জেলা এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত





**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রংপুর জেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক' এর দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচনে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে মোহাম্মদ মিঞা দুলু সভাপতি ও মোহাম্মদ জাকিউল উদ্দিন উৎপল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাসুদ আলম মিঠু গত ২৬ ডিসেম্বর ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। এসময় সহযোগী কমিশনার মোহাম্মদ জাফরুল হাসান (টগর) এবং মোহাম্মদ **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

### চবি মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর

## সভাপতি আকবর সাধারণ সম্পাদক মীর হোসাইন

**নিউজার্সী থেকে এবিএম নিউজ:** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর আহবায়ক কমিটি এবং বিশ্ববিদালয়ের প্রাক্তন এলামনাইদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ জানুয়ারী আটলান্টিক সিটির ১৪২ কাবাব হাউজ রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সিরাজ ভূইয়া, মোহাম্মদ শহীদ খান, কাঞ্চন বল, কাজী শহিদুল ইসলাম লিটন, এবিএম শহিদুল্লাহ, মীর মোশারেফ হোসাইন, আকবর হোসাইন, আবদুর রউফ খাদেমী, রেজাউল খন্দকার, করিম আসিফ চৌধুরী, মোহাম্মদ বাবর খাদেমী, দূর্জয় শংকর ভৌমিক, মোঃ মাহমুদ শাহ, পুলক দাস এবং রতন সেন গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।





সভায় আহবায়ক কমিটির সদস্য আকবর হোসাইন, মীর হোসাইন, কাজী লিটন এবং এবিএম শহিদ উল্লাহ পূর্ববর্তী সভার আলোচনার বিষয়বস্তু এবং গৃহিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। অপর দুই সদস্য ইশরাত জাহান আইভী যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এবং ফারুক তালুকদার কাজে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। সভার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল এসোসিয়েশনের নাম নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন।

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন থাকলেও মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন না থাকায় নামকরণের ব্যাপারে কয়েকজন সদস্যের ভিন্ন মতামত থাকায় প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী আলোচনার পর উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে এসোসিয়েশনের নামকরণ 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সী' করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এরপর আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গঠনতন্ত্র নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষন শেষে গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধুমাত্র অনার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন এধরনের কোন সদস্য না থাকায় মাষ্টার্স শব্দটি এসোসিয়েশনে সংযোজনে কোন দ্বিমত ছিলনা। তবে ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম শ্ববিদ্যালয় থেকে তিনের অধিক অনার্স ডিগ্রিধারী প্রাক্তন ছাত্রের এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার আবেদন পাওয়া গেলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নাম পরিবর্তনের জন্য বিধান রাখা হয়েছে এবং গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর সদস্য হওয়ার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোন কলেজ থেকে নয়, শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অর্ন্তভুক্ত যে কোন অনুষদ থেকে অনার্স অথবা মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে।

সভার আলোচনায় বলা হয় শতাধিক লোকের সমাবেশ না ঘটিয়ে শিক্ষাজীবনে হাজারো ছাত্রের প্রতিযোগিতার মধ্যে যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে অন্তত একটি সার্টিফিকেট নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন সেসকল এলামনাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সোহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা এবং সেতুবন্ধন তৈরীই হচ্ছে এসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য। সবশেষে ছিল আহবায়ক কমিটি বাতল করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পূনাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য সকলের মতামত নেয়া হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, দুইজন সহ-সভাপতি এবং সাংগাঠনিক সম্পাদক পদে মনোনীত করা হয় যথাক্রমে সভাপতি আকবর হোসাইন, সহ-সভাপতি পূলক দাস এবং কাজী শহিদুল ইসলাম লিটন, সাধারণ সম্পাদক মীর হোসাইন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবিএম শহিদুল্লাহ এবং সাংগাঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদ শাহ। অবশিষ্ট পদ পূরণে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। চবি মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সী'র অন্যান্য সদস্যের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথ চৌধুরী, আবদুর রফিক, মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, জাহাঙ্গীর ভূইয়া, আবদুর রহিম, দীপংকর মিত্র, জয় চৌধুরী, মোহাম্মদ মামুন, লিপি, নিজাম খান, বাসু দেব, বিপ্লব তালুকদার, রূপন



### প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

## কামরুল সভাপতি শরীফ সম্পাদক

**নিউইয়র্ক:** অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান, সকল মত পার্থক্য ও মান অভিমান দূরে ঠেলে প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ সাইফুল ইসলাম, তার দুই সহযোগী রাশেদ মান্নান ফয়সাল ও গণেশ চৌধুরী মনোয়ন পত্র যাচাই বাছাই পূর্বক সর্বসাধারণের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি (২০২২-২০২৩) ঘোষণা করেছেন। গত ৭ জানুয়ারী শুক্রবার কনকনে শীতে জ্যাকসন হাইটের নবান্ন রেস্টুরেন্টে গভীর রাতে শপথ পাঠের মাধ্যমে কমিশন চূড়ান্ত ধাপ সফলতার সাথে শেষ করেন।

প্রবাসের সফল ব্যবসায়ী, বিনয়ী মোঃ কামরুজ্জামান (কামরুল)-কে সভাপতি এবং তারুণ্যের অহংকার, সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী মোঃ আহম্মাদ শরীফ খান (মৌসুমী)-কে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পেয়ে সমিতি দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলাবাসী দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে। এ সময় সর্বস্তরের প্রবাসীজেলাবাসীর উপস্থিতিতে বিদায়ী সভাপতি মোঃ ইরশাদুল হক রোকনী ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রউফ লেবু ছাড়াও সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলামিন ও মোঃ সাইফুল বারী শফি, সবার পরিচিত মোঃ রুহুল আমিন সরকার, সদালাপী মোঃ মহিউল ইসলাম মনি, এস এম নাদীর উজ্জ্বল, মোঃ হাসান বিন নোমান রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অপর দুই কমিশনারের উপস্থিতিতে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় নতুন কমিটিকে কাজ করে যাবার আহবান জানান।

প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি: সভাপতি- মোঃ কামরুজ্জামান (কামরুল), সিনিয়র সহ সভাপতি- মোঃ আব্দুর রউফ লেবু, সহ সভাপতি- এস এম নাদীর উজ্জ্বল, এনাম এলাহী তরফদার (আরিফ) ও মোঃ এহতেশামুল হক রোকনী, সাধারণ সম্পাদক- মোঃ আহম্মাদ শরীফ খান (মৌসুমী), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোঃ জহরুল ইসলাম (সুজন), সহ সাধারণ সম্পাদক- মোঃ রুবেল হাসান মুন্সি, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোঃ জাকারিয়া সরকার, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- মোঃ মাসুদ রানা, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ রেজাউল বারী, সহ কোষাধক্ষ- মোঃ হালিম, প্রচার সম্পাদক- মোঃ মাহমুদুল হাসান (মার্ক), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা- রেদওয়ানা বিনতে রাজ্জাক (সেতু), ক্রীড়া সম্পাদক- মোঃ মোমিন মানিক, সহ-ক্রীয়া সম্পাদক- মোঃ জহরুল ইসলাম টিপু, মহিলা সম্পাদিকা- মোছাঃ মাকসুদা বারী তুহিন, সহ মহিলা সম্পাদিকা- মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস লিপি ও মোছাঃ জেসমিন মান্নান মিতা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোঃ হাবিব, দপ্তর সম্পাদক- মোঃ শফিকুল ইসলাম খান (শফিক) এবং কার্যকরী সদস্য/সদস্যা: মোঃ খান হোসেন বিপু, হাসান বিন নোমান (রাসেল), মোঃ মহিউল ইসলাম (মনি), মোঃ ইসলাম (শফি), মোহাম্মদ কাসেম, অনু হামিদ, দেবব্রত সাহা (দেবু), সেলিম রেজা ও মোঃ ফজলুল বারী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।


**Hillside Medical & Pain Management**

**164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432**

**Ph: (718-297-6090**

**PHYSICAL THERAPY**

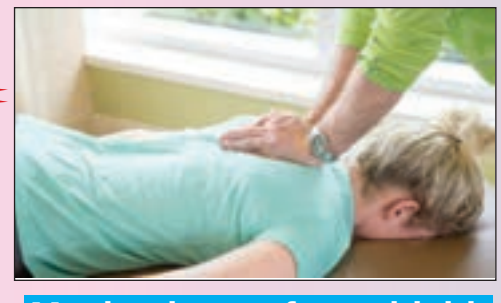
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





**WE ARE OPEN**
**We have missed you**





**Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients**

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F





## গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর রয়েছে ৮টি শাখা

# বয়স্কদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান










(শেষের পাতার পর)

সংস্কৃতিক অনুরাগী, সংগঠন আর পৃষ্ঠপোষক। সবমিলিয়ে তিনি একজন সফল মানুষ, একজন সংস্কৃতিমনা সাদা মনের মানুষ, কমিউনিটির বন্ধুবৎসল মানুষ। ইন্স্যুরেন্স আর হাম কেয়ার ব্যবসায় সফলতার পাশাপাশি কমিউনিটির যেকোন সভা-সমাবেশ থেকে শুরু করে পথসভা, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সবখানেই তার পরশ রয়েছে। কোথাও তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আবার কোথাও তিনি পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

লায়ন শাহ নাওয়াজ জানান, পরিবারের বয়স্কদের সেবায় নিবেদিত বহুমুখী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'। নিউইয়র্কে এটি বাংলাদেশী মালিকানাধীন হোম কেয়ার এজেন্সিগুলোর অন্যতম। তার (শাহ নাওয়াজ) লাইসেন্সড হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী 'গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার' শুধু বয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থাই করেনি। যারা স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছে। হোম কেয়ার এজেন্সিগুলো সাধারণত সিডিপ্যাপ সার্ভিসের মাধ্যমে পরিবারের মা-বাবা-শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী বা বয়স্ক অন্যান্যদের সেবাদানের ব্যবস্থা করে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবারের যারা সেবক হিসেবে কাজ করেন তারা ঘন্টা হিসেবে নিউইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে নির্ধারিত পরিমাণে বেতন পেয়ে থাকেন। যা গণ্য করা হয় চাকুরী হিসেবে। একসময় হোম কেয়ার ব্যবসায় ছিলো অন্যান্য কমিউনিটির নিয়ন্ত্রণে। বিগত চার-পাঁচ বছর যাবত নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি হোমকেয়ার সার্ভিস বয়স্কদের সেবায় ব্যবস্থা করে আসছে। এতে একদিকে পরিবারের অবহেলিত বয়স্কগণ সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

অপরদিকে পরিবারের যেসকল সদস্য সেবা প্রদান করছেন তারা লাভবান হচ্ছেন আর্থিকভাবে। সিডিপ্যাপের ক্ষেত্রে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। সিডিপ্যাপের সহজ প্রক্রিয়ার ফলে গোটা পরিবারের যেমন স্বচ্ছলতা এসেছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক সহমর্মিতা। পারিবারিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও হোম কেয়ার পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের বয়স্কদের সেবা প্রদানের মতো কেউ থাকে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবক ও সেবিকার। বিশেষ করে হোম হেলথ এইড, এইচএইচএ এবং প্যাশেন্ট কেয়ার এসোসিয়েটস বা পিসিএ। এইচএইচএ এবং পিসিএ সার্ভিসের জন্য প্রয়োজন হয় স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের। সব হোম কেয়ার এজেন্সিতে এধরণের প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই।

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার এজেন্সিতে নিয়মিত সিডিপ্যাপ সার্ভিসের পাশাপাশি রয়েছে এইচএইচএ ও পিসিএ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এজন্য লেক্সা নামে বিশেষ একটি লাইসেন্স নিতে হয় নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র লেক্সা থাকায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছে ক্যারিয়ার একাডেমী অব নিউইয়র্ক। শুধু এইচএইচএ বা পিসিএ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাই নয় দক্ষ নার্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের এই প্রশিক্ষণ একাডেমীতে।

ফলে প্রতিষ্ঠানটি পরিণত হয়েছে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে'। একই ছাদের নীচে স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত্রে অনেকগুলো সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। হোম কেয়ার কোম্পানী গোল্ডেন এজ ইতোমধ্যেই নিউইয়র্কে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে জানান এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শাহ নাওয়াজ। তিনি বলেন, গোল্ডেন এজ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শাখা নয়। এটি নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্সধারী একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। গোল্ডেন এজ হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সির আওতায় সিডিপ্যাপ সহ রয়েছে এইচ এইচ এ, পিসিএ এবং নার্সিং সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা। শাহ নেওয়াজ জানান, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার-এর ৮টি শাখা।

প্রধান অফিস জ্যাকসন হাইটস ছাড়াও জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউ, ওজনপার্ক, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ইয়ংকার্স আর ষ্টেটেন আইল্যান্ড-এ রয়েছে হোম কেয়ারের শাখা। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী শাহ নাওয়াজ বলেন, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশীদের মধ্যে যারা বেকার বা স্বল্প বেতনে কাজ করছেন তারা ক্যারিয়ার একাডেমী অব নিউইয়র্ক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদলে দিতে পারেন বলে মন্তব্য করেন শাহ নাওয়াজ। ক্যারিয়ার একাডেমী অব নিউইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই ক্যারিয়ার একাডেমিতে যে কেউ




প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন, এমন কি অন্য হোমকেয়ার এজেন্সীও তাদের এইচএইচএ/পিসিএ'র জন্য প্রার্থীদের পাঠাতে পারবে প্রশিক্ষণের জন্য।

শাহ নাওয়াজ জানান, একজন প্রার্থীকে কাজ শুরুর আগে ৮৪ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অতি সত্বরই শুরু হবে। ইতোমধ্যেই ব্রুকলীনে একাডেমী চালুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আর যেসব হোম কেয়ার এজেন্সির ল্যাক্সা নেই তারা এইচএইচএ এবং পিসিএ প্রশিক্ষণের জন্য গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ক্যারিয়ারের সেন্টারে আগ্রহীদের পাঠাতে পারেন। হোম কেয়ার কোম্পানী গোল্ডেন এজ ইতোমধ্যেই নিউইয়র্কে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলেও তিনি জানান। শাহ নাওয়াজ বলেন, গোল্ডেন এজ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শাখা নয়। এটি নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্সধারী একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। উল্লেখিত সবগুলো প্রতিষ্ঠানই দেখাশুনা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন শাহ নাওয়াজ। এই ক্যারিয়ার একাডেমীতে শিগগিরই ক্লাস শুরু হবে।

এদিকে শাহ নাওয়াজ প্রতিষ্ঠিত এনওয়াই ইন্সুরেন্স কোম্পানীর একই ছাদের নীচ থেকে যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন আরো বেশ কয়েকটি সেবা। যেমন হোম ইন্সুরেন্স। যে কেউ হোম ইন্স্যুরেন্স করার সুযোগ নিতে পারেন। বহুমাত্রিক এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি কাজ করেন লাইফ ইন্সুরেন্স এজেন্ট হিসেবে। নিউইয়র্ক লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর 'এক্সক্লুসিভ ব্রোকার' হিসেবে বিশেষ সুনাম রয়েছে জনাব শাহ নাওয়াজ'র। খ্যাতিমান এ লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী থেকে এওয়ার্ডও পেয়েছেন তিনি। এসব ছাড়াও লায়াবিলিটিস, ওয়াকার্স কমপেনসেশন ও ডিসএবিলিটি ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার। জ্যাকসন হাইটসের ৭১-১৬, ৩৫ এভিন্যুর ঠিকানায় 'এন ওয়াই ইন্সুরেন্স অফিস' সপ্তাহে ৬দিনই খোলা থাকে। অফিসে প্রায় এক ডজন কর্মচারী-কর্মকর্তা সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করেন। সময়ের ব্যবধানে এন ওয়াই ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজ এর পাশাপাশি আরো কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন শাহ নেওয়াজ। তন্মধ্যে ট্যাক্সি বেইজ এনওয়াই কার এন্ড লিমো অন্যতম।

এন ওয়াই ইন্সুরেন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এন ওয়াই লিমু কার সার্ভিসের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। উবারের মতোই এর কার্যক্রম। এনওয়াই লিমুজিন বেইজ'র প্রায় ৯ হাজার ট্যাক্সি সার্বক্ষণিক গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত বলে জানান শাহ নাওয়াজ। তার প্রতিষ্ঠিত এস এস আর রিয়েল এস্টেট কোম্পানীও অত্যন্ত সুনামের সাথে ব্যবসায় করে যাচ্ছে। উল্লেখিত সবগুলো প্রতিষ্ঠানই দেখাশুনা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন শাহ নাওয়াজ। বিভিন্ন সংস্থা থেকে এজন্য বেশ কয়েকটি পুরস্কারও লাভ করেছেন তিনি। ট্যাক্সি-লিমুজিন কোম্পানী, টিলসি তাকে 'রাইটিং এওয়ার্ড' প্রদান করেছে। "বেস্ট ব্রোকার' এওয়ার্ড পেয়েছেন হার্ডফোড ইন্সুরেন্স কোম্পানী থেকে। তার প্রতিষ্ঠান থেকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চান তারা ৬৪৬-৫৯১-৮৩৯৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

লায়ন শাহ নাওয়াজ ব্যবসায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট তিনি। আমেরিকা বাংলাদেশ বিজনেস এ্যালায়েন্সের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস'র চেয়ারম্যান। লায়ন্স ক্লাব-'২০ আর ২' এর দু'বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। কুইন্স বরো কম্যুনিটি বোর্ড-১২ এর সদস্য ও সাউথ এশিয়ান ভোটারস এসোসিয়েশনেরও অন্যতম কর্মকর্তা। ফোবানার-২০১৯ এর সাবেক চেয়ারম্যান শাহ নাওয়াজ জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা। তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ এবং BACLAI-এর আজীবন সদস্য। সামাজিক কর্মকান্ড ছাড়াও তিনি সঙ্গীত আর খেলাধুলার সাথেও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তিনি মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও ইংরেজী ভাষা সহ আরো ৪টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শাহ নাওয়াজের বাড়ী বাংলাদেশের খুলনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে মাস্টার্স এবং আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন শাহ নাওয়াজ। বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমাও করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী জীবনে আগে তিনি শিক্ষাজীবন শেষে বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানীতে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। ছিলেন 'নেওয়াজ গ্রুপ' এর চেয়ারম্যান। এই গ্রুপের অধীনে সুপার মার্কেট, গার্মেনস ফ্যাক্টরী, এমব্রয়ডারী ফ্যাক্টরী, বায়িং অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তার স্ত্রী রানু নাওয়াজ নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। তিনি সপরিবারে প্রায় এক যুগের অধিক সময় ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবার প্রতি তার অন্য রকম ঝোক ছিলো। সময়-সুযোগ পেলেই স্কুল জীবন থেকে মানুষের সেবার নিজেকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রবাসী জীবনের আগে দেশের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে থেকে মানব সেবায় কাজ করেন।

# বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935


## সম্পাদকীয়

## নির্বাচন কমিশন আইন

গত ১৭ জানুয়ারী সোমবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সংলাপ। মাসব্যাপী চলা এই সংলাপে প্রায় সব দলই আইন প্রণয়নের কথা বলেছে। সংলাপের শেষ দিন সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংলাপে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব প্রক্রিয়া শেষ করে আইনটি কার্যকর করা হবে। একই দিন নির্বাচন কমিশন গঠন আইনের একটি খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত মেয়াদের পর নির্বাচন হলে তা হবে ২০২৩ সালে। এখনো প্রায় দুই বছর বাকি থাকলেও নির্বাচনের পালে একটু একটু করে হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী। এর আগেই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হবে। ঐদিন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল ২০২২' চলমান ষোড়শ অধিবেশনেই উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'আগামী রোববার (২৩ জানুয়ারী) বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হবে। এই সংসদে আইনটি পাস হবে। এ আইনের অধীনেই নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যেহেতু এটা জনদাবি, সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।'

সংবিধানে বলা আছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং এ বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেবেন।

আইন পাস হওয়ার পরও নির্বাচন কমিশন গঠনে সব রাজনৈতিক দল একমত হবে–এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য এতটাই প্রবল যে তেমন সমঝোতায় পৌঁছা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। শুধু মতপার্থক্য নয়, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অসহিষ্ণুতাই এখন নতুন সংকট।

স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের যথাযথ ভূমিকার ওপর। এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনের দিক থেকে আমাদের নির্বাচন কমিশনও অনেক শক্তিশালী ও স্বাধীন। তার পরও আমাদের নির্বাচন কমিশন তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না কেন? বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কমিশনে আনাই হয় না। তাঁদের মতে, দলীয় আনুগত্যসম্পন্ন ব্যক্তির বদলে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে আসতে হবে। আমরা আশা করি, আগামী নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে আমরা সেই মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাব।

সংসদে কোনো বিল উত্থাপিত হলে সাধারণত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। সে জন্য কমিটিকে সময় দেওয়া হয়। সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন আসার পর সংসদে তা নিয়ে আলোচনা শেষে পাস হয়। তবে দ্রুত আইন পাসের নজির আমাদের দেশে আছে। আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই সদিচ্ছা থাকলে দ্রুত আইনটি পাস করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।



## ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে ভাটা, কার কাজে লাগবে

গৌতম দাস

ঘটনা দু'টি। বাংলাদেশ মার্কিন অবরোধের পাল্লায় পড়েছে। আর ওদিকে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক দূরে থেকে দূর অস্তে চলে যাচ্ছে; তাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও। বাংলাদেশে মার্কিন অবরোধ না হয় দেখা বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু তা বলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ভাটায় যাবে কেন?

এটা ঠিক, প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তবে, সম্পর্কিত। যেমন গত ১০ ডিসেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ আরোপের ঘোষণায় সবার বেলাতেই সাধারণভাবে বলা হয়েছিল আমেরিকার অবরোধের কারণ-মানবাধিকার লঙ্ঘন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেনের ভাষায়, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি আর মানবাধিকার জড়াজড়ি করে থাকা শুরু হয়েছে... । আর তা থেকেই, হ্যাঁ সেখান থেকেই বাংলাদেশে অবরোধ আরোপ আর 'ভারত-মার্কিন' সম্পর্ক ঝুলে পড়ার পেছনের কারণ একটাই আর তা হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন। যেটা বাংলাদেশের বেলায় র‍্যাব এই প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা বিষয়টা মুখ্য, আমেরিকা তাই বলছে। আর ভারতের বেলায় মুখ্যত কাশ্মিরের স্বাধীনতা-স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেয়া, ৩৭০ ধারা বাতিলসহ জবরদস্তি কাশ্মির ভারতের মূল ভূখন্ড বলে জুড়ে নেয়া, এই মানবাধিকার লঙ্ঘন। ঘটনা দু'টির 'মিলের জায়গা' এখানেই।

ভারতে নিজস্ব ব্যবসায়ীদের অর্থে পরিচালিত একমাত্র থিংকট্যাংক ওআরএফ বা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন। এই ওআরএফ-এর এক নিজস্ব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল গত বছর বাইডেনের শপথ গ্রহণের পরে ২৩ এপ্রিল ২০২১। ওই রিপোর্টের শিরোনাম : হিউমান রাইটস ও মার্কিন ফরেন পলিসি : ভারত ও চীনের ওপর এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া; যার প্রথম অংশে চীনের বিরুদ্ধে উইঘুরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যতকিছু অবরোধ দেয়া হয়েছে এর তালিকা দিয়ে ভারতের জন্য তা উপভোগের, এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ ভারতের জন্য খুবই হতাশার। সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে উপ-শিরোনামেই। সেটা এমন : ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের (বিরুদ্ধে) ক্যাপিটাল হিল-এর অ্যাডভোকেসি : পরিণতিতে গত তিন দশকের সম্পর্ক অগ্রগতির উল্টা-ভ্রমণ।

'ক্যাপিটল হিল' বলতে আমেরিকান কংগ্রেস বা সংসদ বিল্ডিং কমপ্লেক্স বুঝানো হয় যেখানে সদস্যরা আইন প্রণয়নের জন্য বসেন বা মিলিত হয়ে থাকেন। যেখানে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বার্ষিক স্টেট অব দা ইউনিয়নের ভাষণ দিয়ে থাকেন। আর সেখানেই ট্রাম্প আমলের শেষের সময় থেকেই ভারতের মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রসঙ্গে একের পর এক প্রস্তাব পাস হয়েছে। তা কখনো ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দু'দলই (বাই-পার্টিজান) মিলে, আবার কখনো একা ডেমোক্র্যাটরা। ওআরএফ-এর ওই রিপোর্ট, পাস হওয়া ওমন সব প্রস্তাবের তালিকা দিয়েছে। আর সেখান থেকেই রিপোর্টটা অনুসিদ্ধান্ত টেনেছে যে, বিগত ৩০ বছর ধরে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের যে ধারাবাহিক অগ্রগতি, তা এখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে উল্টা নিম্নগতি বা ভাটার পথে হাঁটা দিয়েছে; যদিও রিপোর্টটা শুরুতে আমেরিকা এতদিন ভারতকে কত কী খাতির করেছে ও গুরুত্ব দিয়েছে এ নিয়ে অজস্র প্রশংসা ও ভারতের সুখ স্মৃতির বর্ণনা দিয়েছে। এটাও লিখেছে আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল ও তৎপরতা বলে যা কিছু আমেরিকা করেছে তা ভারতের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে ও ফোকাসে রেখেই করা হয়েছিল। আর তা থেকেই তা আসলে এখন কত তীব্রভাবে ভেঙে গেছে, তিন দশের ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক অগ্রগতি এখন কতটা উল্টা-ভ্রমণ করছে বলে তা হতাশার, কত গভীর বেদনা-বিধুর তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

**'ক্যাপিটল হিল' বলতে আমেরিকান কংগ্রেস বা সংসদ বিল্ডিং কমপ্লেক্স বুঝানো হয় যেখানে সদস্যরা আইন প্রণয়নের জন্য বসেন বা মিলিত হয়ে থাকেন। যেখানে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বার্ষিক স্টেট অব দা ইউনিয়নের ভাষণ দিয়ে থাকেন।**

**কিন্তু পাক্কা তিন দশক বা ৩০ বছর কেন?**

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কোনো ঘটনায় অনেক স্মৃতি বা পুরানা গুরুত্বপূর্ণ দিক-পটভূমি হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক; কাশ্মির যেখানে প্রায় পঁচাত্তর বছরের পুরানা ঘটনা। এদিকে ভারতের মিথ্যা প্রপাগান্ডায় অনেকের আজ মনে হতে পারে শুরু থেকেই (১৯৪৭-৪৮) কাশ্মিরিরা বোধহয় 'সশস্ত্র' প্রতিবাদ করা জঙ্গি-টেরর, ফলে তারা খারাপ লোক! এই প্রপাগান্ডা ভিত্তিহীন, ফ্যাক্টস লুকানো কথা। গত ১৯৮৭ সালের কাশ্মির রাজ্যের নির্বাচনে রাজীব গান্ধী-ওমর আব্দুল্লাহ (কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও কাশ্মির ন্যাশনাল কংগ্রেসের ফারুক আবদুল্লাহর দলকে জিতানোর) এদের যৌথ ও ব্যাপক কারচুপি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই কেবল সাধারণ কাশ্মিরিদের সশস্ত্র আন্দোলনের শুরু। তা থেকেই আর নির্বাচন নয়, সশস্ত্রভাবে আন্দোলন ও প্রতিবাদ জড়ো করতে হবে- এই রাজনৈতিক ধারা মূল ফোকাস হয়ে উঠেছিল। আর তাতে আস্তে আস্তে বিজেপি নেতা **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

## মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পূর্বাপর

রুমিন ফারহানা

গুম হওয়া মানুষদের স্বজনদের আর্তনাদ কে শোনে? 'কীসের পুলিশ? আমি থানায় গেছি, পুলিশ আমাকে থানা থেকে বের করে দিয়েছে। পুলিশের ডিসি আমার চিঠিটা একবার পড়ল না। বলে, র‍্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ; আপনি র‍্যাবের কাছে যান। পুলিশ এখন তিন বছর পর এসে জিজ্ঞেস করে, আমার স্বামী আসলে গুম হয়েছে, নাকি কোথাও চলে গেছে? আমাদের কষ্ট লাগে, ঘেন্না আসে এখন।' কথাগুলো বলছিলেন গুম হওয়া ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী নাসিমা আক্তার। গুম হওয়া পরিবারগুলোর সংগঠন 'মায়ের ডাক' ১৫ জানুয়ারী প্রেসক্লাবে সমবেত হয়ে জানায়, গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের বাসায় গিয়ে তাদের ওপর নানা ধরনের চাপ প্রয়োগ করছে পুলিশ। বাসায় বাসায় গিয়ে জেরা করা, থানায় ডেকে পাঠানো, পুলিশের লিখিত বিবৃতিতে সইয়ের চাপ; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সাদা কাগজে সই নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন তারা। ৮-১০ বছর আগে যেসব মানুষ গুম হয়েছেন, যাদের পরিবার বারবার সন্ধান করেও এটুকু জানতে পারেনি তারা বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে, যে পরিবারগুলোর সন্তানরা বড় হয়েছেও বাপ্ত ডাকটির সঙ্গে পরিচিত না হয়েই। যে পরিবারগুলো দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে প্রতিবার ভাবে, হারানো স্বজন ফিরে এলো বুঝি; সেই পরিবারগুলোর ওপর নতুন করে নেমে এসেছে এক নতুন ধারার নির্যাতন।

বাংলাদেশে গত এক দশকে যারা গুম হয়েছেন, তাদের কেউ কেউ ফিরে এলেও আসেননি অনেকে। যারা ফিরে এসেছেন, তারাও জানাননি, ঠিক কী হয়েছিল তাদের। কারা নিয়ে গিয়েছিল, কেন নিয়ে গিয়েছিল, কোথায় রেখেছিল তাদের, কেমন আচরণ করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। এসব বিষয়ে কখনোই মুখ খোলেননি ফিরে আসা মানুষ। পরিবারের তরফ থেকেও বলা হয়নি কোনো কথা। বরং স্বজন ফিরে আসার স্বস্তিই মুখ্য হয়েছিল প্রতিটা ক্ষেত্রে। চাক্ষুষ সাক্ষী থাকার পরও জিডি করতে গিয়ে কখনোই বলা যায়নি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা। কারণ একটাই- এ কথা বললে জিডি নেবে না পুলিশ। প্রায় সর্বক্ষেত্রে বছরের পর বছর পার হলেও জিডির কোনো তদন্ত হয়নি। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র, অধিকার কিংবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বারবার বলা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি সরকার।

অবশেষে সরকারের টনক নড়ল যখন নিষেধাজ্ঞা দিল মার্কিন প্রশাসন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে প্রতিষ্ঠান হিসেবে র‍্যাব এবং র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর। এ নিষেধাজ্ঞার সহজ পরিণতি হলো, সেদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া এবং সেদেশে কোনো সম্পদ থেকে থাকলে সেটা বাজেয়াপ্ত হওয়া। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য এ দফায় বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, মিয়ানমার ও উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন, **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

## নামাজের সময়-সূচী

| জানুয়ারি | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ৫.৫১ | ৫.৫০ | ৫.৫০ | ৫.৪৯ | ৫.৪৮ | ৫.৪৮ | ৫.৪৭ |
| সূর্যোদয় | ৭.১১ | ৭.১০ | ৭.০৯ | ৭.০৮ | ৭.০৭ | ৭.০৬ | ৭.০৫ |
| জোহর | ১২.০৮ | ১২.০৮ | ১২.০৯ | ১২.০৯ | ১২.০৯ | ১২.০৯ | ১২.০৯ |
| আসর | ৩.২৫ | ৩.২৬ | ৩.২৭ | ৩.২৮ | ৩.২৯ | ৩.৩১ | ৩.৩২ |
| মাগরিব | ৫.০৬ | ৫.০৭ | ৫.০৯ | ৫.১০ | ৫.১১ | ৫.১২ | ৫.১৪ |
| এশা | ৬.২৪ | ৬.২৫ | ৬.২৬ | ৬.২৭ | ৬.২৯ | ৬.৩০ | ৬.৩১ |

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

# সাধারণ মানুষ কি বিরক্ত হচ্ছে!

## এ কে এম আতিকুর রহমান

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস। একে একে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা শত্রুমুক্ত হচ্ছে। তখনো পাকিস্তানের জেলে আটক বাঙালী 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলো, পাকিস্তানী সেনারা আত্মসমর্পণ করল। ২০ ডিসেম্বর ক্ষমতার পরিবর্তনে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন। নানা হিসাব-নিকাশ করে তিনি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৭ জানুয়ারী ১৯৭২। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে। সেখানেই ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে তাঁর মুক্তির বিষয়টি জানালেন এবং বাংলাদেশ আর পাকিস্তান মিলে একটি কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দিলেন। বঙ্গবন্ধুর সোজা উত্তর, তিনি তাঁর জনগণের সঙ্গে প্রথমে দেখা করবেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তার পরই তিনি ভুট্টোকে জানাতে সক্ষম হবেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনগণ অন্তপ্রাণ। যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেদিন তিনি ওই কথা বলেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় জনগণকে বঙ্গবন্ধু কতটা গুরুত্ব দিতেন, আর ভালোবাসতেন। দেশে ফিরে এসেই একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ার কাজে লেগে গেলেন, অন্যদিকে রচনা করলেন দেশের সংবিধান। সেই পবিত্র সংবিধানেও সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হলো জনগণের অধিকার, সম্মান, ন্যায়বিচার এবং সুরক্ষাকে। তাই জনগণের অবস্থান নিশ্চিত করতে সংবিধানের ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে যে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।' ধারা ২১(২)-এ আরো বলা হয়েছে যে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' অবশ্য দেশের প্রতি জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, বিশেষ করে সামরিক সরকারের শাসনের বছরগুলো বাদ দিলে বাকি সময়ে সংবিধানের ওই ধারাগুলো রক্ষা করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

গত দুই বছর ধরে করোনার ভয়াবহতা আমাদের বলতে গেলে গৃহবন্দিই করে রেখেছে। অতীব প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে যাওয়াই হয় না। সম্প্রতি একটি বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। দুপুরের দিকে বাসায় ফিরছিলাম। মগবাজার চৌরাস্তা পার হয়ে যখন হাতিরঝিলের সড়কে পড়েছি তখন আমাদের গাড়ির সামনে একটা মাইক্রোবাস, তার সামনে রয়েছে বিশেষ নম্বর প্লেটের একটি গাড়ি এবং তার সামনে একটি পুলিশের গাড়ি। অর্থাৎ তিনটি গাড়ির বহরের পেছনে রয়েছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের গাড়িগুলো, যারা গুলশানের দিকে যাবে। কিন্তু আমাদের যে যাওয়ার উপায় নেই। বর্ণিত ওই গাড়িগুলোকে অতিক্রম করতে দেওয়া হচ্ছিল না। আমার গাড়ির চালক (পেছনে থাকা অন্যদের মতোই) কয়েকবার চেষ্টা করেও এগোতে পারছিল না। মাইক্রোবাসে অবস্থানরত ব্যক্তিরা (সম্ভবত নিরাপত্তায় নিয়োজিত) বিশেষ লাঠির সাহায্যে অতিক্রম করতে নিষেধ করছিল। আমার যেহেতু খুবই তাড়া ছিল তাই কিছুটা পথ পেছন পেছন এগোনোর পর ডান দিকের বাড্ডা যাওয়ার সড়ক ধরে ঘুরে গুলশান-২ নম্বরে অবস্থিত আমার বাসায় ফিরে আসি। আসতে আসতে ভাবি–হায়রে জনগণ, আমরা নাকি এ দেশের মালিক! অথচ একটি সড়কে নির্বিঘ্নে যাতায়াতের অধিকারটুকুও আমাদের নেই। অন্যদিকে জনগণের সেবক একজন সরকারি চাকুরে কিভাবে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জনগণের চলাচল বন্ধ করে রাজার হালে চলে গেলেন। জনগণকে দেখিয়ে দিলেন কে মালিক, আর কে সেবক।

**বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন প্রথমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রিপরিষদে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় (এর আগে ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর তাঁকে প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল)। আমি ওই সময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের পরিচালক ছিলাম।**

বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর, বিশেষ করে ঢাকার সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচলে ভিআইপি ব্যক্তিদের প্রাধান্য, যেমন–মন্ত্রীদের গাড়ি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের গাড়ি, কিছু ব্যবসায়ীর গাড়ি যেমনভাবে লক্ষ করা যায় তাতে মনে হয় 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই সড়ক রাজত্বে।' আমরা জানি বঙ্গবন্ধুর কন্যা হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তার ইস্যুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর প্রতি দেশি-বিদেশী নানা হুমকি রয়েছে এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু অন্যান্য যাঁরা সড়কে চলাচলের সময় সাধারণ মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটান, তাঁদের ওই কর্মটি করা মোটেই শোভনীয় এবং মানবিক নয়। জনগণকে কম কষ্ট দিয়ে সীমিত ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে চলাচলে তেমন ক্ষতি বা অসম্মানজনক কিছু রয়েছে বলে মনে হয় না। তবে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের কথা আলাদা।

পুলিশের প্রহরায় এ দেশে কর্মরত বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা চলাফেরা করে থাকেন। আমার কূটনৈতিক জীবনে পুলিশ পাহারায় রাষ্ট্রদূতদের এমন করে চলতে দেখিনি। এমনকি দূতাবাসেও সার্বক্ষণিক পুলিশের পাহারা বসাতে দেখিনি। হয়তো বাংলাদেশের মতো এ ধরনের ব্যবস্থা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা দু-একটি দেশে থাকতেও পারে। এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশে একসময় ঘটে যাওয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তার বিষয়টি এসেছিল। জানা মতে, বর্তমান সরকার দেশের নিরাপত্তা বিধানে যথেষ্ট আন্তরিক এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা এমন নাজুক হয়ে যায়নি যে এ দেশে কর্মরত রাষ্ট্রদূতরা এ ধরনের নিরাপত্তা হুমকির কথা ভাবতে পারেন।

বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষ এ দেশে পুরোপুরি নিরাপদে বসবাস করছে, চলাফেরা করছে। সবাই যদি দেশটিকে নিরাপদ মনে করে, তাহলে গুটিকয়েক লোকের অনিরাপদ মনে হওয়ার কি সত্যিই কোনো যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে? একই দেশে বাস করা কয়েকজন ব্যক্তির একান্তই ব্যক্তিগত অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে সামান্য হলেও আন্তর্জাতিক মহলে যে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, সে বিষয়টি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তাই অহেতুক এসব উদাহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিরাপত্তা অবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো অর্থ হয় না। কেন যে ওই সব ব্যক্তি এমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তা-ও সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে।

ক্ষমতাবানরা যদি সড়কে পুলিশের গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করেন, তা কি দৃষ্টিকটু মনে হয় না? এ কাজটিতে কি তাঁদের সম্মান বাড়ছে, নাকি জনগণ বিরক্ত হচ্ছে? একজন মন্ত্রী বা সরকারি চাকুরে, তাঁরা তো জনগণের আর দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁদের চলাফেরায় যদি এত ভয়ভীতি, তাহলে জনগণকে তাঁরা প্রত্যাশিত সেবা দেবেন কিভাবে? তাঁদের তো ঘরে আর অফিসে বন্দি হয়ে থাকলে চলে না। জীবনের এত ভয় নিয়ে কি চলাফেরা করা যায়, না বাঁচা যায়? হয় জনসেবার মনোভাবটা জীবন থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করুন অথবা জনগণের সঙ্গে একই কাতারে চলুন। এসব ঝামেলায় না গিয়ে নিজে নিরাপদে থাকুন আর রাস্তাঘাটে চলার সময় অন্যদের শান্তিতে চলতে দিন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন প্রথমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রিপরিষদে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় (এর আগে ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর তাঁকে প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল)। আমি ওই সময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের পরিচালক ছিলাম। যদিও মন্ত্রণালয়ের বাইরের, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁর একান্ত সচিব, সহকারী একান্ত সচিব বা জনসংযোগ কর্মকর্তা মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গী হতেন, তবে আমাকেও যে মাঝেমধ্যে যেতে হয়নি তেমন নয়। তখন আমাদের গাড়ির সামনে বা পেছনে কোনো পুলিশের গাড়ি থাকত না। এমনকি সড়কে হুইসেল আর অদ্ভুত আওয়াজের ভেঁপু বাজিয়ে চলমান কোনো যানবাহনকে থামিয়ে পার হওয়ার বা আগে যাওয়ার প্রবণতা ছিল না। নিরাপত্তার দায়িত্বে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসা থাকতেন একজন গানম্যান। ওই আয়োজনেই তখনকার মন্ত্রীরা তৃপ্ত থাকতেন বলে মনে হয়। সে সময় সরকারের অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের কোনো সচিব বা ওই পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাকে গানম্যান বা সামনে-পেছনে পুলিশের গাড়ির বহর যুক্ত থাকার কথা শুনিনি।

আমাদের দেশটা আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর অনেক বৃহৎ আকারের দেশের চেয়েও বড়। সীমিত সম্পদের মধ্যে আমরা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে আমাদের উন্নয়ন বিশ্ববাসীর কাছে একটি 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর একটি দেশের উন্নয়নের জন্য যেসব মৌলিক কাঠামো প্রয়োজন তার মধ্যে নিরাপত্তাব্যবস্থা অন্যতম। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে সরকারের খুব একটা ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বর্তমানের বাংলাদেশ বিশ্বের নিরাপদ দেশগুলোর মধ্যে একটি। আন্তর্জাতিক বা স্থানীয়ভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মতো তেমন কোনো হুমকিতে বাংলাদেশ রয়েছে বলেও মনে হয় না। তাই বাংলাদেশের সড়কগুলোতে, বিশেষ করে ঢাকা শহরের সড়কগুলোতে সব যানবাহন সুনির্দিষ্ট ট্রাফিক আইন মেনেই চলাচল করুক।

*লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব*


LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372



NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052




বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

# ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া




# SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

# আফগান সঙ্কট নিরসনে ওআইসির উদ্যোগ

**মাহা আকেল**

মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিষয়ে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে। আফগান পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে দুটি প্রধান দেশ সৌদি আরবের উদ্যোগে ও পাকিস্তানের আয়োজনে ওআইসি ইসলামাবাদে একটি বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্পন্ন করেছে। গত বছরের আগস্ট মাসে তালেবানের হাতে কাবুল সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সেনারা আফগানিস্তান ত্যাগ করার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে যে মানবিক বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সর্বনাশ ঘটেছে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরব লিগ, জিসিসি এবং জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো ও জাপানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জরুরিভাবে এই সম্মেলন আহ্বান করার কারণে সম্মেলনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। তার বক্তব্য শীর্ষ সম্মেলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত ও গৃহীত হয়। তিনি আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থী গ্রুপগুলোর আশ্রয়দাতা হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করেছেন। সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করার আহ্বান জানান। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তার মধ্যে ওআইসি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেইন ইব্রাহীম তাহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি আফগানিস্তানের দলগুলোর প্রতি আফগান জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবন-জীবিকার হেফাজত, সহিংসতার প্রতি নিন্দা জানানো এবং আফগান জনগণের জন্য একটি সুন্দর স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী জীবনমান উন্নয়নের জন্য স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। অবশ্য তালেবানের প্রতি মতপার্থক্য বাদ দিয়ে দেশে এবং বিদেশে নিজেদের পক্ষে আস্থা তৈরি এবং তারা যে একটি দেশ পরিচালনায় সক্ষম সেটা প্রমাণ করার ব্যাপারে চাপ রয়েছে।

ওআইসি মহাসচিব আফগানিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন দানের ব্যাপারে তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার বিষয়টিও পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি ওআইসির কাবুল মিশনের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন নিয়ে সেখানে মানবিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে বলে জানান। জনাব তাহা আফগানবিষয়ক ওআইসির নতুন বিশেষ দূতের মাধ্যমে সেখানে মানবিক সহায়তা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে বলে জানান।

তালেবানরা গত আগস্টে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে দেশটির পরিস্থিতি অবনতি হয়। দেশটির ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে এখন সবাই উদ্বিগ্ন। জাতিসঙ্ঘের মতে, প্রায় দুই কোটি ৩০ লাখ মানুষ ইতোমধ্যেই ক্ষুধা ও খাদ্যাভাবের মুখে রয়েছে। অপুষ্টির শিকার শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসহায়তা খুবই অপর্যাপ্ত। শিক্ষকদের ৭০ শতাংশ বেতন পাচ্ছেন না এবং লাখ লাখ শিশু স্কুলে যেতে পারছে না।

অপর দিকে আফগানিস্তানে শীত জেঁকে বসেছে এবং কোভিড-১৯ সর্বত্র হানা দিচ্ছে। মুদ্রার দাম পড়ে যাচ্ছে। অপর দিকে প্রত্যেকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য প্রতিদিন বাড়ছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর্থিক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সামাজিক সেবাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান রূঢ় বাস্তবতায় ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের জন্য এটাই হচ্ছে পটভূমি। এই অবস্থা চলতে থাকলে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে জনগণকে চরম দারিদ্র্য, বাস্তুচ্যুতি এবং অভিবাসনের দিকে ঠেলে দেয়া হবে- যার অর্থ হলো দেশের ভেতরে এবং বাইরে অস্থিতিশীলতা, মানব পাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন, অবৈধ কর্মকান্ড, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পাবে।

বিদেশে আফগানিস্তানের যে শত শত কোটি ডলারের অর্থ ও সম্পদ আটক করে রাখা হয়েছে, তা উদ্ধার বা ছাড় করতে এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য তালেবানরা এখন মরিয়া। তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং আফগান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে একটি বিবৃতি দেন। তাকে আনুষ্ঠানিক গ্রুপফটোতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং আনুষ্ঠানিক **(বাকি অংশ ১২ পাতায়)**

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.
ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন

DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S

DR. BORNALI HASAN MD
উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।
মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।
আমাদের শাখা দু'টি
JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)
SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)
General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
অন্যূন ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com
SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent
SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

# রংপুর জেলা এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত

(৩ পাতার পর)

নুরুননবি মিয়া (বাদল) উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।



মাসুদ আলম মিঠু বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, 'রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক' এর ২০২২-২০২৩ সালের জন্য নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে গত ২৬ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে নির্বাচন কমিশন গত ১২ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ এবং ১৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই এবং প্রত্যাহারের পর্ব শেষ করেন। পরবর্তীতে গত ২৬ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বিজয়ী হিসেবে মোহাম্মদ মিয়া (দুলু) ও জাকিউল উদ্দিন উৎপল পরিষদকে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।



রংপুর জেলা এসোসিয়েশন, ইনক'র পূর্ণাঙ্গ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ মিয়া (দুলু), সহ সভাপতি- তপোন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- জাকিউল উদ্দিন (উৎপল), সহ সাধারণ সম্পাদক- মো. নুরুল আমিন (আমরুল), অর্থ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম (স্বপন), সহ অর্থ সম্পাদক মো. ইবনে মাসুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- মো. হাসান আবু সাইদ (বিদ্যুৎ), সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মো. ওমর ইসলাম, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কুমকুম আহমদ, প্রচার সম্পাদক- জাভেদ জোয়াত পলক। কার্যনির্বাহী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ রাজু আহম্মেদ, মোহাম্মদ আনওয়ার হোসেন, জাকিয়া

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

**নিউইয়র্ক থেকে আশরাফ হোসেনের প্রশ্নঃ**

আমার স্ত্রীর করা আবেদনে আমি এদেশে এসেছি। আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি একজন বাংলাদেশী। আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট আছে। আমার ঐ বাংলাদেশের পাসপোর্ট সদ্য নবায়ন করা হয়েছে।

আজ আমি আমার একটি প্রশ্নের ব্যাপারে পরামার্শ পাবার জন্য এই চিঠিটা লিখছি। আমার জানার বিষয়টি হচ্ছে- আমিতো আমার স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এদেশে এসে সিটিজেনশীপ লাভ করেছি। কিন্তু এখন আমার স্ত্রীর সাথে আমার বনিবনা হচ্ছে না। এ কারণে আমি যদি দেশে চলে যাই, তবে বাংলাদেশে পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করতে পারব কিনা? ঐ পাসপোর্ট নিয়ে প্রয়োজনে আবার আমি এদেশে আসতে পারব কিনা?

**আশরাফ হোসেনের প্রশ্নর উত্তরঃ**

একজন ইউএস পাসপোর্টধারী যে কোন সময় ভ্রমণ করতে পারেন। আপনি উল্লেখ করেছেন যে আপনি একজন ইউএস এর পাসপোর্টধারী। সে কারণে আপনি যোকোন সময় ভ্রমণ করতে পারেন। তবে একজন ইউএস এর পাসপোর্টধারী হিসেবে বাংলাদেশে যেতে চাইলে আপনার ইউএস এর পাসপোর্টকে নো ভিসা রিকোয়ারমেন্ট এই মর্মে সিল নিতে হবে। ইউএস এর বাংলাদেশ কনস্যুলেট থেকে। অর্থাৎ আপনি ইউএস এর পাসপোর্ট নিয়ে ইউএস থেকে বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারবেন। এর অর্থ হচ্ছে আপনি ইউএস পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে যেতে পারবেন এবং ইউএসএ ফিরে আসতে পারবেন। আপনার স্ত্রীর বিষয়ে যে কথা উল্লেখ করেছেন সেটি আপনার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। পরামর্শ হিসেবে বলতে চাই যে সব সমস্যারই সমাধান আছে। আপনার সমস্যার সমাধান হোক এই কামনা করি। বিশেষ প্রয়োজনে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

**আয়েশা খানমের প্রশ্নঃ**

আমি আমার ভাই এর শাশুড়ির জন্যে আজ এই চিঠি লিখছি। আপনার পরামর্শের জন্যে। তিনি প্রায় ১০ বছর যাবত গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করছেন। তিনি কোন জব করেন নাই। তার বয়স ৭০ উর্ধ্ব। তিনি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছিলেন। তাকে সাক্ষাতকারের জন্যে ডাকা হয়েছিল কিন্তু তার আবেদন নাকোচ হয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে তিনি ইংরেজি জানেন না। আর এ কারণে তিনি ইংরেজিতে পাশ করতে পারেন না।

এই অবস্থায় আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে কিভাবে তিনি সিটিজেনশীপ পেতে পারেন? তার জন্য আপীল করা যায় কিনা? কিংবা অন্য কোন রকম উপায় আছে কিনা? এ ব্যাপারে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

**আয়েশা খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ**

আপনার ভাইয়ের শাশুড়ি মাতা ইউএস সিটিজেনশীপের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেন নাই। কারণ ইংরেজি পরীক্ষা অথবা ইউএস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এবং সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে আবারো সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করা যায়। অস্বীকৃত চিঠিটি আপনাদের পাঠিয়ে দিতে হবে যে তিনি সিটিজেন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন। এই সব বিষয়ে অর্থাৎ সিটিজেনশীপের জন্যে প্রমান করতে হবে যে তিনি পাঁচ বছর বা তার বেশি ধরে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এক নাগাড়ে এদেশে বাস করছেন।



ইন্টারভিউ এর সময় দুই ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। তার একটি হচ্ছে ইউএস গভর্নমেন্ট ও ইতিহাস পরীক্ষা। আর অন্যটি হচ্ছে ইংরেজি পরীক্ষা। যাতে লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারতে হবে।

তবে এই ইংরেজী পরীক্ষা মাফ হতে পারে যদি কারো বয়স ৫৫ বছর উর্দ্ধে হয়ে থাকে। এবং গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে ১৫ বছর ধরে এদেশে বাস করছেন- এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে পারে।

ইতিহাস এবং গভর্নমেন্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। শারীরিক ব্যাপারে অর্থাৎ কোন কারণে যদি কোন তথ্য বা শেখার পদ্ধতি আয়ত্বে রাখতে অক্ষম হন বা অপারগ হয়ে থাকেন তবে উল্লেখিত পরীক্ষা মাফ হয়ে যাবে। আর এ জন্য অবশ্যই তার ডাক্তারকে ফর্ম পূরণ করতে হবে।

ইতিহাস অথবা ইংরেজি পরীক্ষায় পাশ না করলে এবং ইমিগ্রেশন, আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে- আপনাদের অধিকার আছে ফর্ম এন-৩৩৬ পূরণ করে আপীল করার। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

**নিউইয়র্ক থেকে বাবুল হকের প্রশ্নঃ**

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার ভাই বাংলাদেশে থাকে। একজন ইউএস সিটিজেন মেয়ের সাথে আমার ভাই এর বিয়ে হয়েছিলো। সেই মেয়ে আমার ভাইয়ের জন্য আবেদন করেছিলো। তার সাথে এখন সম্পর্ক নেই। ডিভোর্স হয়েছে কিনা জানিনা। এই অবস্থায় তার জন্য আমি আবেদন করতে পারব কিনা।

**আবুল হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ**

একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে চান কিন্তু তার আবেদনের ব্যাপারে কিছু জানেনা।

এই অবস্থায় আপনার ভাইকে কেসের অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। আপনার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করলে ফর্ম আই-১৩০ তে বেনিফিসিয়ারির স্ট্যাটাস অর্থাৎ ৬ নম্বর ঘরে বিবাহিত লেখাই ভালো। কারণ ডিভোর্স লেটার পান নাই অর্থাৎ বৈধব্য জীবন যাপন করছেন কিন্তু অবিবাহিত নন। ৮ নম্বর ঘরে তারিখ এবং বিয়ের স্থান উল্লেখ করবেন। প্রয়োজনে এসব প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা দেবেন।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্ম হচ্ছে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাত নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

**ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪**

**ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০**

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

**অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।**


# Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

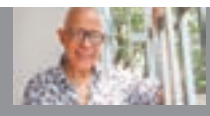
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# ইউপি নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীদের পরাজয় কেন?

**জাহেদ উর রহমান**



সম্প্রতি আমেরিকার গণতন্ত্র সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে চীন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে তারা দাবি করছে, চীনও একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তাদের মতো করে নানা যুক্তি দিয়ে তারা বলছে, তাদের গণতন্ত্রের একটা বিশেষ ভার্সন আছে। সেটা হলো 'যে গণতন্ত্র কাজ করে'। আমাদের এই অঞ্চলে আমরা দেখেছি মৌলিক গণতন্ত্র, উন্নয়নের গণতন্ত্র ইত্যাদি নাম নিয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয়, গণতন্ত্রের একটা সার্বজনীন প্রত্যাশা মানুষের মধ্যে আছে।

কথাটা মনে পড়ল বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ঘটনা প্রবাহে। এক সময় দেশে সংসদ নির্বাচনের মান যেমনই থাকুক না কেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো মোটাদাগে ভালো হতো। কিছুদিন আগে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাগেরহাটের প্রায় সব ইউনিয়নে যখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হচ্ছিল, তখন নির্বাচন থেকে সরে যেতে বাধ্য হওয়া একজন প্রার্থী বিবিসি বাংলাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এমনকি এরশাদ সরকারের সময়েও তারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনটা ভালোভাবে করতে পারতেন।

দেশের সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচন উৎসবের আমেজ এনে দিত বহুকাল থেকে। যেহেতু এই নির্বাচনের ফল যেটাই হোক না কেন, সেটা রাষ্ট্রের ক্ষমতার মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, তাই ক্ষমতাসীন সরকারের প্রার্থীরা এই নির্বাচনগুলোতে হেরে গেলেও সেটাকে নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতেন না তারা। বরং এই নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু করার মাধ্যমে তাতে নিজেদের অনেক প্রার্থী পরাজিত হতে দিয়ে সমাজে তারা এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করতেন- দেশে গণতন্ত্র আছে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সময়ে এই চর্চার খুব বড় ধরনের ব্যত্যয় তৈরি হয়েছে। একটির পর একটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগের চেয়ে ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা, সেটা না পারলে নিজেদের মধ্যে মারামারি-খুনোখুনি করে, ভোটারদের হুমকি দিয়ে যে কোনো মূল্যে জেতার মরিয়া চেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে মন্ত্রীর অধীনে দেশের স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব, সেই মন্ত্রীর এলাকায় গত তিন বছরে লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, লাকসাম পৌরসভা নির্বাচন, লাকসাম উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নে কোনো ভোট হয়নি। আর এবার দুই উপজেলার প্রায় সব ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান এবং প্রায় সব মেম্বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

ইউপি নির্বাচনের প্রথম দুটি ধাপে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং নির্বাচন মিলিয়ে নৌকা মার্কার প্রার্থী বেশি জিতেছিলেন। কিন্তু সেই প্রবণতা পাল্টাতে থাকে এর পরের ধাপগুলোতে। ক্রমান্বয়ে নৌকার জেতার সংখ্যায় ভাটার টান শুরু হয় এবং বেশি সংখ্যায় জিততে থাকেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যা শেষের দিকে এসে প্রায় সমান হয়ে যায়।

নৌকার পরাজয়ের চেয়ে বড় বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার যাচ্ছেতাই ফলাফল। অনেক নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীরা হেরে দ্বিতীয়ও হননি; হয়েছেন তৃতীয় বা চতুর্থ। আমাদের অনেককে অবাক করে দিয়ে অনেক স্থানে তারা জামানত হারিয়েছেন। না; বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। বেশ কয়েকটি ইউপিতে নৌকা মার্কা ৪০-৫০ থেকে শুরু করে শখানেক ভোট পেয়েছে। এই নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছিল, যদিও বিএনপির কিছু মানুষ স্বতন্ত্র হিসেবে অংশ নিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ জিতেছেনও। তবে নৌকাকে হারানো স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী। তাই নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীদের পরাজয় হলেও তাতে জিতেছে আওয়ামী লীগের লোকই।

এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন এলাকায় নৌকাডুবি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে এনেছে। বর্তমান সরকারের অধীনে যেহেতু জাতীয় থেকে শুরু করে স্থানীয় সব নির্বাচনে নৌকা মানেই জয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই নৌকা মার্কা পেতে মরিয়া সবাই। নৌকা মার্কার মনোনয়ন বাণিজ্য প্রায় ওপেন সিক্রেট। ইউপি নির্বাচনের ফল প্রমাণ করেছে, এই লেনদেন কত উৎকট পর্যায়ে গেছে। জামানত হারানো কিংবা ৪০-৫০ ভোট পাওয়ার মতো জনসংযোগের ভিত্তিহীন মানুষের কাছে মনোনয়ন কত অবিশ্বাস্য অঙ্কে বিক্রি হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে রকেটবিজ্ঞানী হতে হয় না।

যে কোনো মূল্যে নৌকাকে জেতানোর জন্য নানা রকম অন্যায় পদক্ষেপ নেওয়া; তারপরও জয় নিশ্চিত করতে না পারা এই মার্কাটিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে কিনা- এ আলোচনা এখন সরকারি দলের মধ্যে হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরাও দীর্ঘদিন ধরে বলে যাচ্ছিলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীকমুক্ত হওয়া উচিত।

দলীয় প্রতীকমুক্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে স্থানীয় পর্যায়ে হানাহানি এবং ভোটে অনিয়ম করার প্রবণতা কমবে- এ ধারণায় আস্থা রাখা কঠিন। দলীয় প্রতীক না থাকলে মনোনয়ন বাণিজ্য হয়তো কমবে বেশ খানিকটা। তার পরও স্থানীয় এমপি বা প্রভাবশালী কোনো নেতার আশীর্বাদপুষ্ট হতে হলেও যথেষ্ট টাকার লেনদেন হবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মারামারি-খুনোখুনিসহ যাবতীয় অনিয়মের মাধ্যমে যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে জেতার প্রবণতা কমবে না মোটেও।

ক্ষমতাসীন দলের কোনো পদে কিংবা কোনো পর্যায়ে যে কোনোভাবেও নির্বাচিত সিল লাগানো গেলে সেই ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থেই আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে যান। অসীম ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং অকল্পনীয় পরিমাণ উপার্জনের নিশ্চয়তা থাকে তাতে। এই ক্ষমতা এবং উপার্জন যায় এমন মানুষদের হাতে; মোটাদাগে যাদের পক্ষে এই সমাজে তাদের শিক্ষা বা দক্ষতার বিনিময়ে মোটামুটি মানের একটা চাকরি জোটানোও সম্ভব না।

খেলায় স্টেইক বড় হবে সেই খেলা তত বেশি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যে কোনোভাবে যে কোনো মূল্যে সবাই জিততে চায়। ক্ষমতাসীন দলের হয়ে এই খেলায় জেতা-হারার স্টেইক ভীষণ বড় এখনই। সামনের দিনগুলোতে এটা আরও বড় হবে- নিশ্চিত।

তাই ভবিষ্যতে আরও অনেক তুচ্ছ কারণে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বাড়বে; হবে হানাহানি, খুনোখুনি।








এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

# তাইওয়ান এবং ইউক্রেনে যুদ্ধের দামামা



মোঃ বজলুর রশীদ

বিশাল ইউরেশিয়ার নিস্তব্ধতা যুদ্ধের দামামায় মুখরিত এখন। পশ্চিম ফ্রন্টে, রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে সামরিক ইউনিট, মিসাইল ও ট্যাংক বহর মোতায়েন হয়েছে। অস্থির মানুষ যুদ্ধ ভয়ে। শীতের প্রকোপ যেমন বাড়ছে তেমনি খাবার সরবরাহ জটিলতর হচ্ছে। এর মধ্যে যুদ্ধ বাধলে নানাবিধ দুর্দশায় আক্রান্ত হবে ইউক্রেন ও আশপাশের মানুষ। অপর দিকে, তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অবস্থানও বিস্ফোরণোন্মুখ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিসি চীনের মূল ভূখন্ড দখল করে নেয় কিন্তু চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদীদের নির্মূল করতে পারেননি। এরা তাইওয়ানে ও কিছু ছোট ছোট দ্বীপে চলে যায়। তখন এসব এলাকা সিপিসির শাসনের আওতার বাইরে ছিল। চীন 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' তাইওয়ানকে সংযুক্ত করতে চায়। চীনবিরোধী একটি পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে ব্যবহার করতে চায়। দক্ষিণ চীন সাগর ও চীনকে চাপে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিবিধ কৌশলগত ও সামরিক বিষয়কে সজ্জিত করে চলেছে। চীন তাইওয়ানকে একত্রীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় যদি তাইওয়ান স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তবে চীন সাথে সাথে আক্রমণ করে তা দখল করবে এমন অবস্থা এখন বিরাজমান। তাইওয়ান প্রণালী যেকোনো সময় যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ দীর্ঘ দিন ধরে 'এক চীন' নীতি বজায় রেখেছে। তাইওয়ানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু দ্বীপটির সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক দেশ বাণিজ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তাইওয়ান অত্যাধুনিক মাইক্রোচিপ উৎপাদনে এখন বিশ্বনেতা। তাইওয়ানের চীনা সমাজ গণতান্ত্রিক হতে পারলে, হয়তো এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চীনের বাকি অংশে একদিন প্রসারিত হবে।

ইউরেশিয়ার অপর প্রান্তে, ইউক্রেন পরিস্থিতি তাইওয়ানের পরিস্থিতি থেকে আলাদা, অন্তত এ কারণে নয় যে, রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৪ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দখল এবং ক্রিমিয়ার সংযুক্তিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নিন্দিত হয়। মাত্র ১১টি দেশ ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।

পুতিন মনে করেন, ইউক্রেন বা বেলারুশীয় সার্বভৌমত্ব ক্রেমলিনের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধীনে রাশিয়ার সাথে এক সাথে অর্জন করার বিষয়। পুতিনের 'সংশোধনবাদ' অনেক সুদূরপ্রসারী। তিনি সোভিয়েত সংবিধানের অধীনে ইউক্রেনের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন মর্যাদার সমালোচনা পর্যন্ত করেছিলেন। পুতিনের কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো- তিনি ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে এখন অসহনীয় মনে করছেন, তিনি সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সোভিয়েত 'স্বাধীন স্টেটস' ইউনয়নে ফিরে যেতে চান।

তাইওয়ানকে চীনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য চীনের বিভিন্ন কৌশল নকশা করা আছে। রাশিয়া তার সামরিক বাহিনীকে ইউক্রেন আক্রমণ এবং জয় করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ও সজ্জিত করছে। ক্রিমিয়া দখলের পাশাপাশি ক্রেমলিন ইতোমধ্যে ইউক্রেনে নিয়মিত সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছে। ২০১৪ সালের আগস্টে এবং ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতেও এমন সেনা মোতায়েন হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, এবার পুতিন বড় ধরনের সেনা 'পুশ' করতে ইচ্ছুক।

সমালোচকরা মনে করেন, তাইওয়ানে চীনা সামরিক অধিগ্রহণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আমূল পরিবর্তন করবে না, তেমনি ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অধিগ্রহণ ইউরোপের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করবে না। পুতিন তাইওয়ান প্রশ্নে বারবার চীনকে সমর্থন দিয়েছেন। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে চীন কঠোরভাবে নীরব। অনেকে আশঙ্কা করছেন, যুদ্ধ শুরু হলে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে বর্তমান 'বিশ্ব শান্তির পরিবেশ' বিনষ্ট হবে। চীনের তাইওয়ান আক্রমণ এবং রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ করা বিশাল ভুল হবে, কেননা এতে বৃহত্তর সামরিক সঙ্ঘাতের ঝুঁকি বাড়বে এবং যুদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হবে। জাপান ও ভারতের মতো দেশগুলো প্রায় নিশ্চিতভাবে চীনকে প্রতিহত করার জন্য তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেবে। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ ও উৎপাদন দুটি দেশে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ইউরোপীয়রাও তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আরো কৌশলী হবে এবং বৈশ্বিক সমর-রাজনীতির টেবিলে নতুন নতুন কার্ড ফেলবে। যুদ্ধের ড্রামগুলোর আওয়াজ বেশ স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। কূটনীতির কাজ হলো, এসব কোলাহলের পটভূমিতে বিচরণ করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করা। সেটি তেমন কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইউরোপ ও এশিয়ায় দুটি বিপজ্জনক ফ্ল্যাশপয়েন্টে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনকে প্রকাশ্য সংঘাতে নিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেন ও তাইওয়ানের সঙ্কট সমাধান করা যেতে পারে যদি সব পক্ষ অন্যদের বৈধ নিরাপত্তা স্বার্থকে সম্মান জানায়।

বর্তমান ইউক্রেন সঙ্কট রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েরই অত্যাচারের ফল। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়াকে সংযুক্ত করা এবং ইউক্রেনের দোনেৎস্ক এবং লুহানস্কে শিল্প কেন্দ্র দখলের মধ্যে রাশিয়া নিজের প্রভাবের পাখা মেলে দেয় এবং শক্তি, শিল্প ইনপুট এবং বাজারের জন্য ইউক্রেনকে নির্ভরশীল রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতির সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে একীভূত হতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ক্রেমলিন আশঙ্কা করছে যে, ইউক্রেনের জন্য ইইউ সদস্যপদ ন্যাটোতে যোগদানের একটি ধাপ মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রও অনেক প্রভাব ফেলেছে, ২০০৮ সালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই উসকানিমূলক প্রস্তাব আমেরিকান মিত্রদের বিভক্ত করেছিল এবং ন্যাটো তবুও নিশ্চিত করেছে যে, ইউক্রেনকে সদস্য হিসেবে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ২০১৪ সালে রাশিয়া সহিংসভাবে ক্রিমিয়াকে অধিভুক্ত করে। তখন তার একটি উদ্দেশ্য ছিল ন্যাটো যেন কখনোই রাশিয়ার ব্ল্যাক সি নৌঘাঁটি এবং নৌবহরে ঢুকতে না পারে।

নভেম্বরেও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে যে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রচারিত হয় তাতে দেখা যায়, ইউক্রেনে ন্যাটোর নীতির পরিবর্তন হচ্ছে। ইউক্রেনীয় এবং ন্যাটো কর্মকর্তারা উভয়েই মত প্রকাশ করেছেন, ইউক্রেন যেকোনো সময় ন্যাটোতে যোগদান করে পূর্ণ সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে। তবুও, একজন উচ্চপদস্থ এস্তোনিয়ান সংসদ সদস্য সতর্ক করেছেন যে, ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগদানের বিষয়টি ১৯৩৮ সালে ব্রিটেনের হিটলারকে তুষ্ট করার মতো।

পেন্টাগন মনে করে, ইউক্রেনের কোনো সামরিক জোট বেছে নেয়ার অধিকার রয়েছে। এই অবস্থানটি প্রথম ১৮২৩ সালের মনরো মতবাদে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রে হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫৯ সালের কিউবান বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ট্রোর সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ফিরে যাওয়াকে মনে করিয়ে দেয়। তারপর, তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করেছিলেন, 'কিউবাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে একটি হাতিয়ার হিসেবে হস্তান্তর করা হয়েছে।' তিনি সিআইএকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করার। ফলে পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল সঙ্কটের জন্ম দেয়। তবে এটাও সঠিক যে, ছোট দেশগুলো ঝট করে সামরিক জোট বেছে নিতে পারে না, কারণ এ ধরনের পছন্দ তাদের প্রতিবেশীদের জন্য নিরাপত্তা ইস্যু সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, সোভিয়েত ক্রোধকে উসকে দেয়া হবে এই ভেবে, অস্ট্রিয়া এবং ফিনল্যান্ড উভয়েই ন্যাটোতে যোগদান না করে তাদের স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি সুরক্ষিত করতে পেরেছিল। ইউক্রেনের জন্যও আজ একই বিষয় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্মকর্তাদের বিচক্ষণতা সঙ্কটের সমাধান দিতে সহায়ক হতে পারে।

তাইওয়ানের সমস্যাও একই রকম। এক চীন নীতির ধারণা অনুসারে, তাইওয়ানের শান্তি ও গণতন্ত্রের অধিকার রয়েছে। রিচার্ড নিক্সন এবং মাও সেতুংয়ের সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের সম্পর্কের ভিত্তি এমনই চলে আসছে।

তাইওয়ানের প্রতি একতরফা সামরিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চীনকে সতর্ক করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, চীনের সামরিক পদক্ষেপ বিশ্ব নিরাপত্তা এবং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। তবুও, ইউক্রেনের যেমন ন্যাটোতে যোগদানের সীমাহীন সমস্যা, তেমনি তাইওয়ানেরও চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেও হাজারো সমস্যা এবং বিশ্ব শান্তি ও অর্থনীতির জন্য মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, তাইওয়ানের কিছু রাজনীতিবিদ স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে তালগোল পাকাচ্ছেন এবং কিছু মার্কিন রাজনীতিবিদ 'এক চীন' নীতির সাথে স্বাধীনতার কথাও বলছেন! ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালে ডিসেম্বরে পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'আমি এক চীন নীতি পুরোপুরি বুঝতে পারি, কিন্তু আমি জানি না, কেন আমাদের এক চীন নীতিতে আবদ্ধ হতে হবে যদি না আমরা চীনের সাথে বাণিজ্যসহ অন্যান্য বিষয়ে চুক্তি করি।'

এরপর জো বাইডেন উসকানিমূলকভাবে গত ডিসেম্বরে গণতন্ত্রের জন্য শীর্ষ সম্মেলনে তাইওয়ানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জাতিসংঘের ব্যবস্থায় তাইওয়ানের 'দৃঢ় অংশগ্রহণের' প্রতি সমর্থন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের পদক্ষেপ চীনের সাথে উত্তেজনাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই তাইওয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রকে কয়েকটি বিষয়ে চীন 'রেড লাইন' এঁকে দিয়েছে।

আবার, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা যুক্তি দেন যে, তাইওয়ান স্বাধীনতা ঘোষণা করার অধিকারের পথে রয়েছে; আমেরিকার তার নিজস্ব ইতিহাসের আলোকে সেটিকে বিশ্লেষণ করা উচিত। এভাবেই ঘুমন্ত ড্রাগনকে তাপ দেয়া হচ্ছে। চীনও ক্যালিফোর্নিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেটি সহ্য করছে না। যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করেনি, চীন এত তাড়াতাড়ি বৈশ্বিক রাজনীতিতে খেলা শুরু করবে।

তাইওয়ানে সামরিক ইস্যু বৃদ্ধির ঝুঁকিগুলো নিয়ে সম্প্রতি ন্যাটোর মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ ঘোষণা দেন, ন্যাটো জোট চীনকে মোকাবেলা করতে পারে। যদি তেমনটি হয়, তবে তাইওয়ান পরিস্থিতি আরো জটিলতার সৃষ্টি করবে।

ইউএস সিনেট গত ১৫ ডিসেম্বর ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট-এর একটি সংস্করণের পক্ষে ভোট দিয়ে ৭৭৮ বিলিয়ন প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অনুমোদন দেয় যা আগের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি। হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এটি ৩৬৩-৭০ ভোটে, সিনেট ৮৯-১০ ভোটে পাস করেছে।

২০২২ সালে এ আইন ইউক্রেন নিরাপত্তা সহায়তা উদ্যোগের জন্য ৩০০ মিলিয়ন ডলার রেখেছে। ইউক্রেনের সশস্ত্রবাহিনীকে সহায়তা প্রদানকারী রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর মারাত্মক বিরোধ রয়েছে; ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা উদ্যোগের জন্য চার বিলিয়ন ডলার এবং বাল্টিক সুরক্ষা সহযোগিতার জন্য ১৫০ মিলিয়ন ডলার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছে। চীনের বিষয়ে, বিলে প্যাসিফিক ডিটারেন্স ইনিশিয়েটিভের জন্য ৭.১ বিলিয়ন এবং তাইওয়ানের প্রতিরক্ষার জন্য কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়া গেছে। সেই সাথে চীনের জিনজিয়াং অঞ্চল থেকে জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ে প্রতিরক্ষা বিভাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া বিলে বলা হয়েছে- তাইওয়ান দ্বীপের নৌবাহিনীকে ২০২২ সালে পরিচালিতব্য, আমেরিকা নেতৃত্বাধীন রিম অব দ্য প্যাসিফিক মহড়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষে জোর দেয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সমর্থকরা যুক্তি দিয়েছিলেন, আমেরিকান সামরিক বাহিনীকে এখন চীন এবং রাশিয়াকে মোকাবেলা করতে হবে। তারা বলছেন, চীন তার সামরিক বাজেট সাত গুণ বাড়িয়ে ২০৯ বিলিয়ন ডলারে তুলেছে। তারা বলছেন, মূল মূল্য আরো অনেক বেশিতে দাঁড়াবে, কেননা চীনে শ্রমিকদের কম বেতন ও সস্তা উপাদান পাওয়া যায়। বাইডেন চীনের বিরুদ্ধে একটি 'এক মহাকৌশলকে' বিকশিত করতে চান।

পশ্চিম ইউরোপকে অধুনালুপ্ত ইউরোপীয় শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা এক জোটকে একটি এশিয়ান শক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট হিসেবে ব্যবহার করা কোনো যুক্তিতেই উচিত নয়।

ইউক্রেন এবং তাইওয়ান সঙ্কট শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহজভাবে সমাধান করা উচিত। ন্যাটোর উচিত ইউক্রেনের সদস্যপদ পরিকল্পনার ছক থেকে তুলে নেয়া এবং রাশিয়ার উচিত যেকোনো আগ্রাসন পরিত্যাগ করা। ইউক্রেনকে তার বাণিজ্যনীতিগুলোকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য স্বাধীনতা দিতে হবে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নীতিগুলো মেনে চলতে হবে।

একইভাবে, যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট করা উচিত যে, তারা অবিচলভাবে তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতার পক্ষাবলম্বন করবে না এবং ন্যাটোকে পুনর্গঠন করে চীনকে টার্গেট বানাবে না। চীনের উচিত তাইওয়ানের বিরুদ্ধে একতরফা সামরিক পদক্ষেপ ত্যাগ করা এবং দ্বিব্যবস্থার নীতিকে পুনঃনিশ্চিত করা, যা হংকংয়ের ক্র্যাকডাউনের পরে আসন্ন হুমকির মধ্যে রয়েছে বলে অনেক তাইওয়ানি বিশ্বাস করেন।

শান্তির কোনো বৈশ্বিক কাঠামো স্থিতিশীল ও নিরাপদ হতে পারে না যতক্ষণ না সব পক্ষ অন্যের বৈধ নিরাপত্তা স্বার্থকে স্বীকৃতি দেয়। এটি অর্জনের জন্য প্রধান শক্তিগুলোর সর্বোত্তম উপায় হলো, ইউক্রেন এবং তাইওয়ানের ওপর পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টি এবং যুদ্ধাবস্থার উত্তাপ তাড়াতাড়ি কমিয়ে আনার পথ বেছে নেয়া।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

**যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ দীর্ঘ দিন ধরে 'এক চীন' নীতি বজায় রেখেছে। তাইওয়ানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু দ্বীপটির সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক দেশ বাণিজ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তাইওয়ান অত্যাধুনিক মাইক্রোচিপ উৎপাদনে এখন বিশ্বনেতা।**

# আফগান সঙ্কট নিরসনে ওআইসির উদ্যোগ

(৮ পাতার পর)

দলিল যাতে তালেবানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটা স্পষ্ট করেছে যে, স্বীকৃতি পেতে হলে অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এই অচলাবস্থার জন্য আফগান জনগণকে মূল্য দিতে হবে। আফগান জনগণের জীবন বাঁচাতে এবং দেশটিকে বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রয়োজন।

তালেবানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, জাতিসঙ্ঘ সনদ, ওআইসি সনদ এর নীতিমালা ও বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়ে এবং মানবাধিকারসহ আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং কনভেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। তাদেরকে আরো বুঝতে হবে নারীসহ আফগানিস্তানের সব মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া তারা সমাজ এবং সরকার পরিচালনা করতে পারবে না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে স্কুল, হাসপাতাল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মানবিক সহায়তা ও অর্থনৈতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে আফগান জনগণকে অব্যাহতভাবে শাস্তি দিতে পারবে না। এর অর্থ হলো অবশ্যই প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। এবং বৈধ ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যমের সাহায্যে তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

অপর দিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আফগান দলগুলো বা পক্ষের মধ্যে একটি টেকসই যোগাযোগ ও সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করতে হবে। ওআইসি সম্মেলনের একটি প্রক্রিয়া বা উপায় খুঁজে বের করার আগেই এসব কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক অভিনেতাদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের যে সিদ্ধান্ত ওআইসি গ্রহণ করেছে- সেটা বেশ সমালোচিত হয়েছে।

ওআইসি আফগানিস্তানে খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচিও চালু করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সংস্থাটি খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক ইসলামী সংস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে।

গুরুত্ব অনুধাবন করে ওআইসি আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ অ্যাকাডেমির নেতৃত্বে বিশিষ্ট ধর্মীয় স্কলার ও আলেমদের নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করবে। তারা আফগানদের সাথে মতবিনিময় করবেন। আফগানদের সাথে পরমতসহিষ্ণুতা, ইসলামে পরিমিতিবোধ, শিক্ষায় সমানাধিকার এবং ইসলামে নারী অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। সার্বিক বিবেচনায় আফগানিস্তানকে রক্ষার ব্যাপারে ওআইসির প্রচেষ্টায় আশার সঞ্চার হয়েছে।

মাহা আকেল জেদ্দাভিত্তিক সৌদি লেখিকা।

আরব নিউজের সৌজন্যে।

*ভাষান্তর: মুহাম্মদ খায়রুল বাশার।*

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



**Call Today:**

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl<br>Jackson Heights, NY 11372<br>917-744-7308, 718-457-0813 | 87-54 168th Street, 2nd Fl<br>Jamaica, NY 11432<br>718-406-5549 | 1 Blacksmith Lane<br>Dix Hill, NY 11731<br>718-406-5549 | 2148 Starling Ave.<br>Bronx, NY 10462<br>718-406-5549 | 175 B Forbell Street<br>Brooklyn, NY 11208<br>718-406-5549 | 859 Fillmore Ave<br>Buffalo, NY 14212<br>718-406-5549 |

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

# পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

# হোমিও চিকিৎসা



## এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

# পার্কচেস্টারে
## অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

# ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

# ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

# মন্ত্রী-এমপি নয়, ওসি-ডিসি-সচিবদের পিয়ন হতে চাই



গোলাম মাওলা রনি

এমন একটা সময় ছিল যখন বহু মানুষ মন্ত্রী-এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং সারাটি জীবন ধরে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। যাদের মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলি রয়েছে এবং রাজনীতি যাদের ভালো লাগে তারা সবাই মন্ত্রী-এমপি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। এই সব স্বপ্নবিলাসী মানুষের কেউ হয়তো অক্ষরজ্ঞানহীন, কেউ বা সর্বোচ্চ শিক্ষিত অথবা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সফল। তারা যার যার অবস্থান থেকে আপন কর্মে সর্বোচ্চ সফলতা-দক্ষতা-সুনাম-সুখ্যাতি ইত্যাদি লাভ করার পরই কেবল মন্ত্রী-এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। আপনি যদি এই রকম স্বপ্নবিলাসী ১০ লাখ লোকের ওপর জরিপ চালান তবে দেখতে পাবেন যে, তাদের মধ্যে মাত্র একজনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে অথবা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। অর্থাৎ রাজনীতিপ্রিয় এবং নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন মানুষজনের মধ্যে প্রতি ১০ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র একজন মন্ত্রী-এমপি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন।

রাজনৈতিক-নেতৃত্বের উল্লিখিত তথ্যটি লি কুয়ানের থিওরি হিসেবে চলমান সময়ে সারা দুনিয়াতে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমানের রাজনীতির ভগ্নদশা, গণতন্ত্রের সীমাহীন দুরবস্থা, পদে পদে মন্ত্রী-এমপিদের অপদস্থ হওয়া এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ার গল্প যখন আরব্য রজনীর কাহিনী, সুলতান সুলেমান নাটকের চিত্ররূপ অথবা গডফাদার সিনেমার চেয়েও জনপ্রিয় হতে চলেছে সেখানে লি কুয়ানের থিওরি; অনুধাবন করতে আপনাদের যেন কষ্ট না হয় সে জন্য শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনার আগে রাজনীতি এবং নেতৃত্ব নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

লি কুয়ানের থিওরি মতে- প্রকৃতিগতভাবেই প্রতি একজন লোকের মধ্যে মাত্র একজন মানুষ নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে জন্মায়। বাকি ৯৯ জন লোকের জন্ম হয় অনেকটা আলু-মুলা-গাজর বা টমেটোর মতো। তারা জন্ম নেন কেবল মরে যাওয়ার জন্য এবং এসব তরকারি প্রকৃতির মানুষ কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না এবং চোখের সামনে কেউ মারা গেলেও তাদের বিবেক নাড়া দেয় না। এই যে ১ শতাংশ লোক যাদের মধ্যে আল্লাহ নেতৃত্বের গুণাবলি দিয়েছেন তারা নিজেদের স্বার্থের বাইরে গিয়ে চিন্তা করে মানুষের জন্য কাজ করেন এবং সবাইকে নেতৃত্ব দেন। এদের মধ্য থেকেই চোরের সর্দার ডাকাতের সর্দার থেকে শুরু করে সব শ্রেণিপেশার নেতৃত্ব পয়দা হয়। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা যদি সাকুল্যে ১৭ কোটি হয় তবে মাত্র ১৭ লাখ শিশু-কিশোর-যুবক-পৌঢ়-বৃদ্ধ বয়সী নারী ও পুরুষের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

উল্লিখিত ১৭ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র ১ ভাগ লোকের যোগ্যতা রয়েছে জাতীয়পর্যায়ে রাজনীতি করার অর্থাৎ মন্ত্রী-এমপি হওয়ার। এই হিসাবে এই দেশে মাত্র ১৭ হাজার মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মন্ত্রী-এমপি হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এখন আপনি যদি ২৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সী লোকদেরকে আলাদা করেন তবে পুরো দেশে সাকুল্যে হাজার তিনেকের বেশি লোককে পাবেন না যাদের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে। এবার আপনি লি কুয়ানের থিওরি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে যত মানুষ এমপি-মন্ত্রী হয়েছেন তাদের একটি তালিকা করুন তাহলে দেখবেন কিভাবে সব কিছু মিলে গিয়েছে।

লি কুয়ান নেতৃত্ব নিয়ে থিওরি রচনা করেছেন- কিন্তু রাজনীতি নিয়ে কোনো থিওরি দেননি। কারণ মানুষ যে দিন প্রথম রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করেছিল ঠিক তখন থেকেই রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে এবং গত প্রায় সাত হাজার বছরের ইতিহাসে ধারাবাহিকতায় রাজনীতির ছাত্রছাত্রীরা জেনে গেছেন যে, কারা রাজনীতি করেন- কারা সফল হন- কিভাবে হন ইত্যাদি। তারা আরো জেনে গেছেন যে, মানব আচরণের সর্বোচ্চ ধাপ হলো রাজনীতি। যিনি নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন এবং রাজা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেয়ার সব যোগ্যতা যার রয়েছে তারাই রাজনীতির ময়দানের নায়করূপে ইতিহাসে নাম লেখাতে পারেন। ফলে রাজনীতি করা এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য, ধর্মকর্মের প্রচারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন এবং বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বতে গিয়ে ধ্যান করে মুনি ঋষি হওয়া এক জিনিস নয়।

**এমন একটা সময় ছিল যখন বহু মানুষ মন্ত্রী-এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং সারাটি জীবন ধরে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। যাদের মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলি রয়েছে এবং রাজনীতি যাদের ভালো লাগে তারা সবাই মন্ত্রী-এমপি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। এই সব স্বপ্নবিলাসী মানুষের কেউ হয়তো অক্ষরজ্ঞানহীন, কেউ বা সর্বোচ্চ শিক্ষিত অথবা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সফল।**

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনারা যদি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন যে, রাজনীতি ময়দানে সার্বক্ষণিক নেতাকর্মীদের মাত্র এক ভাগ শীর্ষ নেতৃত্বই কেবল মন্ত্রী-এমপির দৌড়ে অংশগ্রহণের হিম্মত রাখেন। অন্য দিকে যারা লেখাপড়া করে সিভিল সার্ভিস-মিলিটারি সার্ভিস, জুডিশিয়ারি থেকে শুরু করে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-উকিল-মোক্তার-জজ ব্যারিস্টার প্রভৃতি পেশায় উন্নতি করতে গিয়ে একেবারে চূড়ায় পৌঁছেন তখন তাদের মধ্যে এমপি-মন্ত্রী হওয়ার খায়েশ জাগে; কিন্তু সর্বোচ্চ ১ ভাগ পেশাজীবী তাদের পেশাগত জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পরও মন্ত্রী-এমপি হওয়ার দৌড়ে পরাজিত হন। অন্য দিকে যারা সফল হয়েছেন তাদের মধ্যে গত ৫০ বছরে দু-চারজনের বেশি পাওয়া যাবে না, যারা রাজনীতিতে সফলতা পেয়েছেন এবং জনগণ তাদেরকে মনে রেখেছে।

রাজনীতি এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা যেখানে পিতার হাতে পুত্র খুন হয়। পুত্র পিতাকে খুন করে। মা সন্তানকে মেরে ফেলে অথবা সন্তান মায়ের লাশ মাড়িয়ে সিংহাসনে বসে। রাজনীতিতে ভাই-বোন হত্যা ভাত-মাছের মতো এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু-মিত্রকে নির্বিচারে পিষে মারা নদীর জলের মতো তরল। এত সব ঝক্কি-ঝামেলা-দুর্নাম বদনাম-বিপদ-আপদ জানার পরও রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করে এবং সাধারণ লোকজন হাজার হাজার বছর ধরে রাজনীতিবিদদেরকেই স্মরণ করে। আমরা যদি মধ্যযুগের সুবে বাংলার মহান শাসক-উত্তম বিচারক এবং প্রজাহিতৈষী বাদশাহের নাম স্মরণ করি তবে সবাই একবাক্যে যার নাম বলবেন তিনি হলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ। আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে, তিনি তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন; কিন্তু তারপরও তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা একটুও কমেনি এবং এটাই রাজনীতির সফলতা- রাজনীতির আকর্ষণ অথবা নান্দনিকতা।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহকে বাদ দিয়ে আমরা যদি সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনী পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো যে, তিনি সর্বদা মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন। তার হেরেমের আট হাজার নারীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছাড়াও অন্য যেসব মন্দ দিকের কথা আমরা জানি, তার কোটি ভাগের এক ভাগও যদি অন্য কোনো শ্রেণিপেশার মানুষ করত তবে বিক্ষুব্ধ জনতা দায়ী ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত- লাশের ছাইভস্ম সাগরে ফেলত এবং কিয়ামত পর্যন্ত লোকটিকে অভিসম্পাৎ দিত। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কেন এখনো পাক-ভারত উপমহাদেশের মানুষ ভালোবাসে- কেনো শ্রদ্ধা করে এবং কেন তার জন্য অন্তর থেকে দোয়া চলে আসে তা অনুধাবন না করতে পারাটা মানুষ হিসেবে নিজের প্রতি মস্তবড় এক জুলুম বলে বিবেচনা করা হয়।

রাজনীতি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে এত লম্বা কাহিনী বলার অর্থ হলো- আমাদের দেশের একজন এমপি সম্প্রতি জাতীয় সংসদে আক্ষেপ করে বলেছেন যে, দেশ আজ আমলা-নির্ভর হয়ে পড়েছে। সচিবালয়ে রাজনীতিবিদদের কোনো সম্মান নেই; সচিবরা এমপিদেরকে অসম্মান করেন এবং এদের পিয়ন চাপরাশিরা এমপিদেরকে করুণার চোখে দেখেন। অন্য দিকে তিনি যেটা বলেননি সেটি হলো, মফস্বল শহরের ডিসি-ওসিরা মনে করেন তারা এমপি-মন্ত্রীদের জন্মদাতা অভিভাবক। তাদের শাসনে সেখানে এমপিরা অনাগত দিনে ওসি-ডিসি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন এবং যারা একটু নিরিবিলি জীবনে অভ্যস্ত তারা ওসি-ডিসি হওয়ার পরিবর্তে সচিবালয়ের সচিবদের পিয়ন চাপরাশি হওয়ার স্বপ্ন দেখার কথা ভাবছেন এবং স্বপ্ন পূরণের জন্য দোয়াখায়ের-ঝাড়ফুঁক-তাবিজ-কবজ ইত্যাদি শুরু করে দিয়েছেন।

অভিযোগকারী এমপি মহোদয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পোড় খাওয়া সফল রাজনীতিবিদ এবং লড়াই-সংগ্রাম করে নেতৃত্বের কাঙ্ক্ষিক্ষত পর্যায়ে পৌঁছা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু চলমান রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণে তার যাবতীয় গুণ মানুষের হাহাকারের আগুনে ছাইচাপা পড়েছে। এর ফলে তার বক্তব্যের উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাকে রাতের ভোটের ভুয়া এমপি ইত্যাদি হাজাবি বলে 'ট্রল' করা হচ্ছে এবং লোকজন এমনভাবে ঠাট্টা মশকারা করছে, যার দ্বারা মনে হচ্ছে এসব এমপিকে সচিবালয়ের পিয়নরা পাত্তা না দিয়ে বিরাট এক শুভকর্ম করে ফেলেছে অথবা সচিবরা তাদেরকে অসম্মান করে দৃষ্টান্তমূলক কান্ডকারখানা কেন ঘটাচ্ছেন না এটা নিয়েও লোকজন আক্ষেপ করছে। অনাগত দিনে মাঠে-পথে রাতের ভোটের এমপি-মন্ত্রীদের কী পরিণতি হবে তা নিয়েও সমালোচকরা যথেষ্ট রস ছড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে আপনি সিঙ্গাপুরের 'জাতির জনক' লি কুয়ানের থিওরি, রাজনীতির চিরন্তন বাস্তবতা এবং বাংলাদেশের চলমান সংসদের একজন সরকারদলীয় এমপির আক্ষেপকে যদি ত্রিমাত্রিকভাবে বিশ্লেষণ করেন তবে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে অযোগ্যরা নেতা হচ্ছেন বা যাদের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত নেতৃত্বের গুণাবলি নেই এমনতর তরকারি প্রকৃতির লোকজনদের ধরে এনে নেতৃত্বের স্থানগুলোতে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথবা যাদের রাজনীতির বিষয়ে কোনোকালে আগ্রহ ছিল না অথবা রাজনীতির কোনো সহজাত গুণাবলি যারা ধারণ করেন না তাদেরকে রাজনীতির ঢাল বানিয়ে যখন মাঠেময়দানে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তখন সেসব লোকের অরাজনৈতিক ছংভং দেখে সাধারণ মানুষ পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েই ঠাট্টা মশকারা করার সুযোগ পাচ্ছে।

আপনি যদি প্রশ্ন করেন- কেনো এমনটি হচ্ছে? তাহলে আমি বলবো যে, রাজনীতির অঙ্গনে কখনো কখনো অনিবার্য অনাসৃষ্টি ঘটে থাকে। বিশেষ করে উত্তরাধিকার রাজনীতির ছত্রছায়ায় বড় পদগুলোতে যদি অযোগ্য লোকজন বসে পড়ে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে যোগ্যের স্থলে অযোগ্যকে বসানো হয় তবে রাজনীতির দুর্বিপাক অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর বাইরে কোনো উঁচু পদের রাজনীতিবিদ যদি বিড়াল স্বভাবের সঙ্গী-সাথী পছন্দ করেন তবেও অনাসৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্য দিকে অন্যান্য শ্রেণিপেশার মতো রাজনীতির মাঠে যদি সুসম প্রতিযোগিতা না থাকে তবে এই ময়দানে যে ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে নিতে একটি দেশকে বহু যুগ অপেক্ষা করতে হয়।

রাজনীতির জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা একান্ত অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত বেশি হবে দেশ ও জাতি তত বেশি উপকৃত হবে। মার্কিন মুল্লুকের যে কয়েকজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদকে আমরা জানি তারা প্রায় সবাই প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা যখন বিপদে পড়েছেন তখন সবার আগে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বা রাজনৈতিক শত্রুরাই এগিয়ে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস এবং বিচারপতি মার্শালের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে আমেরিকান জাতি যতটা উপকৃত হয়েছেন তার সাথে অন্য কিছুর তুলনা হতে পারে না। একইভাবে ব্রিটিশ রাজনীতির দুই কিংবদন্তি উইলিয়াম গ্লাডস্টোন এবং বেঞ্জামিন ডিজরেইলির শত্রুতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যা পেয়েছে তার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য দিকে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ভয় পায় এবং আততায়ী দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শারীরিক-মানসিক-রাজনৈতিকভাবে হত্যা করে এবং মনের সুখে বিলাই স্বভাবের সঙ্গী-সাথী নিয়ে বগল বাজায় তারা প্রায় সবাই দুর্যোগকালে নিজের পোষা বিলাই দ্বারা পরাজিত হয়েছেন বা হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতির ময়দানে কী ধরনের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালু রয়েছে তা আমরা যেমন সবাই জানি তেমনি কাউয়া-বিড়াল, ফার্মের মুরগি দ্বারা কোন কোন শূন্য পদ ভরাট করা হয়েছে তাও দিবালোকের মতো স্পষ্ট, যে অবস্থায় আলোচিত এমপি সাহেব কিছুটা হলেও আত্মমর্যাদার জন্য আকুতি করেছেন। কিন্তু তার স্থলে যদি বিড়াল স্বভাবের কেউ হতেন তবে বলতেন- ওহে অন্নদাতা, ওহে অন্নদাত্রী! এমপি-মন্ত্রী হতে চাই না। মোরে ওসি-ডিসি নতুবা মাননীয় সচিব মহোদয়ের পিয়ন বানিয়ে দিন আর অবসরে আপনার বাগানের

# শ্রদ্ধাঞ্জলি : মাসুদ রানার বিদায়



ফরিদুর রেজা সাগর

তিনি যে আমার জীবনে কত বিস্ময় উপহার দিয়েছেন তা তিনি জেনেছেন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে। যদিও আমি জানতাম না, আমার সঙ্গে আর কথা হবে না ২০২০ সালের পরে। আমি আর জানাতে পারব না, আমার জীবনকে কিংবা যাদের জীবন ৬০ বা ৬৫-এর ওপরে গেছে তাদের অনেকের জীবনে কাজী আনোয়ার হোসেনের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৪ সালে সেগুনবাগিচা প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত কুয়াশা সিরিজের প্রথম বই। রবিন হুডের মতো এক বাঙালি চরিত্র। সরোদের মতো মিষ্টি এক বাদ্যযন্ত্র বাজান তিনি। সঙ্গে আরও দুই চরিত্র শহীদ আর কামাল। কী যে দুর্দান্ত জনপ্রিয় হয়েছিল কুয়াশা সিরিজ তখন! ১৯৭১ সালে শহীদ বা কামাল এই দুই চরিত্রের মধ্যে একটির মৃত্যু হয়। এর পর কত যে চিঠি কাজী আনোয়ার হোসেনের দপ্তরে জমা হয়েছে, সেটা কেউ জানে না। পরবর্তী পর্যায়ে কাজী আনোয়ার হোসেন সেই চরিত্রকে আবার জীবিত করে তুলতে বাধ্য হন।

কাজী আনোয়ার হোসেন নিজেও রহস্য খুব ভালোবাসতেন। তা না হলে নিজের জীবনকে এত রহস্যময় করে রাখবেন কেন? তিনি ভালোবাসতেন মাছ ধরতে, শিকার করতে কিংবা লংড্রাইভে যেতে। ভালোবাসতেন বিদেশি সেরা রহস্য উপন্যাস পড়তে। যার প্রকাশনী থেকে দেশের একমাত্র রহস্য পত্রিকা নিয়মিত বের হয়েছে। ৫০০-এর ওপরে বই বের হয়েছে তার। যার মধ্যে মাসুদ রানা, কুয়াশা, বিশ্বের সেরা রহস্যের গল্প, সেরা সাহিত্যের অনুবাদ, আত্মরক্ষা কৌশল উল্লেখযোগ্য। এত ধরনের বইয়ের সঙ্গে যিনি যুক্ত তিনি সেইভাবে বড় কোনো প্রচারমাধ্যমে আসেননি। তিনি বহু বইয়ে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, বিদেশি গল্পের বই থেকে এ বইটি রচিত। মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই বের হয় ১৯৬৬ সালে। বইয়ের নাম ধ্বংস পাহাড়। খুব সম্ভবত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পেপারব্যাক বই। ততদিনে সেগুনবাগিচা প্রকাশনী হয়ে গেছে সেবা প্রকাশনী আর বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে মাসুদ রানা চরিত্রের মধ্যে এত নতুনত্ব যে, পাঠক এখন পর্যন্ত মাসুদ রানা চরিত্রের সেই রহস্যের স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাঠকের কাছে মাসুদ রানা বা সেবা প্রকাশনীর বইগুলো এত জনপ্রিয়- এক সময় বইগুলো ঢাকা শহরে তথা সমগ্র বাংলাদেশে পাঠকদের জন্য শুধু যে বিক্রি হতো তাই নয়, পাঠকদের কাছে সেই বই ভাড়াও দেওয়া হতো। তখনকার বিভিন্ন বইয়ের স্টলে দুই টাকার বই ভাড়া পাওয়া যেত। প্রতিটা চার আনা। বাংলা বইয়ের ইতিহাসে এমন আগ্রহের আর কোনো উদাহরণ আছে কিনা জানা নেই। মাসুদ রানার প্রথম বইটাতেই ছিল মাসুদ রানার দেশপ্রেম। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে বাংলাদেশের একটি বাঙালি চরিত্রে এই দেশপ্রেমী যে কাজগুলো করেছে সেই সাহসিকতার গল্প পড়লে যে কোনো বাঙালি পাঠক বিস্মিত হবে। তাকে শিহরিত করবে। ১৯৭১ সালে বহু যুবক-কিশোর বলেছে, রণাঙ্গনে বিপদের সময় তারা ভেবেছে, এ ক্ষেত্রে মাসুদ রানা হলে তারা কী করত! সেটা ভেবে অনেক বিপদ থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে। কাজী আনোয়ার হোসেন একজন পেশাদার লেখক। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে নিজের কাজটা ভালোমতো জানে তার পিঠ কখনও দেয়ালে ঠেকে না। সে ঠিকই পথ বের করে দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, জীবনযুদ্ধে জয়ের কোনো বিকল্প নেই। আফজাল হোসেনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান আপন প্রিয়তে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন কাজী আনোয়ার হোসেন। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। আমি আফজাল হোসেনকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে সেই স্মৃতি নিয়ে বড় কোনো লেখা লিখতে। কাজী আনোয়ার হোসেন মাসুদ রানা বা কুয়াশা সিরিজের স্রষ্টা হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু তিনি যদি এই চরিত্রের স্রষ্টা না হতেন তবুও সংগীতশিল্পী হিসেবে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারতেন। 'তালাশ' ছবির সেই বিখ্যাত গান 'রিকশাঅলা বেচারা' গানটির গায়ক ছিলেন তিনি। তার বাবা ছিলেন জ্ঞানতাপস ড. কাজী মোতাহার হোসেন। কাজী আনোয়ার হোসেন গত অক্টোবর থেকে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। কিন্তু সেইভাবে প্রচারমাধ্যমে এই তথ্যগুলো তেমন গুরুত্বের সঙ্গে আসেনি। কাজী আনোয়ার হোসেন তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারও পাননি। তার জীবনে পুরস্কারের তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে ১৯৭৪ সালে বাচসাস পুরস্কার, পরবর্তী পর্যায়ে জহির রায়হান স্মৃতি পুরস্কার। তবে মাসুদ রানার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেনের জীবনে সবচেয়ে বড় পুরস্কার কিশোর-যুবকদের মনে সাহস তৈরির পুরস্কার। এই সাহসী যুবকরাই একদিন বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিয়ে আসতে থাকবে আরও গর্বের অনেক কিছু। তিনি একবার লিখেছিলেন, প্রায় সবার বাসায় একটা ছুরি থাকে। সেই ছুরি দিয়ে কে রুটি কাটবে, কে মানুষ মারবে সেটা তার সিদ্ধান্ত। আমি পাঠকদের কাছে মাসুদ রানা বা কুয়াশার মতো চরিত্র উপহার দিচ্ছি। সেই চরিত্রের কোন দিকগুলো পাঠক গ্রহণ করবে সেটা একান্তই তার ব্যাপার।



রহস্যময় মানুষটি ভালোবাসতেন ছবি তুলতে। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বহু ছবি তিনি তুলেছেন। গত কয়েক দিন ধরে ভাবছিলাম, তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করব- তিনি জীবনের প্রথম দিককার বইগুলো কেন বিদ্যুৎ মিত্র বা শামসুদ্দিন নওয়াব নামে লিখতেন? প্রশ্নটা আর কোনোদিন করা হবে না। মাসুদ রানার রহস্যের মতো জগতের ভেতর রহস্যই থেকে গেল প্রশ্নটা।

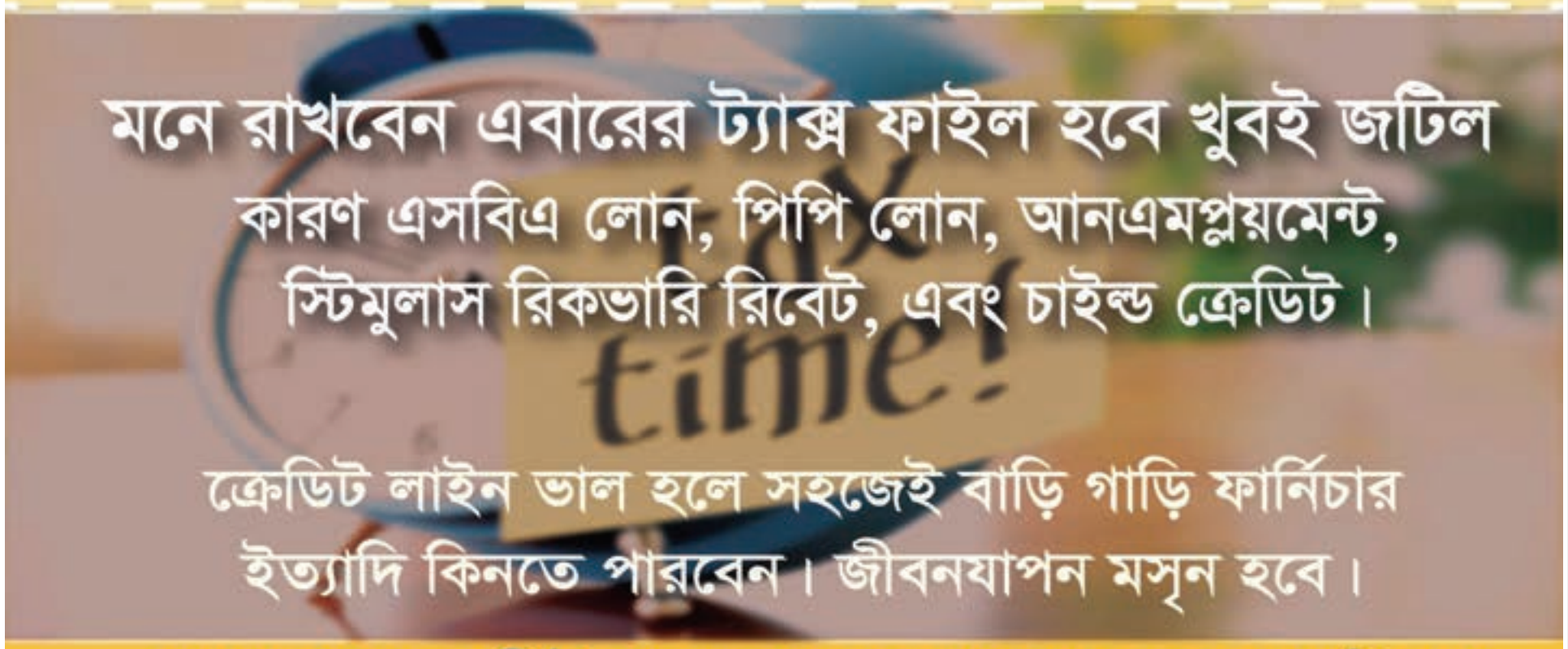
**লেখক: লেখক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব**

# সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
# দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।




মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

## SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

**Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612**

Email: usa.bd54@gmail.com

# ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে ভাটা, কার কাজে লাগবে

(৫ পাতার পর)

অটলবিহারী বাজপেয়ির উত্থান ঘটেছিল। তিনিই প্রথম কাশ্মিরের রাজনীতির এই সশস্ত্র প্রকাশের কারণ হিসেবে ভারতের নিকৃষ্ট কারচুপির তৎপরতা নয় বরং উল্টা 'সীমা পার কি আতঙ্কবাদ' এই ভাষ্য নিয়ে আসেন। অর্থাৎ পাকিস্তান এর জন্য 'দায়ী'। তারা সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও জঙ্গি-টেরর ভারতের কাশ্মিরে পাঠানোর মাধ্যমেই ভারত অশান্ত করা হয়েছে। এই মিথ্যা বয়ান তিনি শুরু করেছিলেন। আর আমেরিকা প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে পরে ২০০১ সালের পর থেকে খোলাখুলি ওয়ার অন টেররের নামে এর ভিত্তিতে ভারতের সাথে জোট বেঁধে ছিল।

গত তিন দশকের ভারত-আমেরিকা সেই সম্পর্কেরই এখনকার নিম্নগতির শোক আর হতাশা নিয়ে এই রিপোর্ট। মজার কথা হলো- এই বাজপেয়িকেই তিনি এক 'বিরাট নরম মনের মানুষ যিনি কাব্য এবং সাহিত্যচর্চাও করেন' বলেন। তার কবিতা নিয়ে গান রচনা করা হয়েছে, এভাবে তার ইমেজ নির্মাণের চেষ্টাও আমরা দেখেছি। অথচ তিনি হলেন প্রথম হিন্দুত্ববাদী যিনি সেই থেকে কাশ্মিরকে অশান্ত করা ও হত্যাকাণ্ডকে সাফাই দেয়ার প্রধান নায়ক! ভারত যখন কাশ্মিরে ব্যাপক কারচুপি, এই বিরাট অনৈতিক কাজ করে আত্ম-অপরাধবোধে হতাশায় ভুগছিল তখন এই বাজপেয়িই অসৎভাবে উল্টা পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারতীয়-মনকে আত্ম-অপরাধবোধ থেকে বের করে নিয়েছিলেন।

বাজপেয়ি ২০০৪ সাল মে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতের। আর ওদিকে আমেরিকাও ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক-বন্ধনের যাত্রা শুরু করেছিল এই বাজপেয়ির হাত ধরে এবং ওই একই অসততার ওপর দাঁড়িয়ে; ব্যাপারটাকে আতঙ্কবাদ বা টেররিজমের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্য হিসাবে দেখিয়ে। তাই ত্রিশ বছরের রেফারেন্সটা খুব হালকা কোনো দিন গণনা নয়। তবে ভারত-আমেরিকার ত্রিশ বছরের সম্পর্ক যে এবার ঢলে পড়ছে এর গুরুত্ব বাংলাদেশে ততটা টের পাওয়া না গেলেও গত বছর বাইডেনের আগমন বা শপথের সময় থেকেই তাই ভারত এ সম্পর্কে পরিষ্কার ছিল। বাইডেনের লক্ষ্য ছিল, তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা তুলে এর আড়ালে মূলত চীনকে বেকায়দায় ফেলবেন আর এভাবেই চীনের সাথে লড়বেন, এই ছিল পরিকল্পনা। আর এই সূত্রে ভারতকেও বধ করার ইচ্ছা জেগে ওঠে। কারণ এটা আমেরিকার সব দল ও প্রশাসনের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, ভারতকে খাতির করে যা লুটবার তা শেষ হয়েছে। এবার এশিয়ায় আগে বাড়তে গেলে আমেরিকাকে আর মেঘের আড়ালে রাখা না, সরাসরি নিজে মঞ্চে হাজির হতে হবে। আর মূলত এ কারণেই ভারত-আমেরিকা সম্পর্ককে এবার আসলে ঢেলে সাজানো, নতুন রূপ দেয়ার ইচ্ছা বাইডেনের বা ভারতের ভাষায় 'অধোগতিতে' প্রবেশ করা। আর এখান থেকে আমেরিকার দীর্ঘদিনের সুপ্ত ইচ্ছা বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর মোতায়েন- ভারত যেটার ঘোরতর বিরোধী; যেটাকে সে তার কুঁড়েঘরের পাশে আমেরিকার সাততলা বানিয়ে সেখান থেকে ভারতের বেডরুমের দিকে নজরদারি হিসাবে দেখে থাকে- সেই সুপ্ত ইচ্ছা এবার ভারতকে উপেক্ষা করে তা বাস্তবায়নের ফেভারেবল সময় হিসাবে দেখছে।

অর্থাৎ বাইডেনের শপথের পর থেকেই ভারত জানত, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ভাটায় প্রবেশ করে গেছে। তাই তাদের সুখের দিন, নিজেদের ভুয়া হলেও 'পরাশক্তি' ভাব ধরার দিন, সেটাও এবার শেষ। এমনকি গত ৯-১০ ডিসেম্বর ২০২১ বাইডেন মানবাধিকার সম্মেলন বা ডেমোক্র্যাসি সামিট আয়োজনের দু'মাস আগে থেকেই ভারত তৈরি হচ্ছিল। এক মাসেরও আগে থেকে দাওয়াতি কার্ড বিলানো শুরু হয়েছিল এবং মোদিও ওই সামিটে আমন্ত্রিত হন। তবু ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের যে তাল কেটে গেছে এর সবচেয়ে ভালো প্রকাশ হলো প্রথমত মোদি ওই সামিটে অংশ নিয়েছিলেন কিনা আমরা বেশির ভাগ মানুষ তা খেয়াল করিনি। অর্থাৎ মোদির যোগদান তার নিজে দেশেই হাইলাইট পায়নি বা দেয়া হয়নি। ফলে বিদেশ মিডিয়াতেও তাই ঘটেছিল। অথচ মোদি ওই ডেমোক্র্যাসি সামিটে যোগ দিয়ে অনলাইনে বক্তব্য রেখেছিলেন। তবে ওটা মানবাধিকার সামিট হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোদি যেখানে এক অনুচ্চারিত আসামি হয়ে ছিলেন!

**কাজেই বাংলাদেশেও সরকারের সাথে ভারতপ্রীতির সম্পর্ক ঠিক যেমন আমরা আগে ২০১২ সালের পরে দেখেছিলাম, তেমন আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ হয়েছে বলে, ভারতপ্রীতির সম্পর্ক আগের মতো পুনরায় উত্থিত হচ্ছে না। মূল কারণ, এখনকার ভারত নিজেই বাইডেন প্রশাসনের চোখে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আসামি বলে দূরে দূরে থাকছে।**

এসব মোদিকে মুখোমুখি হতে হবে; এ তো জানা কথাই ছিল। তাই এর চার দিন আগে ৬ ডিসেম্বর মোদি রাশিয়ার পুতিনের (মাত্র পাঁচ ঘণ্টার) ভারত সফর আয়োজন করেছিলেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় তাদের কোনো তৎপরতাকে যা মানে দিতে চায় সেই ফরমায়েশ মাফিক রিপোর্টটা পাওয়া যায় দ্য-প্রিন্টের জ্যোতি মালহোত্রার লেখায় যেখানে আবার রেগুলার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং, এটা পাওয়া যাবে ওই একই দ্যা প্রিন্টের নয়নিমা বসুর লেখায়। ৬ ডিসেম্বর মালহোত্রা লিখলেন, পুতিনের সফর নাকি এক 'ডিফাইনিং মোমেন্ট'। কিন্তু ঠিক কী কী ডিফাইন করে বা নয়া মানে দাঁড় করানোর মুহূর্ত সেটা- আজো কেউ জানে না। এর মূল কারণ, ভারতের সব মিডিয়া এমনকি ইন্ডিয়ান বিবিসিও এর মানে দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, তারা চীনের নাম উল্লেখ করে চীনকে মেসেজ দিচ্ছে বলে জানিয়েছে। অথচ ঘটনা তো এখানে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ভাটায় পড়েছে, খতম হয়ে যাচ্ছে- সেটা! তাহলে চীন কেন?

আসলে বাইডেনের আমেরিকার সাথে ভারতের বিশেষ খায়-খাতির আর ভারত 'ইন্দো-প্যাসিফিক' বলে সব কিছু বা কোয়াডের সদস্য বলে যে হামবড়া ভ্যানিটি আগে দেখাত সেটার এবার সমাপ্তি না হলেও সব ঢিলেঢালা হয়ে যাচ্ছে; এটা আর লুকানো থাকছে না। আর সেই কথা টের পেয়ে যেন এই ভারত আবার কোনো চীনা হামলার শিকার না হয়ে যায়- মূলত এই অনুমানের ওপর দাঁড়িয়েই পুতিনের সফর এটাকে ভারতের 'চীনকে দেয়া মেসেজ' হিসেবে দেখতে বলছে ভারতের মিডিয়া।

এখন অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক এখন ভাটায় চলে গেছে। তার মানে কি এটা আবার আগামীতে কখনো জোয়ারে উঠতে পারে? অথবা একই প্রশ্নকে অন্য দিক থেকে হাজির করলে- যেমন : ভারতের কাশ্মিরের অথবা একালের প্রায় সারা ভারতের মুসলমানদের নির্মূল করো অথবা এথনিক ক্লিনজিং করো ইত্যাদিতে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে পড়ে ভারত আমেরিকার হাতে অভিযুক্ত হয়ে যাবার ভয়েই কি ভারতের দিক থেকে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া? এটাই কি একমাত্র কারণ? এর জবাব হলো- না, অন্য আরেক বিশাল কারণ আছে। সেটা হলো, আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচন!

**আগামী ২০২৪ সালে নির্বাচনে বিজেপি বা ওর হিন্দুত্ববাদই নির্মূল হয়ে যেতে পারে :**

একালের ভারতে বিজেপি-আরএসএস বা মোদি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে হিন্দুত্ববাদ প্রথমবারের মতো উৎখাত হয়ে যাবার মতো অবস্থায় পড়েছিল গত বছর। গত মধ্য মার্চে ভারতে নেমে এসেছিল করোনাভাইরাস আক্রমণের সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় আক্রমণের ঝড়! সারা ভারত তাতে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। অক্সিজেন, বেড আর সৎকার, এসব পাওয়ার পুরাপুরি অনিশ্চয়তা- এটাই হয়ে উঠেছিল ভারতের পরিচয়। আর মোদি যার প্রতীকী এবং এক অসহায় প্রধানমন্ত্রী রূপ। সৌদি আরব অক্সিজেন ভরা ট্যাংকার পাঠিয়েছে কিন্তু তা দেখাতে গিয়েও মোদির ইজ্জত যায় অবস্থা! যেন মুসলমান সৌদি আরব তো নিচা; তার সাহায্য সে নিয়েছে এটা কেমন দেখায়?

মানুষ মারা যাবার পরে একটু সম্মানজনক সৎকারও যদি নাই জোটে তাহলে আর বেঁচে থাকতে আমি হিন্দু কি না, আমার হিন্দুত্ব শ্রেষ্ঠ কি না এসব গল্পে কাম কি? এসব কোনো কাজে লাগবে? এর কি কোনো জবাব আছে? মূল কারণ, মানুষ যেকোনো মৃতব্যক্তির লাশের মধ্যে নিজেকে দেখে, দেখতে পায়, সে মরলেও তাকে কোনো অশ্রদ্ধা অসম্মান করা হবে কিনা- ব্রিজের উপর থেকে লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হবে কি না! কিংবা নদীর ধারের বালিতে লাশ ফেলে পালিয়ে আসবে কি না কিংবা নদীর পাড়ে কোনোমতে বালিচাপা দিয়ে পালাবে কি না... ইত্যাদি। ভারতের মানুষেরা নিজের এই অপমান অশ্রদ্ধা দেখে ফেলেছে। এসব কাণ্ড যেকোনো মানুষের জন্য নিজের বেলায়ও ঘটতে পারে, এই অনুমান- আর এই অনুমান নিয়েও এর পরে বেঁচে থাকা অর্থহীন! আর এসব ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন মোদি! এটা একা কোনো ভারতীয় মানুষ নয়। সারা ভারতের মানুষের কাছে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই জীবন, তাদের এই বেঁচে থাকা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন? হিন্দুত্বের মোদি ভারতের প্রতিটা মানুষকে এমন অভিজ্ঞতা ও অনুভব এনে দিয়েছিলেন!

সেই ঘটনাকাল ছিল মোদির দ্বিতীয় টার্মের মাত্র দ্বিতীয় বছর। তবু মোদি বুঝে যান, আশঙ্কিত হন যে, তার হিন্দুত্ববাদের আয়ু এবার এসব হতাশ মানুষের হাতে শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই তখন থেকে মোদি বিজেপি-আরএসএস এর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়, ২০২৪ সালের নির্বাচনে হবু বিপর্যয় অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদের সম্ভাব্য নির্মূল হয়ে যাওয়া- এটা যেকোনো উপায়ে ঠেকানোই তাদের বাকি তিন বছরের একমাত্র কাজ!

কিন্তু তাতে কী? ঘুরেফিরে সব কথার শেষে সেই একই কথা। মুসলমান কোপাতে হবে, ইসলামবিদ্বেষ- এটাই একমাত্র ভরসা। হিন্দুত্ববাদের দিকে ভোটার ফিরানোর একমাত্র উপায়। এ কারণেই ব্যাপারটা এখন দাঁড়িয়েছে এমন যে, বাইডেন যতই মোদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে অবরোধের ভয় দেখান না কেন মোদিকে আরো বেশি করে এখন মুসলমান কোপাতেই হবে- কাশ্মিরে বা সারা ভারতে। এটাই তার রাজনৈতিক আয়ু লুপ্ত হওয়া ঠেকানোর একমাত্র উপায় যার সোজা মানে আগামী ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাইডেনের সাথে মোদি ভারতের সম্পর্ক আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নাই বরং আরো সঙ্ঘাতেরই সম্পর্ক হবে। অন্তত ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত।

কাজেই বাংলাদেশেও সরকারের সাথে ভারতপ্রীতির সম্পর্ক ঠিক যেমন আমরা আগে ২০১২ সালের পরে দেখেছিলাম, তেমন আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ হয়েছে বলে, ভারতপ্রীতির সম্পর্ক আগের মতো পুনরায় উত্থিত হচ্ছে না। মূল কারণ, এখনকার ভারত নিজেই বাইডেন প্রশাসনের চোখে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আসামি বলে দূরে দূরে থাকছে। ইতোমধ্যেই এর ছাপ পড়া শুরু হয়েছে ভারতের থিংকট্যাংক রিপোর্টে। আমেরিকা অনেক দূরের; কেউ এই অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে তারা লিখছে আর সাথে আমেরিকার এশিয়ায় উপস্থিতিতে কী খামতি সেখানে আছে এমন মৃদু সমালোচনাও সেখানে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকটা ডিভোর্স হয়ে যাওয়া বউয়ের সাথে সামাজিকভাবে দেখা হয়ে গেলে যেমন হয়, সেরকম! আমেরিকান থিংকট্যাংক কলামিস্ট রাইটার কুগেলমানও ব্যাপারগুলো আমল করছেন, দেখা যাচ্ছে। এক নয়া গ্লোবাল পোলারাইজেশন আসন্ন হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

# মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পূর্বাপর

(৫ পাতার পর)

আমেরিকার এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেবে না। বাংলাদেশ কী পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারত, সেটি নিয়ে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বলাই যায়, পরে সরকার হুঁশে ফিরেছে। কারণ আমেরিকার দেওয়া নিষেধাজ্ঞা অলিখিতভাবে প্রযোজ্য হয়ে যায় কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে। এমনকি ইউরোপের অন্যান্য দেশ মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে বিবেচনায় নেয়।

এর পর সরকার নিচু স্বরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছে। প্রকাশ্যে বলেছে, যেসব ক্ষেত্রে আমেরিকার অসন্তোষ আছে, সেসব ক্ষেত্রে কাজ করবে সরকার। সংসদীয় কমিটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সরকারও ল ফার্ম এবং লবিস্ট ফার্ম নিয়োগের কথা বলেছে। কিন্তু আমরা জানলাম, লবিস্ট নিয়োগ নতুন নয়, ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজিআর, ফ্রিডল্যান্ডার গ্রুপ, কোনওয়াগোসহ বেশ কিছু লবিস্ট ফার্মকে দিয়ে সরকার লবিং করিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব ইস্যুতে এ নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেসব ইস্যুতেও বছরের পর বছর আমেরিকায় লবিং করিয়েছে সরকার। দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিপীড়ন করে সেটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আবার তারই করের টাকায় লবিং ফার্ম পোষা হয়েছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে!

আমরা জানি, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সংসদে বলেছেন, বিএনপির নিয়োগ করা লবিস্ট ফার্মের লবিংয়ের কারণেই এই নিষেধাজ্ঞা। তর্কের খাতিরে যদি বিষয়টির সত্যতা স্বীকারও করি, তবু মনে রাখতে হবে, লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ কোনো বেআইনি বিষয় নয়। সচেতন মানুষ জানেন, আমেরিকায় লবিং বিষয়টি আমাদের দেশীয় তদ্বিরের মতো নয়। কোনো প্রভাবশালীকে টাকা ধরিয়ে দিয়ে সব অন্যায়-বেআইনি কাজ করিয়ে ফেলা যায় না। মিথ্যা তথ্য দিয়ে লবিংয়ে যে সফল হওয়া যায় না, তার প্রমাণ আওয়ামী লীগের লবিং ফার্ম তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

এই নিষেধাজ্ঞা এক দিনে আসেনি। বেশ কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পররাষ্ট্র দপ্তর এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে সতর্ক করেছে সরকারকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো তো আছেই। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের কর্মীরা গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার মূল টার্গেট বলে তারা সব সময় সোচ্চার ছিল এসব বিষয় নিয়ে। কিন্তু কর্ণপাত করেনি সরকার। তারই ফল হয়েছে আজকের নিষেধাজ্ঞা। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ তথ্যটি দিয়ে শেষ করছি। গত নভেম্বরে নিকারাগুয়ায় একটি চরম কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন হয়। এর ফলে দেশটির নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত অনেকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা।

লেখক: বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য ও কলাম লেখক

## সরকার সমালোচক প্রবাসীদের

(প্রথম পাতার পর)

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক। এতে ১৫ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় যেসব প্রবাসী বিদেশে বসে সরকারের সমালোচনা করছেন তাদের কর্মকা- নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বলেন, বিদেশে থেকে অনেকেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন। তাই এটা রাষ্ট্রদ্রোহ।

তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদের পাসপোর্ট বাতিলের কথাও বলেন মন্ত্রী। প্রশ্ন উঠেছে, আইনগতভাবে এই সুপারিশ কি করতে পারে আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটি?

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক মনে করেন, এটা আইনসিদ্ধ হবে না। কারণ বাংলাদেশের পাসপোর্ট আইনে সরকারকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়নি। যে কারণে সরকার যাদের পাসপোর্ট বাতিল করতে চায় সেসব কারণ সংযোজন করে নতুন করে আইন তৈরি করতে হবে। তারপরও প্রশ্ন থাকবে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি আমেরিকায় রয়েছেন। তার পাসপোর্ট বাতিল করা হলো। তখন সে কোথায় যাবে? সে তো তখন রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক আইনে কাউকেই রাষ্ট্রহীন করা যায় না। এটা যদি করা হয় তখন সেটা হবে আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাপ।

ড. শাহদীন মালিক বলেন, আমরা কথায় কথায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা শুনছি। সাধারণভাবে যেটা বলা যায়, কেউ যদি বৈধভাবে ক্ষমতাসীন একটি সরকারকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করতে চায়, সেটা হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। বিদেশে বসে কথা বলছে, তাদেরকে কীভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যায়। কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হলে তো বিচারের প্রয়োজনই নেই। এটা তো তখন বিচারবহির্ভূত বিচার হয়ে গেল।

তিনি বলেন, পাসপোর্ট আর নাগরিকত্বের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে তা না বুঝার তো কারণ নেই। ১৭ কোটি মানুষের দেশে হয়তো ৫ কোটি মানুষের পাসপোর্ট রয়েছে। বাকিরা কি তাহলে নাগরিকত্ব হারাবে? এটা কখনো হতে পারে না, হয় না। কারণ পাসপোর্ট হচ্ছে একটি ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট। কোনো কারণে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সে কি নাগরিকত্ব হারাবে? তার ভাষায়- যুক্তিহীন অনেক কিছু নিয়েই আমরা সময় নষ্ট করছি। সব কথার শেষ কথা, কাউকে রাষ্ট্রহীন করা যাবে না। তবে এটাও ঠিক, কোনো ব্যক্তি মৌলিক অধিকারের নামে যা কিছু যেমন বলতে পারেন না তেমনি অপছন্দ হলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার আওতায় এনে বিচারও করা যাবে না।

## আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে

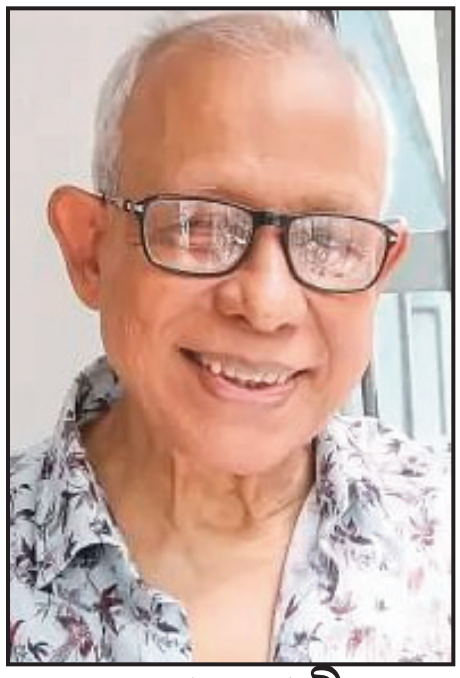
(প্রথম পাতার পর)

দেশেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে কিছু মৃত্যু হয়, বাংলাদেশেও কিছু হয়েছে। আগে বেশি ছিল এখন খুব কম হয়েছে। তিনি বলেন, যখনই একটা মৃত্যু হয় তখন জুডিশিয়াল প্রসেসে সেটির তদন্ত হয়। দু'টি ক্ষেত্রে র‍্যাব অন্যায় করেছিল, জুডিশিয়াল প্রসেসে সেগুলোর বিচার হয়েছে। শুক্রবার সুনামগঞ্জে তিনটি স্কুল-মাদ্রাসা পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপর হঠাৎ করে এই যে নিষেধাজ্ঞাগুলো দেয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু খুব জাস্টিফাইড না। ওরা বলেছে যে, গত ১০ বছরে ৬শ জন মিসিং হয়েছে। আমেরিকাতে প্রতিবছর এক লাখ মানুষ মিসিং হয়।

এর দায়দায়িত্ব কে নেবে? আর আমাদের দেশে মিসিং যারা হয়, পরবর্তীতে দেখা যায় আবার সে বের হয়ে আসছে। যারা অভিযোগ করেছে আমি তাদের আহ্বান জানিয়ে বলি- আসেন, দেখেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন, সত্য ঘটনা উদঘাটন করেন। তারপর আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

তিনি বলেন, কিছু লোক আছে যারা আইন-শৃঙ্খলা পছন্দ করে না। যারা সন্ত্রাস পছন্দ করে তারাই র‍্যাবকে পছন্দ করে না। কারণ র‍্যাব তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। তিনি আরও বলেন, এই র‍্যাব তৈরি করেছে আমেরিকা ও বৃটিশরা। দে হ্যাভ বিন ট্রেইনড বাই ইউএসএ। ইউএসএ তাদের শিখিয়েছে তাদের রুলস অ্যান্ড এনগেজমেন্ট। কীভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, হাউ টু ইন্টারগেশন। এগুলো সব কিছু শিখিয়েছে আমেরিকা। তাদের যদি রুলস অ্যান্ড এনগেজমেন্টে কোনো দুর্বলতা থাকে, কোনো উইকনেস থাকে, এই রুলস অ্যান্ড এনগেজমেন্টে যদি কোনো হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট হয়, অবশ্যই সেখানে নতুন করে ট্রেনিং দেয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের র‍্যাব কাজে-কর্মে অত্যন্ত দক্ষ। তারা খুব ইফেক্টিভ, ভেরি ইফিশিয়েন্ট। তারা করাপ্ট নয়। এ জন্যই তারা জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। আমাদের দেশের সন্ত্রাস তাদের কারণেই কমে গেছে। হলি আর্টিসানের পর গত কয়েক বছরে আর কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতা হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে র‍্যাবের কারণে। স্বয়ং ইউএস স্ট্যাট অব ডিপার্টমেন্ট সেটা স্বীকার করেছে।



# লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের ইন্তেকাল

(প্রথম পাতার পর)

ইন্তেকালের পর বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর কবরস্থানে মা সাজেদা খাতুনের কবরে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। কাজী আনোয়ার হোসেনের শেষ ইচ্ছা ছিল মা'র কবরেই থাকবেন তিনি। গতকাল সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বারডেমের হিমঘর থেকে তার মরদেহ ২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়কের বাড়িতে নেয়া হয়। এ বাড়িটিতেই তার প্রতিষ্ঠিত দেশের ভিন্নধারার প্রকাশনা সংস্থা সেবা প্রকাশনীর কার্যালয়।

তৃতীয় তলায় ছিল তার দপ্তর। সকালে বাড়ির সামনে বিষণ্ন মুখে অপেক্ষা করছিলেন সেবা প্রকাশনীর নানা পর্যায়ের কর্মী ও স্বজনরা। ছেলে কাজী মায়মূর হোসেন বলেন 'বাবা বলে গিয়েছিলেন মৃত্যুর পরে তাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করতে। তাছাড়া এখন করোনার সংক্রমণও বেড়েছে। সব মিলিয়েই মরদেহ শহীদ মিনার বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হয়নি। তবে তিনি বলে গেছেন প্রকাশনীর কাজ আমরা যেন অব্যাহত রাখি। আমরা দুই ভাই সেই চেষ্টা করে যাবো। বাদ জোহর সেগুনবাগিচার কাঁচাবাজার মসজিদে কাজী আনোয়ার হোসেনের জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। এরপর শববাহী গাড়ি যাত্রা করে বনানী গোরস্থানে। সেখানে বেলা তিনটায় তাকে মায়ের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। কাজী আনোয়ার হোসেন প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত প্রায় তিন মাস থেকে চিকিৎসার ভেতরেই ছিলেন। গত ১০ই জানুয়ারি থেকে তাকে বারডেম হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। বুধবার বিকাল সাড়ে চারটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিন ২০১৫ সালে এবং মেয়ে শাহরিন সোনিয়া ২০১৪ সালে ইন্তেকাল করেন। দুই ছেলে কাজী শাহনূর হোসেন ও কাজী মায়মূর হোসেনসহ আত্মীয়স্বজন আর দেশ-বিদেশে অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠককে শোকাচ্ছন্ন করে গেলেন মাসুদ রানা ও কুয়াশার স্রষ্টা, সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেন। তবে পাঠকের মনে বেঁচে থাকবেন সবার প্রিয় 'কাজী দা'।

# চমৎকার সব স্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশ ছাড়ছি

(প্রথম পাতার পর)

রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার শুক্রবার নিজ দেশের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানান শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে নিজের বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে নিজের অফিসিয়াল টুইটার একাউন্টে শুক্রবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রদূত মিলার লিখেছেনঃ

"গত তিন বছর বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জীবনের বড় এক সম্মান এবং আনন্দের বিষয়। আমি চমৎকার সব স্মৃতি নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে (বাংলাদেশ হতে) প্রস্থান করছি।"

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৮ ই নভেম্বর বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মিলার। নিজের বিদায় উপলক্ষে যোগ দেয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মিশনকে তিনি নিজের পেশাগত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

# গোপন মহামারী এএমআর : ১ বছরে ১২ লাখ মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

মারাত্মক অসুখবিসুখের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা অনেকখানি কমে যায়। আগে সাধারণ অসুখে পড়ে আরোগ্য হতো এমন সব রোগে এখন মানুষ মারা যাচ্ছে। ব্রিটেনের স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টান্ট (এএমআর) এখন এক গোপন মহামারিতে পরিণত হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে এখনই সতর্ক না হলে কোভিড মহামারির অবসান পর এটাই বিশ্বব্যাপী এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন। এএমআর-এর কারণে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর ওপর গবেষণার এই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেটে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ২০৪টি দেশে এই গবেষণা চালান। তারা হিসাব করে দেখেছেন, ২০১৯ সালে সরাসরি এএমআর-এর কারণে বিভিন্ন রোগে গেছে ১২ লাখ লোক। এর বাইরে, আরো ৫০ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এএমআর-এর সাথে সম্পর্কিত নানা অসুখে। একই বছর এইডস-এ মারা গেছে আট লাখ ৬০ হাজার মানুষ। আর ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ছয় লাখ ৪০ হাজার জন। এএমআর-এ মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নিউমোনিয়ার মতো লোয়ার রেসপিরেটরি সংক্রমণ এবং রক্তের সংক্রমণকে, যেখান থেকে পরে সেপসিস হয়। এমআরএসএ (মেথিসিলিন রেজিস্টান্ট স্টেফাইলোকক্কাস অরিউস) ব্যাকটেরিয়াকে এই গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাণঘাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিসহ ইকোলাই এবং আরো কয়েকটি ব্যাকটেরিয়াও ওষুধ-প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের হাসপাতাল এবং রোগীদের থেকে নেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শিশুরা। এএমআর-এ মৃত্যু হয়েছে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একটি হচ্ছে শিশু, যাদের বয়স পাঁচের নিচে।

গবেষণার ফলাফলের উল্লেখযোগ্য দুটি দিক :

১. সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া এবং সাহারা মরুভূমির দক্ষিণের দেশগুলোতে। এই অঞ্চলে প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে মারা গেছে ২৪ জন।

২. সবচেয়ে কম মৃত্যু ঘটেছে বেশি আয়ের দেশগুলোতে। সেখানে প্রতি এক লক্ষের মধ্যে মারা গেছে ১৩ জন। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের অধ্যাপক ক্রিস মারে বলছেন, এই গবেষণায় সারা বিশ্বে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব কমে যাওয়ার প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠেছে। "আমরা যদি এই লড়াইয়ে টিকে থাকতে চাই তাহলে যে এখনই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, গবেষণা থেকে তার পরিষ্কার ইংগিতই পাওয়া যাচ্ছে," বলছেন তিনি। ওয়াশিংটন ডিস্ট্রির গবেষণা প্রতিষ্ঠান ড. রামানান লক্ষ্মীনারায়ণ বলছেন, অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে যেমন অর্থের বিনিয়োগ করতে হয়, এএমআর ঠেকাতে হলে এর জন্যও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সারা বিশ্বে কার্যকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যে অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্কট রয়েছে। রাজনৈতিক এবং স্বাস্থ্য খাতের নেতাদের তাই এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, বলছেন তিনি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী?

অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাব, পশু-পাখির খাবারে, শাক-সবজিতে বা কৃষিকাজে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার- ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের অনেকগুলো কার্যক্ষমতা কমে গেছে বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের এক চলমান গবেষণায় উঠে এসেছে যে দেশে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে অন্তত ১৭টির কার্যক্ষমতা অনেকাংশে কমে গেছে। আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান জাকির হোসেন হাবিব বলেন অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে অনেক ওষুধই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর হয়ে পড়ছে। "আমরা যখন মেডিকেল শিক্ষার্থী ছিলাম তখন সেফট্রিয়াক্সোন অত্যন্ত কার্যকর একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ছিল। কিন্তু এখন যদি রেজিস্টান্স প্যাটার্ন দেখেন - তাহলে দেখবেন আমরা যেসব জীবাণু দেখিয়েছি, তার প্রত্যেকটি অন্তত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট। অর্থাৎ বিশ থেকে ত্রিশ বছর আগেও যেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল, তা এখন অনেকাংশে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি কিছু দিন আগেও যেসব অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল, সেগুলোও কার্যকারিতা হারাতে শুরু করেছে বলে বলেন মি. হাবিব। "বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেও ইমিপেনাম, মেরোপেনাম গ্রুপের ড্রাগ বেশ কার্যকর ছিল। কিন্তু কোভিডের সময় এই গ্রুপের ড্রাগ রোগীদের অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়ে এটির কার্যকারিতাও নষ্ট করে ফেলছেন চিকিৎসকরা। হাবিব বলেন, এই গ্রুপের ড্রাগ কার্যকারিতা হারালে এরপর আমাদের হাতে আর খুব বেশি অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে না। ডা. হাবিবের মতে, সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো বাংলাদেশে হাসপাতালগুলোতে এমন জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে যা সব ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী। অর্থাৎ কোনো অ্যান্টিবায়োটিকেই ঐ জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না। বাংলাদেশের হাসপাতালের রোগীদের দেহে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা ও জীবাণুর ধরণ নিয়ে পরিচালিত হওয়া এক গবেষণার বরাত দিয়ে ডা. হাবিব বলেন, "জীবাণুদের আমরা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, এক্সটেনসিভ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট আর প্যান ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট- এই তিন ভাগে ভাগ করেছি। যার মধ্যে প্যান ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হলো এমন জীবাণু যার বিরুদ্ধে কোন অ্যান্টিবায়োটিকই কার্যকর নয়।" তিনি বলেন, "প্রচলিত কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়- এমন জীবাণু পাওয়া গেছে প্রায় সাত ভাগ।"

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট হবার কারণ কী?

হাবিবের মতে, সংক্রমণ রোধের প্রাথমিক ধারণা ও কাঠামোগত পরিবেশ না থাকা বাংলাদেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টান্স তৈরির অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের বাস্তবতায় হাসপাতালগুলো, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালগুলো, জীবাণুর প্রধান আবাসস্থল এবং সংক্রমণ ছড়ানোর প্রধান জায়গা। হাসপাতালগুলো সবসময় জনাকীর্ণ থাকায় সেখানে জীবাণুর সংক্রমণ দ্রুত ছড়ায়।" তিনি বলেন, "হাসপাতাল বোঝাই হওয়ার কারণে কোনো সার্জারি হওয়ার পর চিকিৎসকরা রোগীদের বেশি বেশি অ্যান্টিবায়োটিক দেন যেন ইনফেকশন না হয়ে যায়। কারণ মানুষে বোঝাই হাসপাতালে একজন জটিল রোগীর বিভিন্ন ধরণের রোগে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" এছাড়া দেশের প্রত্যেক হাসপাতালে কোন রোগীকে, কী কারণে, কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হলো- তার নির্দিষ্ট তালিকা এবং সে বিষয়ে গবেষণা না হওয়াও দীর্ঘ মেয়াদে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্স তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন হাবিব। "গ্রাহক পর্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নজরদারি না থাকাও রেজিস্টান্স তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আরো কয়েকটি কারণে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট হয়ে থাকে, এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো-

#বিনা প্রেসক্রিপশনে ঘনঘন অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করলে

# পুরো কোর্স শেষ না করে মাঝপথে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বন্ধ করলে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না

# প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হলে # ভাইরাসজনিত কোনো অসুখে, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে এমনি সেরে যেত, সেখানে বিশেষ করে শিশুদের অ্যান্টিবায়োটিক দিলে।

# সাবওয়ে ও রাস্তায় চলাচলে সতর্ক হোন

(শেষের পাতার পর)

চলাচলে সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছেন অভিজ্ঞজনরা। তারা মনে করেন এই সময়ে একাকি রাস্তায় চলাচল যেমন নিরাপদ নয় তেমনী সাবওয়েতেও।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ করার সময় এক দূর্বৃত্ত হাত থেকে অর্থ নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। আকিমা আক্কারনামের এক বাংলাদেশী ঐ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ডলার গণনার সময় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় কৃষ্ণাঙ্গ দূর্বৃত্ত দ্রুত প্রতিষ্ঠানটিতে প্রবেশ করে আকিমার হাত থেকে তিন হাজার ৩০০ ডলার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এর আগের দিন একই প্রতিষ্ঠান থেকে একই কায়দায় আরো এক বাংলাদেশীর কাছ থেকে সাড়ে তিশ ডলার ছিনিয়ে নেয় বলে জানা যায়। ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করা হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্ক পোস্টের খবরে বলা হয়েছে সিটির হার্লেমে একটি গার্হস্থ্য সহিংসতা সামলাতে গিয়ে গুলিতে পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছেন। অপর একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ নিয়ে এক সপ্তাহে চার পুলিশ কর্মকর্তা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। খবরে বলা হয়, সেখানে প্রথম তলার একটি বাড়িতে মা-ছেলের ঝগড়া চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পশ্চিম ১৩৫ নম্বর স্ট্রিটের বাড়ির সামনে মা পুলিশের সঙ্গে দেখা করেন।

পুলিশের মতে, ৪৭ বছর বয়সী সন্দেহভাজন, যাকে একজন পুরুষ বলে মনে করা হয়, তাকে অন্য একজন অফিসার গুলি করেছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গেলো সপ্তাহে এনওয়াইপিডির চার কর্মকর্তাকে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ব্রঙ্কস এবং স্টেটেন আইল্যান্ডে সংঘটিত বিপরীত দুটি শুটআউটের অফিসাররা জীবনের হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন। মেয়রের অফিস এই ঘটনার সত্যতার কথা জানিয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড গত শুক্রবার রাতে এনওয়াইপিডি কমিশনার কিচ্যান্ট সেওয়েলের সাথেও কথা বলেছেন এবং প্রয়োজনে বিচার বিভাগ বা এফবিআই থেকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন।

**অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে জাতীয় উদ্যোগ চান নিউইয়র্ক মেয়র**

আরেক খবরে প্রকাশ: অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে ফেডারেল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নিউইয়র্কের নতুন মেয়র এরিক এডামস। শুক্রবার বন্দুকের গুলিতে একজন পুলিশের নিহত এবং আর একজনের আহত হওয়ার পর তিনি এ আহবান জানালেন।

মেয়র এরিক এডামস বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর পিস্তলের গুলিতে কেপে উঠছে। একজন পুলিশ অফিসার লড়াই করতে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। তিনি বলেন, 'অস্ত্রের প্রবাহ বন্ধে আমরা সরকারের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেছি। শহরে অস্ত্রের প্রবাহ বন্ধ করতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে একযোগে আমাদের এখনই কাজ করতে হবে।

# যুক্তরাষ্ট্রে 'লবিস্ট' প্রভাবশালীদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় চলছে। সরকার বলছে, বিএনপি-জামায়াত যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ দিয়ে ৩.৭৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

টাকার উৎস খুঁজতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিএনপি এ অভিযোগকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে নাকচ করে উল্টো সরকারই ২০১৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ দিয়ে রেখেছে বলে দাবি করছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ খ-ন করে বলেন, দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরতে লবিস্ট নয়, পিআরের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার।

অর্থের উৎস তদন্ত করে দেখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। ওয়ান-ইলেভেনের পরে অবৈধভাবে অর্থ পাচারের উৎসের খোঁজ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এটাও তদন্ত করে দেখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি । এ বিষয়ে তদন্তের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আমরা প্রস্তুত। লবিস্ট নিয়োগে অর্থের প্রবাহের খোঁজ নেওয়া দরকার। অবৈধ অর্থের বিনিয়োগ হয়ে থাকতে পারে।

সমস্যা যাই হোক না কেন, ফেডারেল অ্যাডভোকেসির জন্য কাজ করে যুক্তরাষ্ট্রের লবিস্ট ফার্মগুলো। লবিস্ট ব্যবহার করা মার্কিন আইনে প্রথাসিদ্ধ বিষয় যা প্রশাসনের নিয়মের মধ্যে পড়ে। তবে এসব কাজে ব্যবহার করা অর্থ এর উৎস জানায় সরকার তৎপর হবে তা বলাই বাহুল্য। ক্যাপিটল হিল বা ফেডারেল সরকার থেকে শুরু করে প্রভাবশালীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যেকোনো প্রয়োজন হোক না কেন, একটি দ্বিদলীয় দল থাকা যা কংগ্রেসের সদস্যদের, কংগ্রেসের কর্মীদের সাথে এবং নির্বাহী শাখার সাথে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় এসব বিষয়ে সহায়তা করে থাকে। লবিস্টদের বিভিন্ন অনুশীলন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শক্তি, বরাদ্দকরণ, পরিবহন, প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কর, বাণিজ্য, কৃষি এর যেকোনো বিষয় হতে পারে। লবিস্টরা বুঝতে পারে আইন প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ার জন্য কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই ব্যক্তিরা কীভাবে চিন্তা করে, তারা কাদের কথা শোনে এবং কী ভাবে তাদের প্রভাবিত করা যাবে।

লবিং বলতে বুঝায়, ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট আইন অনুমোদন বা বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বোঝানোর চেষ্টা করা। যারা ক্ষমতায় আছেচ তারা কংগ্রেসের সদস্য বা কোনো শহরের স্থানীয় কর্মকর্তা হতে পারে। কে লবিং করছে কি বিষয় নিয়ে লবিং করছে তার ওপর নির্ভর করে আমেরিকায় লবিং প্রক্রিয়া ।

একটি বিষয় নিশ্চিত, যদিও: লবিং হল কীভাবে লোকেরা সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের অনুমোদন করা নীতিগুলি কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

অর্থ মানুষকে প্রভাবিত করতে ব্যবহার হতে পারে। প্রত্যক্ষ ঘুস বা অর্থ প্রদান বেআইনি হলেও, প্রচারে মোটা অংকের অবদান রাখা বেআইনি নয়। নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ঘিরে সর্বদা উপায় রয়েছে এবং কর্মকর্তারা জানেন যে তারা যদি অব্যাহত আর্থিক সহায়তা চান তবে দাতারা তাদের কীভাবে চান তা তারা আরও ভালোভাবে ভোট দেবেন।

একক ব্যক্তি, যুবক থেকে শুরু করে উচ্চবিত্তদের কোনো শ্রেণী ধনী গোষ্ঠী, লবি করতে পারেন। কিছু লোক নির্দিষ্ট কারণের অধীনে একত্রিত হয় এবং শুধুমাত্র তাদের কারণগুলি সাথে প্রাসঙ্গিক আইনী বিষয়গুলিতে ফোকাস করে। এ গোষ্ঠীগুলোকে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠী বা নিছক স্বার্থ গোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ব্যক্তিদের বিশেষ ভাবে গঠিত কোনো গোষ্ঠী বা কর্পোরেশন দ্বারা তাদের পক্ষে লবি করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এ লোকেদের লবিস্ট বলা হয়, যদিও এই শব্দটি যে কেউ লবি করে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কানাডার লবিং আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ আইন এবং এর সম্পর্কিত প্রবিধানগুলো ২ জুলাই ২০০৮-এ একই সাথে কার্যকর হয়েছিল; যা চারটি মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। যেমন সরকারের অবাধ ও উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার জনস্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাবলিক অফিস হোল্ডারদের লবিং করা একটি বৈধ কাজ।

এটা বাঞ্ছনীয় যে সরকারি অফিস হোল্ডার এবং সাধারণ জনগণ জানতে সক্ষম হবেন যে কারা তদবিরে নিয়োজিত। অর্থ প্রদানকারী লবিস্ট এর নিবন্ধনের ব্যবস্থা সরকারের কাছে বিনামূল্যে এবং উন্মুক্ত অ্যাক্সেকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়। আইনটি সে ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য যারা লবিতে অর্থ প্রদান করে। যারা স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে তদবির করে তাদের কোনো নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলে ধরার জন্য বিদেশে একজন রাষ্ট্রদূত এবং তার টিম কাজ করবেন। স্বীকৃত দেশে বাংলাদেশের স্বার্থের বর্ণালী প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই দূতাবাস খোলা হয়েছে এবং কূটনৈতিক ও স্টাফদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

বর্তমান সরকার যুক্তরাষ্ট্রে পিআরের দায়িত্ব দিয়েছে তার



# মাহাথির মোহাম্মদ হাসপাতালে ভর্তি

**(প্রথম পাতার পর)**

জানিয়েছেন। স্ট্রেইটস টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালেশিয়ার ন্যাশনাল হার্ট ইন্সটিটিউটে দেশটির সাংবাদিকরা ভিড় করছেন। মাহাথিরকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, মাহাথিরের কমিউনেশন টিম শিগগিরই একটি বিবৃতি প্রকাশ করবেন। তবে এ বিষয়ে তারা মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মাহাথিরকে দেখতে মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকুবের গাড়ি বিকেল ৫ টা ৩৫ মিনিট নাগাদ ওই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ঢুকেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার তাকে হার্টের সমস্যায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হলো।



# ভোটিং মেশিন বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ট্রাম্প

**(প্রথম পাতার পর)**

মিডিয়া গ্রুপ পলিটিকো এ সংক্রান্ত দলিল হাতে পেয়েছে। বিস্ফোরক এ নথি প্রমাণ করছে মার্কিন জনগণ জো বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নেওয়ায় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে ট্রাম্প চরম পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার সমর্থকরা এ নির্বাচনের ফল চূড়ান্ত করার সময় কংগ্রেস ভবনে নজিরবিহীন হামলা পর্যন্ত চালায়।

ন্যাশনাল আর্কাইভস এর প্রকাশ করা তথ্যে বলা হয়েছে, নির্বাচনে পরাজয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হোয়াইট হাউসের একটি খসড়া নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প দেশের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের ভোটিং মেশিন বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের আদেশটিতে জব্দ করা মেশিন থেকে কোনও জালিয়াতির নমুনা পেলে অভিযোগ আনার জন্য বিশেষ পরামর্শক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল। তবে এতে ট্রাম্প আর স্বাক্ষর করেননি।

সুপ্রিম কোর্ট যেসব দলিলপত্রের প্রকাশ ঠেকানোর জন্য ট্রাম্পের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন এ দলিলটি তার অন্যতম। আদালতের নির্দেশের পরে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেস ভবনে হামলার তদন্তকারী প্রতিনিধি পরিষদের সিলেক্ট কমিটির কাছে সাড়ে সাতশর বেশি রেকর্ড হস্তান্তর করা হয়।

# হাসপাতালেই থাকছেন খালেদা জিয়া

**(প্রথম পাতার পর)**

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হয়নি। শনিবারও অল্প পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে রিপোর্টে এসেছে। এদিন তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের বৈঠক হয়। এতে করোনার কারণে শঙ্কা থাকলেও খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে এখনই হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া নতুন আরও কয়েকটি পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাকে আরও এক সপ্তাহ নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। মোটামুটি ঝুঁকিমুক্ত হলেই বাসায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। শনিবার রাতে খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের একজন চিকিৎসক এ তথ্য জানিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) আগের মতোই আছেন। এখন কিছুটা স্থিতিশীল বলা যায়। কেবিনে স্থানান্তরের পর বড় ধরনের রক্তক্ষরণ হয়নি। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে তার সুচিকিৎসা হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, করোনা বাড়ছে, এ বিষয়ে চিকিৎসকরা অবগত আছেন। তাদের সিদ্ধান্ত ছাড়া তো তাকে বাসায় নেওয়া সম্ভব নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান, প্রথমবার 'ম্যাডাম' করোনা পজিটিভ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে হাসপাতাল থেকেই আবার তার করোনা সংক্রমিত হয়। এজন্যই এবার ভয় কাজ করছে। হাসপাতালে প্রচুর কোভিড রোগী আসা যাওয়া করছে। কেবিনেও নার্স, স্টাফ, আয়া, ক্লিনারসহ অনেকেই যাচ্ছেন। তাদের কাছ থেকে সংক্রমিত হতে পারেন। মেডিকেল বোর্ড এজন্যই খালেদা জিয়াকে বাসায় রেখে চিকিৎসার চিন্তা করেছিল। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা স্বস্তিদায়ক নয়। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত- তার অবস্থা আজ ভালো তো কাল খারাপ। সবচেয়ে ভয়ের কারণ রক্তক্ষরণ যা শনিবারও অল্প পরিমাণে হয়েছে। এটি কোনোভাবেই পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। রক্তের হিমোগ্লোবিন হু-হু করে কমে যায়। আবার সময় নিয়ে একটু বাড়ে।

তিনি জানান, বিএনপি চেয়ারপারসনের ডায়াবেটিসও কখনো নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ইনসুলিন দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ঝুঁকিমুক্ত বলা যাবে না। এজন্য কেবিনে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সিসিইউর সাপোর্টও রাখা হয়েছে। ইলেক্ট্রলাইট ইমব্যালেন্স অর্থাৎ খনিজে অসমতা দেখা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। এজন্য শরীর প্রচ- দুর্বল হয়ে যায়। রুচি কমে যায়।

মেডিকেল বোর্ডের ওই সদস্য আরও জানান, 'ম্যাডাম' হাসপাতালে থাকতে চান না। তিনি বাসায় যেতে চাচ্ছেন। আর এই বয়সের একজন মানুষকে টানা হাসপাতালের বিছানায় থাকা ভীষণ যন্ত্রণার। চিকিৎসা সম্পূর্ণ না করে বাসায় নেওয়া হলে তো আবারও হাসপাতালে নিতে হবে। তাই বারবার আনা-নেওয়া তার জন্য খুব ক্ষতি। কারণ করোনা বাড়ছে চার দিকে। তাকে দেখভাল করেন এমন একজন সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যদিও ম্যাডামের নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ পাওয়া গেছে। শনিবার বোর্ডের বৈঠকের পর খালেদা জিয়ার কেবিনে চলাচল একেবারে সীমিত করা হয়েছে। কেবিনে প্রবেশের আগে নার্স ও স্টাফদেরও তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বাইরে থেকে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আসলে দেশের বাইরে নিয়ে যত দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে, ততই তার জন্য মঙ্গল। দেশে যে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া হয়েছে। তার সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে উন্নত সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এটি আমরা পরিবারকে বারবার এড্রেস করছি।

গত বছরের ১৩ নভেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর ওইদিন তাকে হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তার শরীরে রক্তক্ষরণ হয়। দীর্ঘদিন সিসিইউতে থাকার পর গত ৮ জানুয়ারি তাকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বাধীন ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের অধীনে চিকিৎসাধীন আছেন ৭৬ বছর বয়সি সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

# কেন জেনারেল মইন প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি?

**(প্রথম পাতার পর)**

পক্ষে থাকলেন।

সেদিনই স্পষ্ট হয়ে গেল তার আর প্রেসিডেন্ট হওয়া সম্ভব না। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব লে. জেনারেল (অব.) আমিনুল করিম চৌধুরী। অতি সম্প্রতি সাংবাদিক কনক সারোয়ারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল করিম ১/১১ কীভাবে আসলো তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

১/১১-এর প্রাক্কালে তিন বাহিনীর প্রধানকে বঙ্গভবনে ঢোকার জন্য রাস্তা করে দিয়েছিলেন এই মর্মে যে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে তা তিনি খোলাসা করেছেন। বলেছেন, ১/১১-এর দিন জু অ্যান্ড অর্ডার কমিটির মিটিং চলছিল। এবং সেদিন বিকালে আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং হওয়ার কথা ছিল। মিটিং চলা অবস্থায় প্রেসিডেন্টের এডিসি আমাকে বললেন, আর্মি চিফ আপনাকে খুঁজছেন। আমি অফিসে এসে রেড ফোনে জেনারেল মইনের সাথে কথা বলি।

তিনি বললেন, জাতিসংঘ থেকে একটা চিঠি এসেছে। তুমি প্রেসিডেন্টকে বলো। অন্য দুই বাহিনীর প্রধানসহ আমরা আসছি। প্রেসিডেন্টের কাছে গেলাম। কেবিনেট অ্যাডভাইজার রুহুল আলম চৌধুরীও ওখানে ছিলেন। তিনিও একই কথা বলছেন। আসতে বললেন সবাইকে। এয়ারফোর্স ও নেভাল চিফকেও বললাম আসতে। উনারা আসলেন। গেটে মিলিটারি সেক্রেটারি কোনোদিন যায় না। মিনিস্টার, জাস্টিসদের, বাহিনীর গাড়ি এলে রিসিভ করে- এটাই প্রটোকল। কিন্তু আমি কোনোদিন যাইনি। প্রেসিডেন্টের পার-মিশনেই তারা বঙ্গভবনে যান। আর সেনাবাহিনীর প্রধান প্রায়শই আসতেন। আমি ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে বলেছিলাম, ওদের এতো ডাকবেন না। সেনাবাহিনী একটা টাইগারের মতো। আমার ফিলোসোফি হচ্ছে, আর্মিদের রাজনীতিতে কখনোই ইন্টারফেয়ার করা উচিত নয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি আসতেন। আমি ভেবেছিলাম নরমাল কেস।

তিনি আরও বলেন, ৭ তারিখে সেনাবাহিনীর প্রধান বঙ্গভবনে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি এক্সক্লুসিভ মিটিং করেন সেদিন। আমাকে সেই মিটিংয়ে ডাকা হয়নি। মিটিং শেষে তিনি খুশি ছিলেন বেশ। আমার সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি বললেন, আমিন প্রেসিডেন্ট তো আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা নিতে বললেন। বলেই তিনি চলে গেলেন। আমি সে কথাটা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়েছিলাম, দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে।

সে সময় ডিজিএফআই-এর রিপোর্টেও বলা হতো, দেশে একটা ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা উচিত। ক্যান্টনমেন্ট থেকেও ইন্ডিকেশন পাচ্ছিলাম।

তখন উপ-নির্বাচন হয়ে গেছে। বিএনপির ১৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। আমি বললাম, আপনারা সমঝোতা করেন, নির্বাচন বাতিল করেন, না হলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। নির্বাচন স্থগিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট রাজি না থাকায় তা আর পাঠানো হলো না।

জেনারেল করিম বলেন, প্রেসিডেন্ট যখন চিফ অ্যাডভাইজার হলেন তার কয়েকদিন পর দুই পার্টিকে ডাকা হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এসেছিল। তাদের বলা হলো, পলিটিকাল প্রসেস এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। সেদিন রাত ১২ টা, ১টার দিকে এডিসি ফোন করে বললেন, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ডাকছেন।

দ্রুততার সাথে যাওয়ার পর তিনি বললেন, কাল থেকে আর্মি মোতায়েন হবে। আমি বললাম, কিছুক্ষণ হলো খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা দলবল নিয়ে চলে গেছেন। তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। আমি রেফারেন্স দিয়ে বললাম, এটা মনে হয় ঠিক হবে না। আপনি ক্যাবিনেট মিটিং ডাকেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, দ্যাটস ফাইনাল ফর মি।

তিনি বলেন, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, এটা পলিটিক্যালি সমাধান হোক। এখানে কোনোভাবে আর্মি জড়িয়ে না পড়ুক। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসছে না, কীভাবে তাদের আনা যায় এ নিয়ে আলোচনা চলছিল। এরই মাঝে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ফোন দিলেন, বললেন, আমিন তুমি এসব কাজে বেশি বাড়াবাড়ি করো না। আমি বললাম, প্রেসিডেন্টের সাথে তো আমাকে থাকতেই হবে।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে বৈঠক চলছে। দেড়টার সময় আমরা ঐক্যে পৌঁছালাম। আওয়ামী লীগ রাজি হলো যে- তারা নির্বাচনে আসবে। বিএনপি বললো, আমরা আওয়ামী লীগের কথা বিশ্বাস করি না। রাতের মধ্যে বলতে হবে, তারা নির্বাচনে আসবে। এরপর রাতেই জলিল সাহেব ভিডিওতে বললেন, নির্বাচনে যাবেন। পরদিন সকালে সব টিভিতে স্ক্রল করা হলো। আমরা সকলে খুশি হলাম।

জেনারেল মইনের চিঠির বিষয়ে তিনি বলেন, এটা একটা ভুয়া চিঠি ছিল। পরে আমি অরজিনাল কপি দেখেছি। পার্থক্য ছিল শুধু- সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এটা লেখা ছিল না। এই এর্ক্যিউজ দিয়েই ইমার্জেন্সি দেয়া হয়।

## ১/১১ কেন সফল হলো না?

এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জেনারেল মইন আসলে বুঝতে পারছিলেন না কি করতে হবে। আপনার কোনো লক্ষ্য না থাকলে, কোনো ভিশন না থাকলে, ডিরেকশন না থাকলে আপনি একটা স্টেট চালাতে পারেন? কয়েক দিনের মাথায় একজন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, প্রফেসর জিল্লুর রহমান খান, উনি আমার বাসায় দাওয়াতে আসছিলেন। তখন আমি জিল্লুর রহমান খানকে বললাম, স্যার জেনারেল মইন তো ফেইল। খান সাহেব বললেন -কি বলো? আমি বললাম, স্যার দেশ চালানোর মতো ক্ষমতা উনার নাই। একটা মডার্ন দেশকে চালানোর মতো ওই এবিলিটি নাই, ভিশন নাই। ওনার কোনো প্রজ্ঞা নাই, শিক্ষা নাই। পরে কথা শুনে বুঝলাম, জিল্লুর রহমান খান সবই জানেন। সবকিছুর খবর রাখেন। আর উনি তো নামকরা প্রফেসর।

তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি, জেনারেল মইন ইউ আহমেদের অদক্ষতা,অযোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা, উচ্চাভিলাষের কারণে তার টোটাল ওয়ান-ইলেভেনের বিষয়টি ফেইল করে? হ্যাঁ, বলতে পারেন। উনার স্টাফরা ভালো ছিল না। তিনি আগে জেনারেলদের এটা ব্রিফিং করেননি।

সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেল আমিনুল করিম চৌধুরী বলেন, ২০০৬ এর ২৮শে অক্টোবর বায়তুল মোকাররমের সামনে লাশের ওপর লাফালাফির ঘটনার পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ও বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াকে বঙ্গভবনে ডাকা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট বলে দিলেন, আমি চিফ অ্যাডভাইজার হয়ে যাই। জলিল সাহেব বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। ধরে নেন আমারা মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমাদের একটু নেত্রীর সাথে কথা বলতে হবে। এক ঘণ্টা পর জানানলেন আমরা মেনে নেব। কিন্তু আপনাদের ৫টা অপশন মেনে নিতে হবে।

ওয়ান-ইলেভেনে পার্শ্ববর্তী দেশের কোনো প্রভাব ছিল কি- না, এর জবাবে জেনারেল করিম বলেন,

১/১১-এর পর দেখলাম ইন্ডিয়ান হাইকমিশনার খুব শক্তিশালী হয়ে গেলেন। প্রভাব তো ছিলই।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে প্রভাবশালী এই সেনা কর্মকর্তা বলেন, তিন বছর চার মাস আগেই তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সময়টা এমন, জেনারেল মইনকে কেউ মানছিল না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল সবাই। মইন টোটালি ব্যর্থ। তার স্টার খুলে ফেলা হচ্ছিল। অনেক কষ্টে তা আটকিয়েছি। কথাবার্তা হয়তো বেশিই বলেছি। সেনাপ্রধান আমাকে বানানো হবে না, এসব কারণে হয়তো আমাকে আগেই চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

# নাগরিকত্ব হারিয়ে শামীমার 'ই থ্রি' হয়ে ওঠার গল্প

**(প্রথম পাতার পর)**

যিনি প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাষ্ট্রহীন ছিলেন।

অভিবাসনে কড়াকড়ি আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তথ্য প্রদানের জন্য আইনজীবীদের দ্বারা পরিচালিত 'ফ্রি মুভমেন্ট' ওয়েবসাইট ওই গবেষণা চালায়। তাতে দেখা গেছে, ১৫ বছর আগে এমনটি করার জন্য অনুমতি দানের আইন শিথিল হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৪৬৪ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে।

এ খবর দিয়ে প্রভাবশালী বৃটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়- বৃটিশ সরকার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে না।

এ প্রসঙ্গে নিজের হতাশা ব্যক্ত করে ফ্রি মুভমেন্টের সিজে ম্যাককিনি বলেন, হোম অফিস থেকে পরিসংখ্যান না পাওয়াটা হতাশাজনক। নূন্যতম স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা কতবার ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রকাশ করা উচিত। সংসদ এবং জনগণ সেটাই আশা করে।

নাগরিকত্ব হারানোর যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল শামীমা বেগমের ঘটনা।

শামীমা যখন ইসলামিক স্টেটে যোগ দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্য ত্যাগ করেন তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। তিনি ছিলেন স্কুল ছাত্রী। এরপর তিনি নাগরিকত্ব বঞ্চিত হন। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় নাগরিকত্ব লাভের যুদ্ধেও তিনি হেরে যান।

কাজ করতে গিয়ে ম্যাককিনি দেখতে পান, ২০০৬ সাল থেকে ১৭৫ জন জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এবং ২৮৯ জন প্রতারণার কারণে নিজেদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়নি।

১৯১৪ সালে কাউকে বৃটিশ নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কখন এটার ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে আইনি চ্যালেঞ্জ জানানোটা দুর্বল হয়ে গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ৯ জনের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে সংখ্যাটি ১৪৮ এ গিয়ে ঠেকে। ২০১৮ সালে ৭৩ টি, ২০১৯ সালে ৮২ টি এবং ২০২০ সালে ৪২ টি এমন ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

এই সপ্তাহে অবজারভার এ এমন একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়। ৪০ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে কেবল 'ই থ্রি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে তার বৃটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনি লন্ডনে বাংলাদেশি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে গেলে তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।

ই থ্রি কে বলা হয়, তুমি একজন "ইসলামপন্থী চরমপন্থী যে কিনা আগে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যোগ দিতে বিদেশ যেতে চেয়েছিল"। এই দাবিগুলোর বিষয়ে তাকে অবশ্য কখনো গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি অথবা এই দাবিগুলোর স্বপক্ষে কোন প্রমাণও তাকে দেখানো হয় নি।

ওই ব্যক্তি তার নাগরিকত্ব পুনরায় ফিরে পান যখন হোম অফিস স্বীকার করে যে তার বৃটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ফলে তিনি রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছেন।

তার ঘটনাটি এই বিষয়টিই ফুটিয়ে তুলে যে হোম অফিস বিতর্কিত জাতীয়তা এবং সীমানা আইনকে আরও শক্তিশালী করছে, যার ফলে কারো বৃটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আগে তাকে আর নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

ই থ্রি এর আইনজীবী ফাহাদ আনসারি বলেন: "মানুষকে তাদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার অর্থ তাদের পরিচয়, তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং তাদের নিরাপত্তা চাওয়ার ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়া। এটা নীতিগতভাবে ভুল। অন্যায় কাজ তখনই বৃদ্ধি পায় যখন পূর্ববর্তী কোনো বিচারিক তদারকি ছাড়া এবং গোপন প্রমাণের ভিত্তিতে এসব করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তার আইনজীবীরা কখনোই দেখতে পাবেন না। নোটিশ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা অপসারণ করে স্বরাষ্ট্র সচিবের ক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিবর্তে, সরকারের উচিত নাগরিকত্ব থেকে কাউকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা।"

এ বিষয়ে হোম অফিসের জনৈক মুখপাত্র বলেন: "হোম অফিস তার ক্ষমতা ব্যবহারে স্বচ্ছতা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিয়ম মেনেই তা করা হবে। বৃটিশ নাগরিকত্ব অপসারণ করা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে। যারা প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে তাদের বিরুদ্ধে এটা করা হয়। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী, চরমপন্থী এবং গুরুতর অপরাধীদের মতো সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তা ব্যবহৃত হয়।"




SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

এখন জ্যামাইকাতে

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com




খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

( 100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied )

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

| Weekend Morning | Weekdays Evening |
|---|---|
| 9:00 AM To 2:00 PM<br>Selenium Starting from<br>October 19, 2019 | 6:00 PM To 11:00 PM<br>Selenium Starting from<br>October 22, 2019 |

VA In Class Batches

| Weekend Morning | Weekdays Evening |
|---|---|
| 9:00 AM To 2:00 PM<br>Selenium Starting from<br>November 16, 2019 | 6:00 PM To 11:00 PM<br>Selenium Starting from<br>November 26, 2019 |

www.piit.us

# জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন

# Jackson Heights Bangladeshi Business Association

## EXECUTIVE COMMITTEE 2022-24



HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI



MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR



BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET



ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET



FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY



MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN



Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S



NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY



MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION



MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS



SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA



SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS



MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY



M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY



ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS



MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS



SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC



SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING



NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO



KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE



SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO



ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC



SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR



MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS



MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN



ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM



SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION



MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG



SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC



FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC



TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION



AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC



SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS



AFTAB JONY
MEMBER
HRT



JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

# জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন

# Jackson Heights Bangladeshi Business Association

## ADVISORY COMMITTEE



**M.A. AZIZ**
(CHIEF ADVISOR)
US TECK

**FARHAD REZA**
BANGLADESH PLAZA



**MOINUL ISLAM**
MEGA HOME



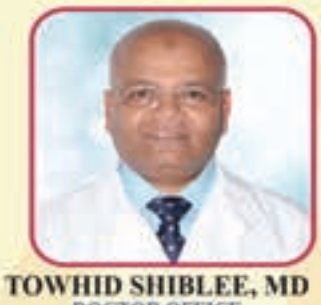
**ABDUR ROUF DILIP**
DIPLOMAT GROUP



**MOIN CHOWDHURY**
LAW OFFICE OF MOIN CHOW.



**SHOAG AZAM**
ETZY CHINESE



**TOWHID SHIBLEE, MD**
DOCTOR OFFICE



**ZAKIR H CHOWDHURY**
YORK HOLDING REALTY



**BADRUL HAQUE**
FOOD DYNASTY



**AZIZUL CHOWDHURY**
MOONLITE GRILL & REST.



**Mir Nizamul Hauque**
Samia & Naveena inc



**SAMIUR RAHMAN**
SAGAR CHINESE



**SARWAR CHOWDHURY**
SARWAR CHOWDHURY CPA



**ALAMGIR UDDIN**
**UDDIN AKHTAR CORP.**

**MANNAN HALAL SUPERMARKET**

**NAZMUN NAHAR RAHMAN**
MANNAN HALAL SUPERMARKET

## DIRECTOR



**MOHAMMAD PIER**
PIER TAX



**KAZI MONTU**
PIER TAX



**MOHSIN MIAH**
PLATINUM DRIVING SCHOOL



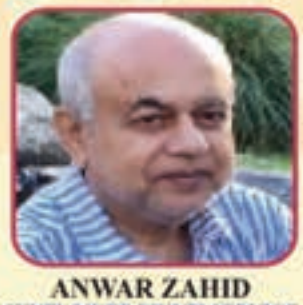
**ABUL FAZAL D ISLAM**
DECENT MART INC.



**MOHSIN NONI**
HAAT BAZAR



**KAZI SHAMSUDDOHA**
NYMS



**ANWAR ZAHID**
SUNFLOWER MULTI SERVICE



**HOSSAIN RANA**
ABOKASH



**RASHED AHAMED**
IMPRESS TELEFILM USA



**MOSHAROF HOSSAIN**
RUPALI TRAVELS



**RAFIQ AHMED**
LAW OFFICE OF AHSAN



**MD. KAMRUZZAMAN**
DESHI FOOD



**M.K. RAHMAN**
RAHMANIA TRAVEL



**RUHUL AMIN SARKER**
PARIDHAN



**FAISAL AZIZ FARHANA**
FAISAL DEVELOPMENT

# হোম কেয়ার হোম কেয়ার

## ALEGRA HOME CARE INC. / BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY / বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

COMING SOON
ADULT DAY CARE

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372 | TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218 | TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

# বন্ধুকে নিয়ে শিমুকে হত্যা করেন নোবেল



**বিনোদন ডেস্ক:** অভিনেত্রী রাইমা ইসলাম শিমু হত্যাকান্ডে তাঁর স্বামী খন্দকার সাখাওয়াত আলী নোবেলের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু এস এম ওয়াই আব্দুল্লাহ ফরহাদ। দুজনে মিলে শিমুকে হত্যা করেন। আদালতে ১৬৪ ধারায় দেওয়া জবানবন্দিতে তাঁরা হত্যায় সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। শুক্রবার (২১ জানুয়ারী) সংশ্লিষ্ট আদালতের পরিদর্শক মেজবাহ উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারী) ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলামের আদালতে নোবেল এবং মিশকাত শুকরানার আদালতে ফরহাদের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। রিমান্ডের দ্বিতীয় দিন আসামিদের আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।

নোবেল ও ফরহাদকে তিন দিন রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শুক্রবার কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ। এতে জানানো হয়, দুজন মিলেই অভিনেত্রী শিমুকে হত্যা করেছেন বলে রিমান্ডেও স্বীকার করেছেন।

এর আগে পুলিশ বলেছিল, দাম্পত্য কলহের জেরে নোবেল ঝগড়ার এক পর্যায়ে শিমুকে গলা চেপে ধরেন। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে বাল্যবন্ধু ফরহাদকে ডেকে এনে মরদেহ গাড়িতে তুলে দুজন মিলে সাভার, আশুলিয়া ও মিরপুর বেড়িবাঁধের দিকে ফেলার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে বাসায় ফিরে আসেন। পরে সন্ধ্যার দিকে আবার বের হন, কেরানীগঞ্জে গিয়ে মরদেহ ফেলে আসেন তাঁরা। সেখান থেকে ফিরে শিমুর বোনকে সঙ্গে নিয়ে কলাবাগান থানায় নিখোঁজের জিডি করেন নোবেল।

তিন দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে নতুন তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর বলেন, 'নোবেলের বাল্যবন্ধু ফরহাদ ঢাকার একটি মেসে থাকেন। তাঁর তেমন উপার্জন নেই। কয়েক দিন পরপরই তিনি খুব সকালে নোবেলের বাসায় গিয়ে টাকা-পয়সা নিতেন। ঘটনার দিন গত রবিবার সকালেও তিনি নোবেলের রাজধানীর গ্রিনরোডের বাসায় যান। এক পর্যায়ে শিমুর সঙ্গে নোবেলের ঝগড়া হয়। তখন নোবেলের সঙ্গে ফরহাদও তাঁকে হত্যায় সহায়তা করেন। ওই সময় বাসার অন্য ঘরে নোবেল-শিমুর সন্তানরা ঘুমিয়ে ছিল। তারা তখন কিছু টের পায়নি বলে স্বজনরা জানিয়েছিল।'

কী নিয়ে নোবেল ও শিমুর মধ্যে পারিবারিক কলহ ছিল- এমন প্রশ্ন করা হলে পুলিশ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর তা এড়িয়ে বলেন, নোবেল ও ফরহাদ আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। এ বিষয়ে পুলিশ আরো বিস্তারিত তদন্ত করছে। এর আগে গত ১৭ জানুয়ারী সোমবার কেরানীগঞ্জ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে চিত্রনায়িকা শিমুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ওই দিন রাতে তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে নাম-পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। পরদিন কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় নোবেল ও তাঁর বন্ধু ফরহাদের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন শিমুর ভাই

# ইনস্টাগ্রামে ফিরলেন শাহরুখ



**বিনোদন ডেস্ক:** পুত্র আরিয়ান খান মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে নিজের ইনস্টাগ্রাম একাউন্টে নিষ্ক্রিয় ছিলেন 'কিং খান'। তার প্রায় চার মাস পর প্রথম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিলেন তিনি। শাহরুখ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন বিষয়ক একটি বাণিজ্যিক পোস্ট করেছেন।

পোস্টটিতে তিনি লিখেছেন, এমন জিনিস খুব কমই আমরা পাই, যেখানে শিল্প এবং প্রযুক্তি একসঙ্গে থাকে। বিজ্ঞাপনটিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে স্ত্রী গৌরি খানকেও দেখা গেছে। ভক্তরাও শাহরুখ খানকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরতে দেখে আনন্দিত। গত বছরের ৩ অক্টোবর মুম্বইতে একটি বিলাসবহুল ক্রুজের পার্টিতে অভিযান চালায় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানকে। পরে অবশ্য জামিনে ছাড়া পান তিনি।

# পুত্রসন্তানের মা হলেন চিত্রনায়িকা পপি

**বিনোদন ডেস্ক:** করোনাভাইরাসের কারণে দীর্ঘ সময় শুটিংয়ের বিরতি দিয়েছিলেন চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভিন পপি। তিনি নিজেও হয়েছিলেন আক্রান্ত। সুস্থ হয়ে উঠলেও ২০২১ সালের শুরু থেকেই মিডিয়া সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন জনপ্রিয় এ নায়িকা। তার এই অন্তর্ধানে নানা ধরনের গুঞ্জনের উদয় হয়। মিডিয়া পাড়ায় চাউর হয় বিয়ে করে সংসারি হয়েছেন পপি।



এর কিছু দিন পর শোনা যায়, মা হয়েছেন চিত্রনায়িকা পপি। তবে কন্যা নাকি পুত্রসন্তানের মা হয়েছেন তিনি, সে বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। পপি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে বেশ কিছু গণমাধ্যম।

কিন্তু পপির পারিবারিক ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে, পপি পুত্রসন্তানেরই মা হয়েছেন। আর সেই সন্তান জন্ম নিয়েছে গত নভেম্বর মাসে। পপির পরিবারের ঘনিষ্ঠ ওই ব্যক্তির দাবি, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে পপি কন্যাসন্তানের মা হয়েছেন বলে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয়। আমরা পারিবারিকভাবে জেনেছি, তিনি পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছেন। গত বছরের ১০ নভেম্বর ফুটফুটে একে ছেলের জন্ম দিয়েছেন পপি। পপির স্বামী পুরান ঢাকার একজন ব্যবসায়ী। একসময় তিনি মালয়েশিয়ায় ছিলেন।

এর আগে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক পরিচালক জানিয়েছিলেন, 'আমিও জেনেছি পপি মা হয়েছেন। বর্তমানে মা-ছেলে দুজনই ভালো আছেন। যতদূর জানি ডাক্তারের দেওয়া নির্ধারিত তারিখের আগেই সন্তান জন্ম দিয়েছেন তিনি।'

কিন্তু বিয়ে ও মা হওয়া নিয়ে গণমাধ্যমের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো বক্তব্যই দেননি পপি। তাই এই নীরবতা কবে ভাঙবে তা নিয়ে পপির ঘনিষ্ঠরা বলছেন অন্য কথা। তারা বলছেন সংসার জীবন আরেকটু গুছিয়ে নিয়ে সবাইকে সুখবরটি দেবেন এ চিত্রনায়িকা।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত 'কুলি' সিনেমার মাধ্যমে নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন পপি। প্রথম সিনেমাতেই বাজিমাত করেন তিনি। এর পর অসংখ্য দর্শকপ্রিয় ও সফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন এ নায়িকা।

# একটি নাটকে সুযোগ পেতে অনেক পরীক্ষা দিতে হতো -জাহানারা আহমেদ

**বিনোদন ডেস্ক:** সাদা কালো যুগের টেলিভিশনে আমজাদ হোসেনের ঈদের বিশেষ নাটক 'জব্বার আলী' নাটকের জবা-কুসুম, রোকন-দুলালের মায়ের কথা নিশ্চয়ই দর্শক ভোলেননি। এই নাটক সহ অসংখ্য কাজের মাধ্যমে প্রশংসা কুড়িয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী জাহানারা আহমেদ। তিনি এখন কেমন আছেন? বর্তমান কি করছেন? জাহানারা আহমেদ বলেন, ভালো আছি। তবে বয়স হয়েছে। চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। কিছুদিন আগে আমার বড় একটা অপারেশন হয়েছে। তাই ওয়াকার নিয়ে আমাকে চলাফেরা করতে হয়। দীর্ঘদিন পর্দায় দর্শক আপনাকে দেখতে পায় না? শেষ কবে অভিনয় করেছিলেন নাটকে? এ অভিনেত্রী বলেন, অনেক বছরই হলো! বিটিভিÕর ৪২ পর্বের 'লকেট' নাটকে অভিনয় করেছিলাম।



তারপর অভিনয় থেকে বিরতি। ইচ্ছা কি করে না অভিনয়ে ফিরতে? এ অভিনেত্রী বলেন, অবশ্যই করে। একজন শিল্পী আমৃত্যুই অভিনয় করে যেতে চান। কিন্তু মাঝে মাঝে শরীরে বিভিন্ন অসুখ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বার্ধক্যকে তো অস্বীকার করার জো নেই। আপনি প্রথম কবে কোন নাটকে অভিনয় করেছিলেন? জাহানারা ব‡লন, আমার অভিনয়ের হাতেখড়ি বেতার দিয়ে। পরবর্তীতে বিটিভিতে অডিশন দেই। সেই ৬৫ বছর আগের কথা। বিটিভির ইতিহাসের প্রথম ধারাবাহিক 'সকাল সন্ধ্যা' নাটকের ইতিহাসের সাক্ষী আপনি। ভাবতে কেমন লাগে? এই অভিনেত্রী বলেন, কি যে দুর্দান্ত সাহস প্রয়াত নাট্যকার মমতাজ হোসেন ও প্রয়াত বরকত উল্লাহর! ওই সময় ধারাবাহিক নাটকে এতো শিল্পীদের একত্রিত করা, সবার সিডিউল ম্যানেজ করা, স্ক্রিপ্ট তৈরি করা, ভাবতেই অবাক লাগে। এ নাটকের সবার কথা মনে পড়ছে। প্রয়াত রওশন জামিল আপা, পীযূষ,আফরোজা বানু, সাজিয়া আফরিন, শিপলু, রওশন আরা হোসেন, রিনাসহ অনেকের কথা মনে পড়ে গেল।

বিটিভি যখন ডিআইটি বিল্ডিংয়ে ছিল তখন থেকেই তো আপনি বিটিভিতে অভিনয় করতেন?

বর্ষীয়ান এই অভিনেত্রী জানালেন, তখন একটি নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পেতে অনেক পরীক্ষা দিতে হতো। কত রিহার্সেল করতে হতো। নাটকগুলোতে কিন্তু প্রাণ থাকতো। একেকটি নাটককে মনে হতো নিজের সন্তানের মতো। কত চেষ্টা আর ভালোবাসা থেকে তৈরি হতো ওইসব নাটক। অবজারভার পত্রিকার তৎকালীন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রয়াত ওবায়দুল হকের 'দুই দিগন্ত' নাটকে আমার হাতেখড়ি। আমি প্রখ্যাত সব অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে 'দুই দিগন্তে' অভিনয় করেছি।

আপনি তো অভিনেত্রীর বাইরে একজন নাট্যকার? আপনার রচিত কোনো নাটক বিটিভিতে প্রচার হয়েছে? এ অভিনেত্রী বলেন, অবশ্যই হয়েছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে বনমল্লিকা, সিরিয়াল নেকলেস সহ আরও নাটক।

বিটিভিতে যখন প্যাকেজ নাটক শুরু হলো তখন আমার রচিত 'চিরকুট' নাটক প্রচারিত হয়। ফেলে আসা সোনালী সময় আর ফিরে আসবে না। প্রযুক্তি আমাদের মেধা-মননকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। মানুষ চন্দ্রজয় করেছে কিন্তু ছোটবেলায় সেই ছড়া 'আয় আয় চাঁদ মামা' বিলীন হয়ে গিয়েছে রকেটের বিকট শব্দের

# উচ্ছ্বসিত পরীমনি

**বিনোদন ডেস্ক:** সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনি অভিনীত সিনেমা 'মুখোশ'। ইফতেখার শুভর পরিচালনায় পরীমনি ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন রোশান, মোশাররফ করিমসহ অনেকে। সেন্সর পাওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন পরিচালক ইফতেখার শুভ। সিনেমাটি মুক্তির কথা ছিল ২১ জানুয়ারী, কিন্তু করোনার কার‡ণ তা স্থগিত করা হয়। সেন্সর পাওয়া এবং মুক্তি নিয়ে শুভ বলেন, আনকাট সেন্সর পেয়েছে মুখোশ সিনেমাটি। দেশ ও দেশের বাইরে ওমিক্রন করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এলে সিনেপ্লেক্স/হলে মুক্তি পাবে। সেন্সরের খবর পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পরীমনিও। তিনি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লেখেন, আনকাট সেন্সর 'মুখোশ'।



কিছুদিন আগে পরিচালক জানিয়েছিলেন, পরিস্থিতি যদি বেশি খারাপ না হয় তাহলে ফেব্রুয়ারিতে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে মুক্তি দেবেন সিনেমাটি। এর আগে মুক্তি উপলক্ষে ও প্রচারণার অংশ হিসেবে ২রা জানুয়ারি এক আয়োজনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সিনেমাটির টাইটেল সং। ইফতেখার শুভর লেখা 'পেজ নাম্বার ৪৪' উপন্যাস অবলম্বনে মুখোশ সিনেমাটি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সরকারি অনুদানে নির্মিত। আর এর পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে কপ ক্রিয়েশন। সিনেমাটিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম, ইরেশ যাকের, প্রাণ রায়, রাশেদ মামুন অপু, ফারুক আহমেদ, তারিক স্বপন, ইলিনা শাম্মি, অলংকার চৌধুরী।

# ৫০তম পর্বে 'ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া'

নিউইয়র্কঃ গান, গল্প, কবিতা আর হার না মানা জানা অজানা জীবন যুদ্ধের সব কথা নিয়ে 'ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়াচ' স্বাক্ষাতকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান ৫০তম পর্বে অতিক্রম করলো। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সংগীত ও নৃত্য শিল্পী আলিয়া ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় ফিফটি উইথ আলিয়া'র ৫০ তম পর্বে পূর্তিতে শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানিয়েছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব পারফর্মিং আর্টস' (বিপা)'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও সংগীত শিল্পী সেলিমা আশরাফ, বাংলা একাডেমির কথা সাহিত্যিক মনি হায়দার, 'রকস্টার' খ্যাত প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পাপ্পু আহমেদ, আন্তর্জাতিক ভলিবলের রেফারি ক্রিড়াবীদ আনিস রহমান, বিশিষ্ট লেখক হুমায়ুন কবির, লেখক ও কবি রেহানা পারভিন, কবি তৈয়বা মনির, নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স স্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ স্টুয়েড, শিক্ষক মিস মরিসস্যা, মিস ক্যারল, মিস লুবনা, অনুষ্ঠানের নিয়মিত অতিথি কণ্ঠশিল্পী শারমিন পলি, জয়িতা চ্যাটার্জি (ভারত), রিংকি দে (ভারত), রুনা রায়, মিতুল ভট্টাচার্য্য, অনুষ্ঠানের টানা ৫০ তম পর্বের নিয়মিত দর্শক কামাল পাশাসহ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, লন্ডন, ভারত ও বাংলাদেশসহ অনুষ্ঠানের নিয়মিত অতিথি ও দর্শকগণ।



বিপা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সেলিমা আশরাফ বলেন, আলিয়া ফেরদৌসী নিউইয়র্কে কমিউনিটিতে একজন সাংস্কৃতি কর্মি, সংগীত শিল্পী এবং পাশাপাশি তার সঞ্চালনায় 'ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া' অনুষ্ঠানটি ভালোভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলিয়ার ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় একটি পর্বে অতিথি হয়ে এসেছিলাম। আমি যথেষ্ট ইতিবাচক। আলিয়া ভালোভাবেই অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা একাডেমীর সাহিত্যিক মনি হায়দার শুভেচ্ছা বানীতে বলেন, আলিয়া ফেরদৌসী এক অসামান্য মানুষ। শুন্যকে কিভাবে এক অসামান্য শুন্যতায় পরিনত করা যায়, এই শিল্পটা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

ক্রিড়া সংগঠক ও আন্তর্জাতিক ভবিবলের সাবেক রেফারি আনিস রহমান বলেন, প্রতি সপ্তাহে একজন করে নামি গুনী শিল্পীর অনলাইনে সংযোগ ঘটানো কম কথা নয়। আলিয়া তা করে যাচ্ছে নিয়মিতভাবে। আলিয়ার একটি বড় কারিশমা হচ্ছে সে গাইতে জানে, নাচতে জানে, সাজতে জানে, সাজাতে জানে। সর্বোপরি কয়েকটি বাংলা ভাষায় ওর উৎপত্তি রয়েছে। সঞ্চালক ও উপস্থাপক হিসেবে আলিয়ার জুড়ি নেই।

লেখক হুমায়ুন কবির বলেন, আলিয়া ফেরদৌসী এক অসামান্য দক্ষতার সাথে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন। একটি স্বাক্ষাতকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান যে কত প্রাণবন্ত হতে পারে আলিয়া ফেরদৌসী তার প্রকৃষ্ট প্রমান।

বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন দৌড়বীদ ও লেখক রেহানা পারভিন বলেন, মানুষের জীবন আসলে ভিষন ভাবে বিচিত্র। এই বিচিত্রতার ভিতর থেকে মানুষের জীবনের যেসব যুদ্ধগুলো আছে। সেই যুদ্ধ গুলো নিয়ে আমরা কখনো ভাবিনি। সুদুর আমেরিকায় বসে আলিয়া ফেরদৌসী সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করছে।

'রকস্টার' খ্যাত শিল্পী পাপ্পু আহমেদ বলেন, আমি এটিভি এবং ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়ার নিয়মিত অতিথি। অনুষ্ঠান-টির সাফল্য কামনা করছি।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আলিয়া ফেরদৌসী বলেন, এক বছর আগে আনলাইন নিউজ আওয়াজ বিডিতে "ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া" অনুষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আওয়াজ বিডি'র সম্পাদক শাহ আহমেদ সাজ'কে। সাংবাদিক এস এম সোলায়মান, শাহ আহমেদ এবং আমি। ৩ জনের টিম ওয়ার্কেই শুরু হয়েছে ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রিয় অতিথিদের। আমাকে ভালোবেসে যারা মূল্যবান সময় দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা আমার নিয়মিত দর্শকদের। দর্শক ছাড়া যেকোন অনুষ্ঠান মূল্যহীন। শুধুমাত্র ছুটির দিনে সাপ্তাহিক একটি অনুষ্ঠান এতগুলো প্রানকে নাড়া দিয়েছে। এটা বিশ্বাস করতেই চোখ ভিজে আসে।

আলিয়া ফেরদৌসী বলেন, আমি একজন শ্রমিক শিল্পী ও শিক্ষক। নিয়মিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনার কোন পরিকল্পনা ছিলো না। শখের বশে শুরু করেছিলাম। আজ ৫০ তম পর্ব অতিক্রম করেছে। দর্শকদের ভালোবাসাই আমাকে ৫০ পর্বের উৎসাহ যুগিয়েছে।

তিনি বলেন, 'ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া' অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, ভারত ও বাংলাদেশের গুনী মানুষদের সাথে সংযোগ ঘটিয়েছে। অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নেয়ার জন্য এটিভিকে ধন্যবাদ জানাই। সকলের সহযোগিতায় আরো এগিয়ে যাবে ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।










## বিমল গুহ-এর কবিতা

### লিখে রাখো হে পৃথিবী

হে পৃথিবী লিখে রাখো প্রামাণ্য অক্ষরে
তোমার অযোনি-বুকে চিরস্থায়ী করে
এইখানে একদিন মানুষের বসবাস ছিলো
লিখে রাখো এইখানে ছিলো বাতিঘর
বৎসরান্তে এইখানে সামুদ্রিক ঝড়
দুকূল ভাসিয়ে নিতো মানুষের বুকটান থেকে;
লিখে রাখো হে পৃথিবী, সন্ত্রস্ত্র না-হয় যেন কেউ
মানুষের ক্লেশকষ্ট দেখে!

লিখে রাখো পূবাকাশ তালপাতা, লিখো হে পৃথিবী-
সবুজ পাতার নাভিমূলে জন্ম নেয় বস্তুপিন্ড, মাটি
মাটির ভেতরে উঁইঢিবি।
আমি তো দেখেছি মুখ, বস্তুবিশ্ব, ত্রস্ত্র লাভাস্রোতও
উর্ধ্বগামী দ্রুত বেগবান; কোভিড-আক্রান্ত রোগী ওতপ্রোত
শুয়ে আছে ঘরে । তবুও আশায় বাঁচে অবসন্ন আমার নিখিল।
লিখে রাখো আলোবর্ষ- এখানে আকাশ গাঢ়নীল
এইখানে মধ্যাহ্নে নুয়ে পড়ে বিস্তৃত গিরিখাদ জুড়ে,
লিখে রাখো- এইখানে একদিন জন্মেছিল সবুজাভ ঘাস:
এইখানে চন্দ্রালোকে হেসে উঠতো তারাদের ঘর
দেখো- দেখো হে পৃথিবী, তোমার আকাশভরা
মেঘের আস্তিনে ভেসে ওঠে প্রামাণ্য অক্ষর!

## প্রতিপক্ষ

যে কবিতা লিখতে চাই আজ
আকাশে আকাশে সেই শব্দগুলি পলায়নপর:
দেখি-ভরা বরষায় কালোমেঘ হয়ে ভাসে দূরে ভিনপথে
অঝোর ধারায় অকস্মাৎ বৃষ্টি হয়ে ঝরে দুর্বাঘাসে!
-আমি চাই প্রতিটি শব্দ থেকে জন্ম নিক রোদের বর্ণালী
বহ্নিমান নক্ষত্রের আলো!

যে কবিতা লিখতে চাই আজ-
সেই প্রিয় শব্দগুলি অভিধানে মুখ গুঁজে আছে ;
দেখি শব্দের প্রকৃত অর্থ বদলে নিয়ে শব্দগুলি ডিগবাজি খায়!
-আমি চাই ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রান্তরের ভাষা হয়ে
উচ্চারিত হোক সবখানে!

যে কবিতা লিখতে চাই আজ-
পরিচিত সেই শব্দ ভিন্ন হাওয়ায় দোল খায় আমার সম্মুখে;
কিছু শব্দ ভুল পথে কী দিব্যি পালিয়ে বেড়ায়
সমাজ-সংস্কৃতির মুখে দুস্থ ছায়া ফেলে মুখ ভার হয়ে বসে থাকে!
-আমি চাই লোকগান, জারি সারি, মহুয়া-মলুয়া পালা
নিত্যদিন বাতাসের কানে কানে উচ্চারিত হোক!
আমার শব্দাবলি আজ আমার বিরুদ্ধে মুখর
আমার শব্দাবলি আমার তফাতে গিয়ে ভিন সুরে বাজে
আমার শব্দাবলি আমার কি প্রতিপক্ষ আজ

## ঈর্ষার হাত ছুঁতে পারে না গোলাপ

### শাহীন ইবনে দিলওয়ার

ঈর্ষার হাত ছুঁতে পারে না গোলাপ
ঝরা পাপড়ি সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকে মাটিতে।

অযত্নে বিবর্ণ হয় পাতা বৃন্ত সমূহ গোলাপ
নির্বাক হয়ে দেখে অকৃতীর আস্ফালন
গোলাপের শিকড় উপড়ে ফেলা।

এদের আয়ুর তরী দিকবিদিক শূন্য
ছুটে যাবে অনন্তকালের ঘূর্ণিতে।

গোলাপ নয় আগুন ছুঁয়ে পরিতৃপ্তি যার
আকণ্ঠ দ্রাক্ষারসে পোড়ানো আরকে
বিভোর সময় মুহূর্তে কেটে যাবে।

কেঁদো না গোলাপ তোমার সুরভী চিরকালীন
তুমি ঝরে পড়ে মাটিকে সুরভিত করো
তুমি পথিকের দৃষ্টিতে দূরযাত্রায় অমোঘ শক্তি।

## সাপলুডু

### রেজা শামীম

সাপলুডু খেলায় কেউ কেউ নিতান্তই অপটু
কেউ কেউ কোনোভাবেই পারে না পৌঁছাতে একশো'তে
সঙ্গীরা যখন সর্পিল সাপের মুখ ফাঁকি দিয়ে
মই বেয়ে উপরে ওঠে, দীর্ঘ পায়ে এগিয়ে যায় সমুখে
কারো কারো তখনও দেরি হয়ে যায় ঘর থেকে বেরোতে।

ধীর পায়ে যেতে যেতে কোন কোন বেভুল
আনমনে মই বেয়ে নেমে আসে নীচে
ক্ষতির খতিয়ান কে রাখে!
পরিচিত পথ ফিরে পেলে বরং খানিক স্বস্তি কি বাড়ে।

সাপের লেজে পাড়া দিয়ে অসাবধানে
কেউ কেউ পড়ে যায় ভীষণ বিপদে
হিস হিস করে জেগে ওঠে নিদ্রিত সাপ
তার লকলকে জিভ লেজের কাছে নামিয়ে এনে
আমূল বিষ ঢেলে দেয় সেইসব পরাজিত শরীরে।

সবাই সাপলুডু খেলে
কেউ কেউ কোনোদিনই পারে না পৌঁছাতে একশো'তে।

## জীবনের ধারাপাত

### মোখলেসুর রহমান

এবং ঝরে যাওয়া হলুদ পাতায় প্রেমাসিক্ত সৌরভে
হেমন্তপ্রেম জমা থাকে ভাব সজীব নৈসর্গিক জমিনে।
হলুদ পাতারা খসে পড়ে শহর জনপদ জুড়ে
যেন হলুদ পাতা খসে পড়ার উৎসবে।
তাই জীবনের ইতিকথায় ফিরে এসো
দেখো চেয়ে নৈসর্গিক রূপের আলোকে
প্রত্যাবর্তনেই আছে নতুন জীবনের মিতালি,
নৈসর্গিক হাওয়ায় নতুন দিনের মৌ মৌ গন্ধ।
হেমন্ত খেলা করে নৈসর্গিক জীবনের হেমন্তে,
সৃষ্টির প্রেম জমা থাকে প্রাকৃতিক হেমন্তে।

হেমন্তের ফুলে জমে আছে যে ভালোবাসা
হেমন্তের হৈমন্তিক পাঁজরে যে লাল হলুদ
হেমন্তের রূপে যে জলের স্রোত বয়ে যায়
এখানেই দেখো প্রাণের আখ্যানে জীবনের ধারাপাত।

সৃষ্টি তত্ত্বে হৃদয়-মনে রাখো প্রশংসার স্তুতিগান
বিলাও প্রেমের ধারা অপরূপে সাজাও শ্রেষ্ট পংক্তিমালা।

## কুয়াশাভাত

### হাসান ইমতিয়াজ

শীতকাল বুকের জমিন
একটা ধানগাছ
তরতর করে বেড়ে ওঠছে
আর তাতে ফুটছে কুয়াশাফুল

তাকে ছুঁয়ে দাও
ছুঁয়ে দিলেই সাদা দুধের মতো
দানা বাধতে বাধতে সে হবে ভাত

শীতকাল বুকের জমিন
পানি ছাড়াই এইখানে আবাদ
দিয়েছি উর্বরা প্রেম
তুমি ফুটে থাকো সুগন্ধীফুল।

## ক্যাম্প সেভেন

### জেবুন্নেছা জ্যোৎস্না

দু:স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে পাস্তরিত অন্ধকারে
দেয়াল হাতড়িয়ে ফের আবার জেগে উঠি।
কিলবিল বিষবৃক্ষ যেন অজস্র যন্ত্রণায়
বাহুতে লটকানো সারি সারি মৃত প্রজাপতি!

আগন্তুকের ফ্যাকাশে মুখে অব্যক্ত পংক্তি
খলবলিয়ে যায় খুলে সেলাইকৃত ঠোঁট।
কোটর থেকে বেরিয়ে চুপিচুপি কাহুকে
বলে চোখ, 'ওহে, শুনেছো কি খবর?
হকার দিয়েছে ডাক নিলামে স্বদেশ
ভেন্যু : ক্যাম্প-সেভেন, গুয়ানতানামো বে'র!

জলের আগুনে জ্বলছে মানুষ, পায়ে ডান্ডা বেড়ি,
মানব রোস্টে তিমির ভোজ, স্বজনের আহাজারী!
বৈশ্বিক দারিদ্রতায় , দু-ডলার মাথাপিছু আয়ে
জন্মায় অসময়ে ভবিষ্যতের অপুষ্ট শিশু;
বাড়ে স্টক যুদ্ধ বিমানে, পারমাণবিক গোলায়
কে হবে পৃথিবীর কারিগর? মৌনতায় শুদ্ধ যীশু!

# র‍্যাব তৈরি করেছে আমেরিকান ও বৃটিশরা



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আমাদের র‍্যাব কাজেকর্মে অত্যন্ত দক্ষ। তারা খুব ইফেক্টিভ, ভেরী ইফেশিয়ান্ট এবং তারা করাপ্ট নয়। এজন্যই তারা জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাসী কর্মকা- র‍্যাবের কারণেই কমে গেছে। হলি আর্টিজানের পর গত কয়েক বছরে আর কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতা হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে র‍্যাবের কারণে। ইউএস স্ট্যাট ডিপার্টমেন্টও সেটা স্বীকার করেছে।

মন্ত্রী বলেন, দুটো ক্ষেত্রে র‍্যাব অন্যায় করেছিল। সেগুলোর জুডিশিয়াল প্রসেসে বিচার হয়েছে। ওদের শাস্তি হয়েছে।

তিনি বলেন, এই র‍্যাব তৈরি করেছে আমেরিকান ও বৃটিশরা। দ্যা হ্যাব বিন ট্রেইন বাই ইউএসএ। ইউএসএ তাদের শিখিয়েছে তাদের রুলস অ্যান্ড এনগেজমেন্ট। কীভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, হাউ টু ইন্টারগেশন। এগুলো সবকিছু শিখিয়েছে আমেরিকা। তাদের রুলসে যদি কোনো কিছু দুর্বলতা থাকে, কোনো উইকনেস থাকে, এই রুলস অব এনগেজমেন্টে যদি কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়, অবশ্যই সেখানে নতুন করে ট্রেনিং হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর হঠাৎ করে এই যে স্যাংশনগুলো দেয়া হয়েছে সেটা কিন্তু খুব জাস্টিফাইজ না। ওরা আমাদের বলেছে, গত ১০ বছরে বাংলাদেশে ৬শ' লোক মিসিং হয়েছে। আমেরিকাতে প্রতিবছর একলক্ষ মিসিং হয়। ওর দায়দায়িত্ব কে নেবে? আমাদের দেশে মিসিং যারা হয় পরবর্তীতে দেখা যায় আবার সে বের হয়ে আসে। একটা কেইস বলি এই এলাকারই। হারিস চৌধুরী। আজকে আমরা কয়েকবছর ধরে জানি তিনি মিসিং। এখন দেখুন উনি দেশেই ছিলেন। মৌলভী সেজে গেছিলেন। তাবলীগ- টাবলীগ করতেন। সেদিন গত বছরের সেপ্টেম্বরে উনার ওফাত হয়েছে। এ ধরনের অনেক কাহিনী আমরা শুনি। হঠাৎ হঠাৎ করে বের হয়। আরেকজন নামকরা লোক মিসিং হলো। আরেকজন মিলন সাহেব নাকি কি যেন নাম। উনি মিসিং হয়ে পরে আসামে পাওয়া গেল। দিস ইজ ভেরী স্যাড। এসব তথ্য যাচাই-বাচাই না করে বড় বড় বিদেশি লোক যারা না জেনে অভিযোগ করেছেন আমরা তাদেরকে বলি বাংলাদেশে আসেন দেখেন কথা বলেন সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করেন পরে ব্যবস্থা নেন।

র‍্যাবের উপর আমেরিকার এই নিষেধাজ্ঞা দুঃখজনক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমেরিকা একতরফা তথ্য পেয়েছে আমরা বিষয়টি তাদেরকে জানাবো।

আমেরিকায় লবিস্ট নিয়োগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমেরিকায় লবিস্ট নিয়োগ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমাদের দেশে কেনো কাজ করাতে গেলে তদবির করাতে হয়। এই যে এমপি সাহেব আছেন, জনপ্রতিনিধিরা আছেন। উনারা সবসময়ই তদবির করেন। আপনার এইখানে যদি বাঁধ নির্মাণ করতে হয়। তখন তদবির করতে হয়। আমেরিকায় তদবিরের নাম তারা বলে লবিস্ট। সরকারের সঙ্গে যারা দেন-দরবার করে, তদবির করে তাদের বলে লবিস্ট। লবিস্ট একাধিক ধরনের। কেউ যদি লবিস্ট নিয়োগ করে থাকে সেটাতো আইনসিদ্ধ। তবে প্রশ্ন উঠেছে আপনি বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করেছেন। আপনি টাকাটা কোত্থেকে দিবেন। কীভাবে দেবেন। তার যদি একটা হিসাব ঠিকমতো দেন। তাইলে সব ঠিক।

জেডআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাজ্য প্রবাসী জি-ল্লুর হোসাইনের আমন্ত্রণে গতকাল বিকালে দিরাই উপজেলার জগদল ইউনিয়নের ছয়হারা নগদীপুর ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসা, সৈয়দ মনোহর আলী আটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, শিরিলব চৌধুরী চাইল্ড কিন্ডারগার্টেন পরিদর্শনে এসে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে ইংল্যান্ডের ব্যবসা, পর্যটন ও বন্দরমন্ত্রী বিজয় দারিয়ানানি, বৃটিশ এমপি পল ব্রিস্ট্রো, সামান্তা কোহেন, টম হান্ট, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামীমা শাহরিয়ার, সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এনামুল কবীর ইমন, দিরাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদুর রহমান মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু সুফিয়ান, ওসি আজিজুর রহমান, জগদল ইউপি চেয়ারম্যান শিবলী আহমেদ বেগ, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হুমায়ুন রশীদ লাভলু উপস্থিত ছিলেন।

# কাঁচের মতো স্বচ্ছ



# ফোন আনছে নকিয়া

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** কাঁচের মতো স্বচ্ছ স্মার্টফোন আনছে এইচএমডি গ্লোবালের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। মডেল নকিয়া ভিটেক। বেশ কয়েক বছর ধরেই নকিয়া নতুন এই ফোন নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। কাঁচের মতো স্বচ্ছ ডিজাইনে এটি তৈরি করা হচ্ছে। শিগগিরই ডিভাইসটি বাজারে আসার কথা রয়েছে।

অত্যাধুনিক ডিজাইনের এই ফোনে থাকছে ১২ জিবি র‍্যাম। এতে ১০৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা থাকছে। ব্যাকআপের জন্য থাকবে ৬৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের শক্তিশালী ব্যাটারি। নকিয়ার ফ্লাগশিপ এই স্মার্টফোনের ডিসপ্লে হবে ৬.৯ ইঞ্চি ওলিড। এতে ৪কে রেজুলেশন পাওয়া যাবে। মেটাল ফ্রেম ন্যারো বেজেলে ডিসপ্লে ডিজাইন করা হয়েছে।

ছবি তোলার জন্য ফোনটিতে রয়েছে ১০৮ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি লেন্স। সঙ্গে আছে ১৬ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS
35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ খ্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

# এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

## একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

**একাউন্টিং**

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

**ইমিগ্রেশন**

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

**SNS Authorized *IRS e file* Provider**

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

**যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম**

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

## দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

# Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

**Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC**

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



**ডাঃ আতাউল ওসমানি**
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

**ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার**
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

| Brooklyn | Jackson Heights |
|---|---|
| 20 Arlington Place<br>(Across the Fulton St.)<br>(Betw. Bedford & Nostrand Ave)<br>Brooklyn, NY 11216<br>Tel: 718-363-0100<br>Fax: 718-636-0112 | 70-17 37th Avenue<br>(Betw. 70 & 71st Street)<br>East Side of BQ Express Way<br>Jackson Heights, NY 11372<br>Tel: 718-363-0100<br>Fax: 718-636-0112 |

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

## ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

**সামার ক্লাস**
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

**Al-Mansoor Cultural Center**
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

# ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

# কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ








সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

# সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

## সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-505-8670 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তার কার্টুনের বিষয়বস্তু হয়েছিল

**পবিত্র সরকার**

মৃত্যুর এক মহামিছিল চলছে, কে কখন হঠাৎ চলতে চলতে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বলা দুষ্কর। তবু এক দীর্ঘ ও মূল্যবান সৃষ্টিজীবন পার হয়ে, শতাব্দীছোঁয়ার মাত্র দুই বছর আগে প্রয়াত হলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের এক অসামান্য স্রষ্টা, যিনি নিজেকে গ্রন্থচিত্রী বলার চেয়ে 'শিশুসাহিত্যিক' বলতে বেশি পছন্দ করতেন। তার ওই পছন্দের সঙ্গে আমরা শতকরা দুশ ভাগ একমত। তিনি আসলে কী ছিলেন আর কী ছিলেন না, তা আমরা এখানে একটু সন্ধান করব। আমার মনে আছে, ছেলেবেলায়, মানে পূর্ববাংলার গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পশ্চিম বাংলায় আমাদের ১৯৪৭-৫৪-এর ছেলেবেলায়, দেব সাহিত্য কুটিরের বইগুলো-নানা ধরনের রহস্য-রোমাঞ্চ (যেমন, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'রাত্রির যাত্রী' বা বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়া কালো কালো'), বা 'রাঙারাখী'র মতো পূজাবার্ষিকী যখন আমরা কিনতাম বা বন্ধুদের কাছে চেয়েচিন্তে পড়তাম, তখন নারায়ণ দেবনাথ সেসবের শিল্পী হিসাবে আসেননি। সেখানে শিল্পী ছিলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী, সমর দে, বলাইবন্ধু রায়, ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ শরৎ সাহিত্য ভবন বা আশুতোষ লাইব্রেরীর সঙ্গে হয়তো বেশি যুক্ত ছিলেন।

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি করার কারণ আছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ যখন নারায়ণ দেবনাথ দেব সাহিত্য কুটিরের প্রকাশনায় কাজ করতে শুরু করলেন, তখন তিনি যেন আখ্যানচিত্রণে খানিকটা প্রতুলবাবুকে অনুসরণ করতেন, এমনকি ছবির নিচের কোনায় সইও করতেন দু-লাইনে, উপরে নারায়ণ, নিচে দেবনাথ, আর প্রতুলবাবুর মতোই ডানদিকে দুটি স্ল্যাশ বা হেলনচিহ্ন দিয়ে। তখন তিনি গল্পের ছবিতে যেমন হয়-বাস্তবধর্মী ছবিই আঁকতেন, আর্ট কলেজে যা বাণিজ্যিক শিল্প বা কমার্শিয়াল আর্ট বিষয়ে পড়ানো হয়।

হ্যাঁ, তিনি পড়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। পূর্ববঙ্গের পুরোনো ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এই সন্তানের পরিবার অনেক আগেই হাওড়ার শিবপুরে এসে পৌঁছেছিল। সেখানেই ১৯২৫ সালে নারায়ণের জন্ম হয়। পরে শিবপুর পাড়ার শৈশব-কৈশোর তার 'হাঁদাভোঁদা', 'নন্টেফন্টে'দের সৃষ্টির পেছনে একটা বড় ভূমিকা নেয়। সোনা-রুপার পৈতৃক ব্যবসা ছিল, তাতে অলংকারের নানা ডিজাইনে দেখার এবং তাতে দাগা বুলোনোর সুযোগ ছিল নারায়ণের। তাই নারায়ণ অন্য ছেলেদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন এইখানে যে, তার ছবি আঁকতে পাগলের মতো ভালো লাগত এবং শিল্পী হওয়ার জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু যুদ্ধের অশান্তির মধ্যে কলেজের পরীক্ষা আর প্রথাগত ডিগ্রি লাভ তার হয়নি।

তবু তার নিজের যা শেখার তা তিনি শিখেছিলেন এবং তা নিয়েই তখনকার দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গাপীড়িত কলকাতায়-যেখানে যে কোনো জীবিকা ছিল দুর্লভ-অন্ন সংস্থানের প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন কয়েক বছর। কখনো প্রসাধনের লোগো বা মাস্টহেড এঁকে, কখনো বাংলা সিনেমার গল্প ও গান নিয়ে তখন যে ছোট বই বের হতো, তার ছবি এঁকে। একে কোনো জীবিকা বলা চলে না।

জীবিকার মতো একটা কিছু শুরু হলো, যখন ১৯৫০ নাগাদ তিনি দেব সাহিত্য কুটিরের (তখন 'কুটীর' বানান) পরিচালক সুবোধচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেখানে তিনি কাজ শুরু করলেন 'ইলাস্ট্রেটর' হিসাবে।

সেখানে নারায়ণ দেবনাথ 'নারায়ণ দেবনাথ' হয়ে ওঠেননি প্রথমে। কারণ, ওই যে বলেছি, আখ্যান নির্মাণে তার ভূমিকা তো গৌণ, তিনি গল্পকে দৃশ্যমান করেন মাত্র, আসল রচয়িতা তো লেখক। তাতেও যে তার কুশলতা যথেষ্ট ছিল, তা দেব সাহিত্য কুটিরের কয়েক বের হতে লাগল।

আবার এরই মধ্যে এসে গেল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, যাতে বাঙালীর মনের মধ্যে এক বীর-উত্তম বা সুপার হিরোর কল্পনা অনুকূল বাতাস পেল, তৈরি হলো 'বাঁটুল দি গ্রেট'। কুস্তিগিরের মতো পোশাক পরা অতিকায় বক্ষদেশ ও উলটানো পিরামিডের মতো শরীরের বাঁটুল, যার গায়ে লেগে মেশিনগানের গুলি ছিটকে যায়, আর যে একাই একাধিক প্যাটন ট্যাঙ্ক রুখে দিতে, ধ্বংস বা অকেজো করে দিতে পারে। তার শক্তি আর বুদ্ধিমত্তার সীমা নেই।

তার জন্য নারায়ণবাবু যাকে সম্ভব বলে তার দেওয়ালকে ভেঙে মাঠ করে দিয়েছেন। 'হ্যারি পটার' তবু জাদুর ক্ষমতায় জেতে, কিন্তু 'বাঁটুল' জেতে নিজের শক্তিতে।

**বরং কাফি খাঁ বা পিসিএল (প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী)-এর নেতাজির জীবন নিয়ে একটি চিত্রপুস্তকের কথা আমাদের মনে পড়ছে, যার রচনা আর চিত্রায়ণ কাফি খাঁ একাই করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে বিদেশ থেকে নেওয়া চিত্রের ফ্রেম সাজিয়ে গল্প বলার একটি ঐতিহ্য বাংলা সংবাদ-সাময়িকীপত্রে আগেও ছিল।**

প্রজন্মের পাঠকরা উচ্চৈঃস্বরে বলবে, যার মধ্যে আমাদের প্রজন্মও আছে।

সেই সুযোগ এলো ১৯৬২ সালে। দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার সুবোধ মজুমদারের ভাই ক্ষীরোদ মজুমদারের পরামর্শে শুরু হলো বিদেশি পত্রিকার ধরনে কার্টুন ধারাবাহিক, 'হাঁদা ভোঁদার জয়' নামে। এই এক সিরিয়ালেই বাজি জিতে গেলেন নারায়ণ, তা বিপুলভাবে জনপ্রিয় হলো। শুধু কিশোর পাঠকদের কাছে নয়, তাদের অভিভাবকদের কাছেও। এর আগে 'শুকতারা' বড়রা পড়তেন, কিন্তু নারায়ণবাবুর এই নতুন উদ্যোগে তার বয়স-অতিক্রমী গ্রহণযোগ্যতা যেন অনেক বেড়ে গেল। পিসেমশায়ের আশ্রিত দুটি বালক, তাদের পরস্পরের দুষ্টুমির প্রতিযোগিতা এবং সব মিলিয়ে নানা কিম্ভূত ভজুলকান্ড-নারায়ণের অসাধারণ উর্বর মস্তিষ্ক থেকে অবিশ্রান্ত ধারায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও বাঁটুলের কৃতিত্বের শোভাযাত্রা চলে এবং স্রষ্টার মৃত্যুতে তা শেষ হলো বলা যায়। এখানেই নারায়ণ একেবারে নিজেই স্রষ্টা, কিংবদন্তি হয়ে ওঠা এক স্রষ্টা। তার ভূমিকা কোনো গল্পলেখকের চিত্রানুসারী হিসাবে নয়। হয়তো প্রাথমিকভাবে কিছু বিদেশি কার্টুন সিরিজকে তিনি আদল হিসাবে নিয়েছিলেন, যেমন জার্মান বশ্-এর Max and Monty, যার ইংরজি সংস্করণও বেরিয়েছিল, কিংবা হার্জ-এর Quick and Flupke, কিন্তু নারায়ণ ওই আদলগুলোকে বহুদূর পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন এবং বাঙালীর মনে এক কার্টুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন।

আমাদের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে তার 'রবিছবি' বা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষের উদ্যোগে তার 'রাজার রাজা' চিত্রকথাগুলোর কথা মনে আছে। বা ১৯৬৪-র 'শুক্তি মুক্তি'। কিন্তু সেগুলোও অন্যের লেখা, স্বনামধন্য 'মৌমাছি' ওরফে বিমল ঘোষের কাহিনি।

বরং কাফি খাঁ বা পিসিএল (প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী)-এর নেতাজির জীবন নিয়ে একটি চিত্রপুস্তকের কথা আমাদের মনে পড়ছে, যার রচনা আর চিত্রায়ণ কাফি খাঁ একাই করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে বিদেশ থেকে নেওয়া চিত্রের ফ্রেম সাজিয়ে গল্প বলার একটি ঐতিহ্য বাংলা সংবাদ-সাময়িকীপত্রে আগেও ছিল।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাপ্তাহিক আনন্দমেলার পাতায় মৌমাছির গল্পের সঙ্গে ধীরেন বলের চিত্র থাকত, 'যুগান্তরে' (পশ্চিম বাংলার বিলুপ্ত সংবাদপত্র) হরেন ঘটকের ছড়ার সঙ্গে থাকত কাফি খাঁর কার্টুন। কিন্তু কাফি খাঁ ছাড়া একাধারে গল্পকার ও তার কার্টুনবদ্ধ রূপদাতা নারায়ণবাবুর মতো আর খুব বেশি ছিলেন না।

জানি না, কার্টুন তার ভেতরকার সমর্থ চিত্রশিল্পীটিকে আড়ালে নিয়ে ফেলেছে কি না। ফেললেও এ তার নিজের নির্বাচিত প্রকাশ, তিনি যেন কার্টুনকেই স্বক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এখানে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনই বাঙালি পাঠকও তার প্রাণঢালা অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দিয়েছে, আখ্যান আর চিত্রকলার একক যুগলবন্দি-স্বরূপ নারায়ণ দেবনাথের প্রতি।

কার্টুনে তার শৈলীরও পরিবর্তন হয়েছে, যেমন হওয়ার কথা। আগেকার ত্রিমাত্রিকতাভিত্তিক বাস্তবসম্মত ছবির বদলে কার্টুনে মানবশরীরগুলোর বিকৃতি বা অতিরঞ্জন যেমন এসেছে, তেমনই সেগুলো রেখাপ্রধান দ্বিমাত্রিকতাকে মূলত আশ্রয় করেছে। তাতে কখনো হালকা বা গাঢ় লাল রং যোগ করেছেন লেখক। কিন্তু তিনি তো এখানে শুধু চিত্রকর নন, তিনি লেখকও বটে। এবং এক অনন্তভাবে সৃষ্টিশীল লেখক।

ক্রমে দেব সাহিত্য কুটিরের সঙ্গে থেকেও স্বাধীন স্রষ্টার মতো তিনি পত্র ভারতীর 'কিশোর ভারতী' মাসিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সেখানেও তার কার্টুন-কথা 'নন্টে-ফন্টে' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির স্মৃতিমেদুর হোস্টেল জীবন, তার সুপারিনটেনডেন্ট, নঁষষু চরিত্র কেল্টুদা-সব মিলিয়ে মহা জমজমাট আখ্যান। প্রতিটি চরিত্রের অমোঘ সংলাপ, আর ধ্বন্যাত্মক শব্দের কী মৌলিক উদ্ভাবন! আর নতুন নতুন প্লটের, প্লটের মধ্যে ঘটনার কী অনর্গল, অফুরন্ত, অনিঃশেষ এক প্রবাহ, কী অভিনব কল্পনা!

নারায়ণ দেবনাথ আসন্ন মৃত্যুভয়ের কানাকড়ি মূল্য না দিয়ে হাস-পাতালের শয্যায় বসে ছবি এঁকেছেন, আজই এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে শুনলাম খবরটা। এখানে তিনি সব শিল্পী বা স্রষ্টার বেঁচে থাকার আর সৃষ্টি করার এক মডেল হয়ে ওঠেন, শ্রদ্ধায় তার প্রতি আমাদের মাথা নুয়ে আসে।

*লেখক: খ্যাতনামা ভারতীয় লেখক; সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা*


বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



*Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package*



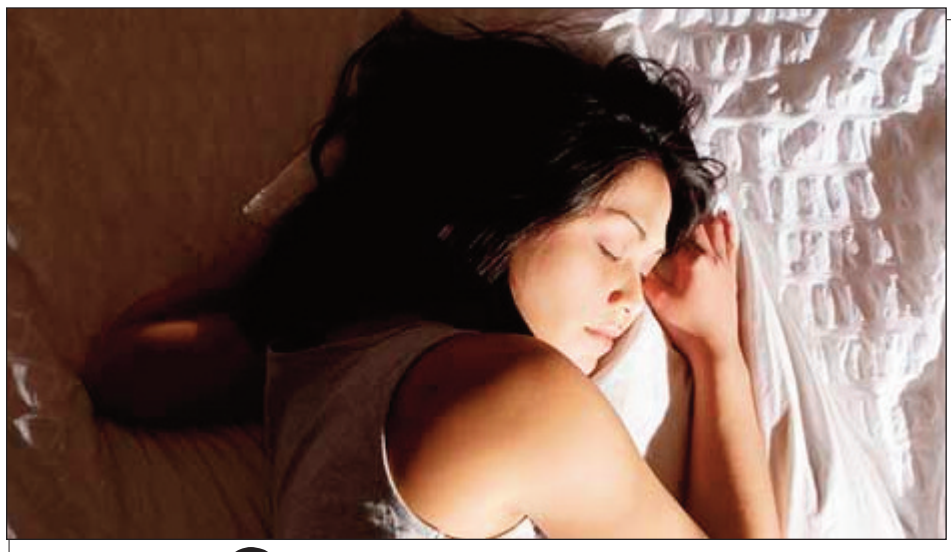
WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
*Managing Director*

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com



# গভীর ঘুমেও আমাদের মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আমরা যখন ঘুমাই, তখনো মস্তিষ্ক কাজ করে যায় আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে। ঘুমের মধ্যে আমাদের হৃদকম্পন ও নিঃশ্বাস ঠিক আছে কিনা মস্তিষ্ক তা নিশ্চিত করে। এমনকি এ সময় আমাদের স্মৃতিগুলোকেও ঠিকঠাক মতো জমা করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে মস্তিষ্ক। এসব তথ্য যদিও আগে থেকেই জানা আমাদের। তবে এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, মস্তিষ্ক ঘুমের মধ্যে মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও সচেষ্ট থাকে। আশেপাশে কোনো অপরিচিত বিপদ এগিয়ে আসছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে আমাদের মস্তিষ্ক।

এ নিয়ে সালজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী ম্যানুয়েল স্ক্যাবাস বলেন, রাতের বেলা যখন ঘুমের মধ্যে আশেপাশে কোনো অপরিচিত শব্দ হয় তখন মানুষের মস্তিষ্ক একটি বিপদ সংকেত সৃষ্টি করে। ১৭ স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে এই বিপদ সংকেত বা এলার্মের বিষয়টি দেখতে পেয়েছেন স্ক্যাবাস ও তার সহকর্মীরা। নতুন পরিবেশে ঘুমানোর সময় স্বেচ্ছাসেবীদের মস্তিষ্কে কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা দেখতে তাদের পলিসমনোগ্রাফি করা হয়। এতে তাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গ, অক্সিজেনের মাত্রা, হৃদকম্পন ও নিশ্বাসের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরীক্ষার অংশ হিসেবে ঘুমের পর তাদের পাশ থেকে দুটি নাম ধরে ডাকা হয়। একটি তাদের নিজেদের নাম, অপরটি অপরিচিত নাম। আবার এই নামগুলো ধরে ডেকেছে একজন পরিচিত ও একজন অপরিচিত মানুষ।

পরীক্ষায় দেখা যায়, যাদের পাশে অপরিচিত কণ্ঠস্বরের নাম বলা হয় তাদের মস্তিষ্কের কে-কমপ্লেক্সে তরঙ্গ বেশি প্রবাহিত হচ্ছে। এই তরঙ্গ প্রবাহই নির্ধারণ করে যে আমাদের ঘুমিয়ে থাকা উচিত নাকি জেগে ওঠা উচিত। এটিই নির্ধারণ করে, কোন শব্দগুলো প্রাসঙ্গিক আর কোন শব্দগুলো গুরুতর নয়। আগের গবেষণা থেকেই আমরা জানি যে, ঘুমের মধ্যেও আমাদের মস্তিষ্ক জাগ্রত থাকে। এ সময় মস্তিষ্ক একটি 'সেন্টিনেল মুড' চালু করে আশেপাশের পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। ধারণা করা হচ্ছে, মানুষের কেনো নতুন পরিবেশে ঘুমাতে বেগ পেতে হয় তার ব্যাখ্যা উদ্ধারে সহায়তা করবে এই গবেষণা। কারণ আমাদের মস্তিষ্ককে কিছু সময় নিতে হয় যাতে এটি নিশ্চিত হতে পারে যে আশেপাশের পরিবেশ নিরাপদ নাকি কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডস্নার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49/lb
লাইভ বাকেলো $3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99/lb
দেশী রুই $1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49/lb
Porgy $1.49/lb
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিল বাসমতি রাইস $17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস $9.99
ছোলার বাসমতি রাইস $18.99
বাস্তার বাসমতি রাইস $13.99
সুপারকলা বাসমতি রাইস $12.99
শাইড ক্যাটফিস, সালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, প্রিন্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd
ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:
● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।
ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।
All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

## হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

### ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রোস্কোপ ❋ হৃদরোগ ❋ টেনারোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেষ্ট, কান পরিষ্কার করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ফ্রী স্ট্রীট 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

## LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

### মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

## জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

## FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

### ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
### ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধারড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধু ঝাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রসবহ ঃড় ৩০ অব. ঝাবরহড়হ
ওবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

## ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



718-475-5686

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

## KARNAFULLY TAX SERVICES INC

## কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

# CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

### ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

### একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

### NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

### ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights




# আগের চেয়ে কম দামে বিক্রি হচ্ছে বিশ্বকাপের টিকিট

**স্পোর্টস ডেস্ক:** চলতি বছরের নভেম্বরে শুরু হতে যাওয়া কাতার বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। ফিফার ওয়েবসাইট থেকেই কেনা যাবে এ টিকিট। তবে রাশিয়া বিশ্বকাপের চেয়ে কম দামে বিক্রি হচ্ছে কাতার বিশ্বকাপের টিকিট।

বিশ্বকাপে তিন নম্বর ক্যাটাগরির টিকিটের মূল্য ২৫০ কাতারি রিয়াল, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ৯০০ টাকা। এর আগে ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে এই ক্যাটাগরির টিকিটের মূল্য ছিল প্রায় ৮ হাজার ৮০০ টাকা। তবে বিশ্বকাপের স্বাগতিক কাতারের নাগরিকরা মাত্র ৪০ কাতারি রিয়াল বা ৯৫০ টাকায় বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পারবেন।

বিশ্বকাপের টিকিট খোলাবাজারে বিক্রির চেয়ে একটা সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় বিক্রি করা হবে। সে কারণে সব টিকিটের মূল্য এখনো জানা যায়নি। টিকিটের জন্য আবেদনের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে, শেষ হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী। এরপর লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে টিকিটের ভাগ্য। তবে বিশ্বকাপে উপস্থিত দর্শকদের জন্য করোনার টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে কাতার।

# টেনিসকে বিদায় জানাচ্ছেন সানিয়া মির্জা



**স্পোর্টস ডেস্ক:** ক্যারিয়ারের ইতি টানতে যাচ্ছেন ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। চলতি মৌসুম শেষেই পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। খবর ইএসপিএন।

এক টুইটবার্তায় সানিয়া বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি- এটিই হতে যাচ্ছে আমার শেষ মৌসুম। আমি এবার প্রতি সপ্তাহ ধরে ধরে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুরো মৌসুম খেলতে পারব কিনা নিশ্চিত নই আমি।

গত ১৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ডবলসের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়ার পর এ কথা জানান সানিয়া। ২০১৩ সালে সিঙ্গলস থেকে অবসর নিয়েছিলেন সানিয়া। এর পর ডবলসে দুনিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় হয়েছিলেন ৩৫ বছরের সানিয়া। দেশের মহিলা খেলার একটা সময়ের সবচেয়ে বড় আইকন সানিয়ার অবসরের সিদ্ধান্তের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

২০০৪ সাল থেকে পেশাদার টেনিস সার্কিটে খেলা ৬টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের অধিকারী সানিয়া সিঙ্গলসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছিলেন। ২০০৬-০৭ মৌসুমে সিঙ্গলসে তিনি প্রথম ৩০-এ ঢুকে নজির গড়েছিলেন। মহিলাদের ডবলসে তিনটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতেছেন তিনি, আছে একটি রানার্সআপ ট্রফিও। মিক্সড ডবলসে জিতেছেন তিনটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম খেতাব। ভারতীয় মহিলা টেনিসে বিপব আনা সানিয়া একের পর এক চমকপ্রদ সাফল্য ছিনিয়ে এনে দেশের খেলায় ঝড় তোলেন।

# বেতন পাননি; তাই খেলবেন না শচীন!



**স্পোর্টস ডেস্ক:** সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে চলতি বছরও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ। এবারের টুর্নামেন্টে খেলবেন না ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। জানা গেছে, প্রথম আসরের পারিশ্রমিকের পুরোটা তিনি এখনও পাননি। এজন্যই ভারতের 'ক্রিকেট ঈশ্বর' দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া 'বাংলাদেশ লিজেন্ডস' এর হয়ে খেলা কয়েকজন ক্রিকেটারও পারিশ্রমিক পাননি বলে জানা গেছে।

গত বছর ভারতের মাটিতে প্রথমবার এই টুর্নামেন্ট চালু হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকের কাছে সড়ক নিরাপত্তার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যই এমন আয়োজন। সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররাই শুধু এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় দল 'ইন্ডিয়ান লিজেন্ডস'-এর অধিনায়ক ছিলেন শচীন। শুধু তিনিই নন, অনেক সাবেক ক্রিকেটারই প্রথম আসরে খেলার পর পুরো বেতন এখনও পাননি। পারিশ্রমিক না পাওয়াদের দলে বাংলাদেশের খালেদ মাহমুদ সুজন, খালেদ মাসুদ, মেহরাব হোসেন, রাজিন সালেহ, হান্নান সরকার এবং নাফিস ইকবালরাও আছেন!

টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার ছিলেন শচীন। টুর্নামেন্টর কমিশনার ছিলেন সুনীল গাভাস্কার। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আগামী ১ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত এবারের টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা। শচীনের ঘনিষ্ট এক সূত্র ভারতের মিডিয়াকে বলেছে, পারিশ্রমিক না পাওয়ায় এবারের টুর্নামেন্টে দেখা যাবে না ক্রিকেট কিংবদন্তিকে। জানা গেছে, গত বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ বেতন দেওয়ার কথা ছিল ক্রিকেটারদের। কিন্তু অনেকেই তা পাননি। উল্লেখ্য, গত বছর করোনা মহামারীর মাঝেই এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। সেখান থেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন

# দর্শক ছাড়া প্রথম অলিম্পিক

**ইশতিয়াক সজীব:** ফুটবলে ছিল ইউরো ও কোপা আমেরিকা, ক্রিকেটে টি ২০ বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল। তবে সব ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনের ২০২১ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে অলিম্পিকের বছর হিসাবে।

কোভিড মহামারির কারণে ২০২০ টোকিও অলিম্পিক এক বছর পিছিয়ে হয়েছে ২০২১ সালের জুলাই-আগস্টে। বদলে যাওয়া পৃথিবী দেখেছে প্রথম দর্শকবিহীন অলিম্পিক। দর্শক নিষিদ্ধ করে এবং ১১ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদকে কঠোর স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে রেখেও করোনার কবলে পড়তে বসেছিল আসরটি। অলিম্পিক ভিলেজে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় আয়োজক দেশ জাপানের জনগণ টোকিও অলিম্পিক বাতিলের দাবি তুলেছিল শেষ মুহূর্তে। তবে বিশাল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির শঙ্কায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়াযজ্ঞ আয়োজনের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল আয়োজকরা। অবশ্য খেলা শুরুর পর উড়ে যায় সব শঙ্কা।



অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারের দুই কিংবদন্তি উসাইন বোল্ট ও মাইকেল ফেলপসের অবসরের পর নতুন নক্ষত্রের উত্থান দেখার অপেক্ষায় ছিল অলিম্পিক। আসরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অভাবনীয় সাফল্যে সেই নক্ষত্র হয়েছেন ইতালির বিস্ময় মার্সেল জ্যাকবস। ৯.৮০ সেকেন্ড সময় নিয়ে এই ইভেন্টে ইতালিকে প্রথম স্বর্ণপদক এনে দেন ২৬ বছর বয়সি জ্যাকবস। পরে তার নেতৃত্বে ১০০ মিটার রিলের সোনাও যায় ইতালির ঝুলিতে।

বোল্টের দেশ জ্যামাইকাকে দ্রুততম মানবের খেতাব হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ ভুলিয়েছেন সোনার মেয়ে এলেইন থম্পসন-হেরাহ। মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১০.৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে টানা দ্বিতীয় অলিম্পিকে দ্রুততম মানবীর মুকুট পরেন এই জ্যামাইকান। এরপর ২০০ মিটার ও ১০০ মিটার রিলেতেও সেরা হয়ে গড়েন ত্রিমুকুট জয়ের ইতিহাস। থম্পসনই টোকিও অলিম্পিকের উজ্জ্বলতম মুখ। মেয়েদের ৪০০ মিটার রিলেতে সোনা ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে মার্কিন কিংবদন্তি অ্যালিসন ফেলিক্সও রাঙিয়েছেন ইতিহাসের পাতা। সব মিলিয়ে অলিম্পিকে তার পদক সংখ্যা ১১। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে অলিম্পিক ইতিহাসের সফলতম নারী অ্যাথলেট ফেলিক্স।

টোকিওর পুলে ঝড় তুলেছিলেন সাঁতারের নতুন রাজা যুক্তরাষ্ট্রের কায়েলেব ড্রেসেল ও নতুন রানি অস্ট্রেলিয়ার এমা ম্যাককিওন। নারী ক্রীড়াবিদদের মধ্যে এক আসরে সর্বোচ্চ সাতটি পদক জয়ের রেকর্ড ছুঁয়েছেন ম্যাককিওন। তার সাত পদকের চারটিই স্বর্ণ। অন্যদিকে ছেলেদের সাঁতারে পাঁচটি স্বর্ণপদক জিতে ফেলপসের সিংহাসনে বসেছেন ড্রেসেল।

প্রায় পুরো আসরজুড়ে সোনার পদক জয়ে চীন এগিয়ে থাকলেও শেষ দিনে পালটে যায় হিসাব। শেষ দিনে তিনটি সোনা জিতে পদক তালিকার শীর্ষে থেকে আসর শেষ করে যুক্তরাষ্ট্র। ৩৯টি সোনাসহ মোট ১১৩টি পদক জেতে তারা। ৩৮টি সোনাসহ ৮৮টি পদক জিতে দ্বিতীয় হয় চীন।



# যে চার ব্যক্তি মহাক্ষতি থেকে মুক্ত

(শেষের পাতার পর)

এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে। (সুরা আসর)

**এক,** ঈমানদার। ঈমানদার হলো, যিনি মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ঈমান মানে প্রথমত: আল্লাহকে মানা। শুধুমাত্র তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং আল কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা মনে প্রাণে মেনে নেয়ার নাম ঈমান। তিনি একমাত্র রব ও ইলাহ। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের আনুগত্য, ইবাদাত ও বন্দেগী লাভের অধিকারী। তিনি মানুষের ভাগ্য ভাঙ্গা-গড়ার মালিক। ঈমানের দাবী হলো, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে এবং সব কিছুতেই তাঁরই উপর নির্ভর করবে। আদেশ-নিষেধ এর মালিক তিনি। তিনি যে কাজের আদেশ করেন তা করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা না করা বান্দার উপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দুরের কথা, মানুষের প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য ও নিয়তও তাঁর অগোচরে থাকে না।

দ্বিতীয়ত: রাসুলকে মানা তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী নেতা হিসাবে মানা। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যই তা মেনে নিতে হবে। ফিরিশতা, অন্যান্য নবী, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনাও এই রাসুলের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহর রাসুলই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তৃতীয়ত আখিরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটাই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া।

ঈমান নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমগ্র কর্মকা-ের জন্য এটি একটি মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এর ওপর একটি পাক-পবিত্র জীবনের প্রাসাদ গড়ে উঠে। নয়তো যেখানে আদতে ঈমানের অস্তিত্ব নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্যে বিভূষিত হোক না কেন তার অবস্থা একটি নোঙ্গর বিহীন জাহাজের মতো। এই জাহাজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেতে থাকে এবং কোথাও স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

**দুই,** নেককার। যারা নেক কাজ করে যাকে আরবীতে আমলে সালেহ বলা হয়। ঈমানের পর মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। মনে রাখতে হবে সৎকাজ ঈমানের বহি:প্রকাশ। কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল প্রদত্ত হিদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো সৎকাজ হতে পারে না। তাই আল কুরআনে সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তির মজবুত ঈমানই তাকে আমলে সালেহ বা নেককাজের কর্তব্য ঠিক করে দিবে এবং তা সম্পাদনে বা সে অনুযায়ী চলার জন্য তাকে বাধ্য করবে। বিপরীত দিকে সৎকাজের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতা প্রকাশিত হয়। সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কলাণকর ঈমান। অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি সাধারণ দাবী ছাড়া আর কিছুই নহে। ঈমান ও সৎকাজের সম্পর্ক হলো, বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ ছাড়া গাছের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না তেমনি গাছ যদি না জন্মায় তবে ধরে নিতে বীজে সমস্যা আছে এবং গাছ বিহীন বীজের সমাধি রচিত হয়েছে। ঈমান ও সৎকাজ পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটির মূল্য ম্লান হয়ে যায়। তাই ঈমান আনার পর তাকে সৎকাজ করতে হবে। যেই সময়ে তিনি ঈমান এনেছেন সে সময়ে যদি তিনি জোহর বা মাগরিবের সালাতের জন্য এক মিনিট সময়ও পান তাকে সেই সালাত আদায় করতে হবে, এটি তার উপর ফরয।

**তিন,** সত্যের উপদেশ প্রদানকারী। যারা ঈমান এনেছেন এবং সৎকাজ করেছেন তাদের ওপর তৃতীয় কাজটি করতে হবে। এবং এই কাজটিও তাকে সার্বিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। আর তাহলো, হক কথা বলা ও হক কাজ করার দাওয়াত বা উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ কোন ব্যক্তি ঈমান ও সৎকাজ তার ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে না। বরং ঈমান ও সৎকাজের আলো সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং একটি আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। কেউ যদি এই দায়িত্ব পালন না করে তবে সমাজ ও সভ্যতা বেঈমান ও অসৎলোকদের কবলে চলে যাবে এবং সমাজ অসৎ লোকদের সমাগমের আধিক্যের কারণে বিপর্যয় নেমে আসবে। সমাজ ও সভ্যতায় সার্বিক ধ্বংস নেমে আসবে যেই ধ্বংস থেকে সেই ঈমানদার ও সৎলোক রেহাই পাবেন না।

হক কাজের উপদেশ দিতে হবে। হক শব্দটি বাতিলের বি-পরীত। হক অর্থ হলো, সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা। আল্লাহর, বান্দার বা নিজের যে হকটি আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়ার অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের এই সমাজটি এমনি অনুভূতিহীন হবে না যে, এখানে বাতিল মাথা উঁচু করে হকের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকবে লোকেরা তার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। বরং যখন ও যেখানেই বাতিল মাথা উঁচু করে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুলন্দকারীরা তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই কেবল সত্যপ্রীতি ও সত্যনীতি-ন্যায়নিষ্ঠা ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং হক আদায় করে অন্যদেরকেও এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেয়। এই জিনিসটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণশক্তি না থাকে তাহলে তাহলে সে ক্ষতির হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।

**চার,** ধৈর্যের উপদেশদানকারী। হকের নসিহাত সাথে সাথে ঈমানদারদেরকে তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এ পথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, আপদ-বিপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে কিছু বরদাশত করার জন্য তাদেকে সাহস যোগাতে থাকবে।

সবর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের গোটা পার্থিব জীবনই সবর বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাংখাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, নিজের অর্থ-সম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মহুর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দুরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দু:খ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা,কারাম পন্থায় প্রচুর লাভ করা যায় এরূপ প্রতিটি স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, সত্যপ্রীতি ও ন্যায়কে গ্রহণ করার কারণ যে ক্ষতি, মর্মবেদনা,দু:খ-কষ্ট এসে ঘিরে ধরে তা সহ্য করা-এ সবই মু'মিনের গোটা জীবনকে সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে। আর এই চার ধরণের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তথা ঈমানদার, সৎকর্মশীল, হক ও ধৈর্যের উপদেশদানকারীরা সার্বিক ক্ষতি থেকে মুক্ত।

# ১০১ টাকা কাবিনে হয়ে গেলো

(শেষের পাতার পর)

জানা গেছে, আনুষ্ঠানিকভাবে ১০১ টাকা কাবিনে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন অভিনেতা শরীফুল রাজের সঙ্গে। শনিবার (২২ জানুয়ারী) রাতে হয়ে গেল জমকালো বিয়ের আয়োজন। সাদা-হলদে ফুলে সাজানো হয়েছে বর-কনের মঞ্চ। দুজনের গায়ে ছিলো খয়েরি ও সোনালী কাপড়ের প্রচ্ছদ। অতিথির তালিকায় ছিলেন তিন নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিম, চয়নিকা চৌধুরী ও রেদওয়ান রনি। সঙ্গে দুই পরিবারের স্বজনরা। নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিম জানান, বিয়েতে উকিল বাবার ভূমিকায় ছিলেন আরেক নির্মাতা রেদওয়ান রনি। ১০১ টাকা দেনমোহরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়। এদিন মধ্যরাতে নিজেদের বাসাতেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন সময়ের আলোচিত এই দম্পতি। যারা গত বছর ১৭ অক্টোবর চু-পচুপি বিয়ে করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন চলতি বছরের ১০ জানুয়ারী। সঙ্গে আরও জানান, বাবা-মা হতে চলেছেন দু'জনে। রাজ-পরীর প্রেম ও বিয়ের ঘটনাটি ঘটে গিয়াস উদ্দিন সেলিমের মুক্তি প্রতীক্ষিত সিনেমা 'গুনিন'-এর শুটিংয়ে। এই ছবিতে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করলেন তারা।

















# ‘হারুন-ফাহাদ’ কমিটির পরিচিতি সভা

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় দুই পর্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় জেবিবিএ নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন। উল্লেখ্য, দুই পর্বের এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট অধিকাংশই জেবিবিএ’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। খবর ইউএনএ’র।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন জেবিবিএ’র আহ্বায়ক ও নতুন কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা মোহাম্মদ পিয়ার। এসময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জেবিবিএ’র নতুন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা এম আজীজ, উপদেষ্টা মহসীন ননি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী মন্টু, নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন ভূইয়া, বিদায়ী কমিটির সভাপতি আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল এবং বিদায়ী ও নতুন কমিটির কোষাধ্যক্ষ সেলিম হারুন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নতুন কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নতুন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যের পর ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ২০২২-২০২৪ সালের নতুন কমিটির কর্মকর্তা এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ এবং ১৫ জন পরিচালকদের পরিচয় করিয়ে দেন সভার সভাপতি মোহাম্মদ পিয়ার। দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি হারুন ভূইয়া। এসময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা এম আজিজ, উপদেষ্টা মইনুল ইসলাম, আব্দুর রউফ দিলীপ, জাকির এইচ চৌধুরী, পরিচালক মোহাম্মদ পিয়ার, কাজী মন্টু, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, মহসীন ননি, হোসেন রানা, রাশেদ আহমেদ ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সভাপতি মোহাম্মদ আজাদ। এই পর্বে নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, উপদেষ্টা জাকির এইচ চৌধুরী, পরিচালক হোসেন রানা প্রমুখ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। পরে নতুন কমিটির কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও পরিচালকদের নিয়ে ফটো সেশন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে মোহাম্মদ পিয়ার জেবিবিএ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যবসায়ীদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ নামক মহামারীর নাজুক সময়ে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরাও চ্যালেঞ্জিং সময় অতিবাহিত করছেন। প্যান্ডামিকের ভয়াবহতায় জেবিবিএ’র সদস্যরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। জেবিবিএ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, কল্যাণমুখী সংগঠন এবং যোগ্যতা সম্পন্ন, প্রতিশ্রুতিশীল ও পরীক্ষিত ব্যবসায়ীদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেবিবিএ-কে আরো শক্তিশালী করার জন্য তিনি প্রকৃত ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জেবিবিএ নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচনের নামে অহেতুক ‘অর্থ অপচয়’ আর অর্থের বিনিময়ে তথা কথিত ব্যবসায়ী বানিয়ে সদস্য/ভোটার প্রক্রিয়া বন্ধে নির্বাচন নয় ‘সিলেকশনের মাধ্যমে কমিটি’ গঠন সহ প্রকৃত ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করার উপর গুরুত্বারোপ এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন করে সাংগঠনিক ভিত্তি আরো মজবুত করার কথাও বলেছেন জেবিবিএ নেতৃবৃন্দ। ফলে জেবিবিএ’র এই অংশের গঠনতন্ত্রে আমুল পরিবর্তন আসছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জেবিবিএ নেতৃবৃন্দ বলেন, জেবিবিএ’র গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা হচ্ছে, প্রকৃত ব্যবসায়ীরাই জেবিবিএ’র সদস্য থাকবেন এবং ব্যক্তিস্বার্থে যাতে কেউ জেবিবিএ-কে ব্যবহার করতে না পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, নারী ব্যবসায়ীদের কথা বিবেচনা করে এই প্রথম ‘মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা’র পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কার্যকরী কমিটির পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে প্রস্তাবিত ও সংশোধিত গঠনতন্ত্রের আলোকে।

কাজী মন্টু বলেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় ১৯৯৭ সালে জেবিবিএ প্রতিষ্ঠার পর ভালোভাবেই এর কর্মকান্ড চলছিলো। পরবর্তীতে ২০০০ সালের দিকে একটি মহলের স্বার্থের শিকার হয়ে পড়ে জেবিবিএ। তাদের ষড়যন্ত্র থেক জেবিবিএ-কে মুক্ত করতেই গঠনতন্ত্র সংশোধন সহ নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, গঠন করা হয়েছে নতুন কার্যকরী কমিটি। এসময় তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে জেবিবিএ’র সাবেক সভাপতি মান্নান রহমান-কে স্মরণ এবং জেবিবিএ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে তার অবদানের কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অতীতের ভুল-ত্রুটি ভুলে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের নিয়ে জেবিবিএকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কতিপয় তথা কথিত সিজনাল ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে আমাদের এই সংগঠন। এই চক্র থেকে জেবিবিএ-কে রক্ষা করতে হবে। বক্তারা বলেন, কেউ কেউ অর্থের জোরে পদ-পদবি কিনে নিতে চান। নিজের গাটের অর্থে সদস্য বানান। এটা অনৈতিক। অনুষ্ঠানে এক বক্তা জেবিবিএ’র পাল্টা কমিটির কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, তাদের কমিটির সদস্যদের মধ্যে একই ঠিকানায় ১৭ জনের নাম রয়েছে, এটা কি করে সম্ভব। তাছাড়া জেবিবিএ’র কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা না হয়ে সভাপতি/সম্পাদক হওয়ার কোন সুযোগ বা নিয়ম নেই।

অনুষ্ঠানে হারুন ভূইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান তাদের বক্তব্যে জেবিবি’র নতুন দায়িত্ব পালনে মিডিয়া ও ব্যবসায়ীসহ সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন।

উল্লেখ্য, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মূলত: নির্বাচন ঘিরে সংগঠনের এই বিভক্তি। জেবিবিএ’র বিভক্তি নিয়ে চলছে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ। উদ্ভূত পরিস্থিতে একটি অংশ নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করেছে। অপর অংশ আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে অপর একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করেছে।

**জেবিবিএ’র পূর্ণাঙ্গ কমিটির নিম্নরূপ:** সভাপতি- হারুন ভূইয়া, সিনিয়র সভাপতি- মনসুর চৌধুরী, সহ সভাপতি- বাবু খান, আবু নোমান সাকিল, মোহাম্মদ আলম নমি, জেড আর চৌধুরী লিটু, নুরুল আমিন বাবু ও মোহাম্মদ আজাদ, সাধারণ সম্পাদক- ফাহাদ সোলায়মান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আবুল কাশেম ও শাহরিয়ার আরিফ, কোষাধ্যক্ষ- সেলিম হারুন, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ হোসাইন বাদশা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- এম আর খন্দকার শান্টু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক-আনোয়ার হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক- মাসুদ রানা তপন, প্রকাশনা সম্পাদক- শাহ্ চিস্তি, প্রচার সম্পাদক- সুবল দেবনাথ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- নীলুফার শিরিন।

**কার্যকরী সদস্য-** কামরুজ্জামান বাচ্চু, সাজ্জাদ হোসেন, ইসতিয়াক রুমি, সনাতন শীল, মোর্শেদ এসএম মাসুদ, মোহাম্মদ ইদ্রিস, আব্দুল হামিদ, সাখাওয়াত বিশ্বাস, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, শফিউদ্দিন মিয়া, এফইএমডি রকি, তৌহিদুল ইসলাম রুনি, আমিন ম্যাক, শ্যামল সি নাথ, আফতাব জনি, জসি চৌধুরী।

এছাড়াও উপদেষ্টা কমিটিতে আছেন প্রধান উপদেষ্টা- এম এ আজিজ, উপদেষ্টা- ফারহাদ রেজা, মইনুল ইসলাম, আব্দুর রউফ দিলীপ, এটর্নি মঈন চৌধুরী, সোহাগ আজম, তৌহিদ শিবলী এমডি, জাকির এইচ চৌধুরী, বদরুল হক, মীর নিজামুল হক, সামিউর রহমান, সরোয়ার চৌধুরী সিপিএ ও আলমগীর উদ্দিন।

**জেবিবিএ’র পরিচালকগণ হচ্ছেন:** মোহাম্মদ পীয়ার, কাজী মন্টু, মহসিন মিয়া, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, মহসিন ননী, কাজী শামসুদ্দোহা, আনোয়ার জাহিদ, হোসেন সোহেল রানা, রাশেদ আহমেদ, মোশাররফ হোসেন, ড. রফিক আহমেদ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, এম কে রহমান, রুহুল আমিন সরকার ও ফয়সাল আজিজ ফারহান।

# সম্পাদক পদে মইনুল রনেল সাইকুল

(শেষের পাতার পর)

আলোচনা চলছে। বাড়ছে উদ্বেগ-উত্তেজনা বাড়ছে। আগামী মার্চের মধ্যে এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এদিকে অতীতের মতো এবারও একাধিক প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও শীর্ষস্থানীয়রা একক প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পক্ষে থাকলেও অপর একটি অংশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে আরো প্রার্থীর নাম উঠে আসছে। ফলে জমতে শুরু করেছে এই নির্বাচন।

সূত্র মতে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে সভাপতি পদে ইতিমধ্যেই সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানুর নাম আলোচনায় আসলেও আবার নতুন করে এই পদে প্রার্থী হিসেবে ওজনপার্কের সাবেক বাসিন্দা, বর্তমানে পেনসেলভেনিয়ায় বসবাসকারী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নানু’র নাম শুনা যাচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক পদে এসোসিয়েশনের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের পাশাপাশি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দরুদ মিয়া রনেল এবং সাইকুল ইসলাম আগ্রহী বলে জানা গেছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম জানান, এখনো ভোটার তালিকা হাতে পাইনি। তাই নির্বাচন বিষয়ে কোন উদ্যোগ বা তফসিল ঘোষণা করতে পারছি না। তিনি জানান, কার্যকরী পরিষদের কাছ থেকে ভোটার তালিকা পেলেই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবো। তিনি বলেন, আগামী রোববার কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাষ্টিবোর্ডেও সাথে নির্বাচন কমিমনের বৈঠক হওয়ার কথা। আশা করছি ঐদিনই আমরা ভোটার লিষ্ট পাবো। তিনি বলেন, আমরা (ইসি) যথাসময়েই নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাই। এজন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সূত্র মতে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ‘বদরুল-মইনুল’ প্যানেল চুড়ান্ত বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এছাড়াও সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সহ সভাপতি আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন অর্থাৎ ‘হেলাল-আহবাব’ প্যানেল নিয়েও আলোচনা চলছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি মাসুদুল হক ছানু স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন। দরুদ মিয়া রনেল, সাইকুল সাধারণ সম্পাদক পদে প্যানেল অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হতে আগ্রহী।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিগত কয়েক বছর ধরে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে কিছুটা স্থবিরতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিগত ও বর্তমান কমিটির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নিউইয়র্কে জালালাবাদ ভবন নির্মাণের বিষয়টি শুধু মুখে মুখেই ঘোরপাক খাচ্ছে। এনিয়ে জালালাবাদবাসীদের মধ্যে ক্ষোভও বিরাজ করছে। অথচ এক সময় জালালাবাদ এসোসিয়েশন কমিউনিটির একটি আলোচিত এবং অন্যতম বড় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হতো। সেই সংগঠনের সদস্যদের আগ্রহ-উদ্দীপনায় হ্রাস পেয়েছে।

সংশ্লিস্টরা জানান, এসোসিয়েশনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে বিশেষ করে জালালাবাদ ভবন নির্মাণের প্রকল্প সম্পন্ন করতে আবার সভাপতির দায়িত্ব নিতে চান সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান। তার সাথে তিনি বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম-কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চান। অপরদিকে এসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আবার প্রার্থী হতে চান। পাশাপাশি মাসুদুল হক মনে করেন যোগ নেতৃত্বের অভাবে জালালাবাদ এসোসিয়েশনে যে স্থবিরতা এসেছে তা কাঠিয়ে উটে সংগঠনেকে চাঙ্গা করতে চান।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন প্রসঙ্গে দরুদ মিয়া রনেল বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন-কে আমরা কারো পকেট সংগঠনে বানাতে চাই না। আমরা চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসোসিয়েশনে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হোক। এজন্যই আমি নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছি। আমার কাছে জয়-পরাজয় বড় কথা নয়, সংগঠনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চালানোই বড় কথা।

অপর প্রার্থী সাইকুল ইসলাম বলেন, পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হচ্ছি। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার সন্তান সাইকুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে জালালাবাদ এসোসিয়েশনে স্বচ্ছতা এবং কর্মতৎপর পরিবেশ প্রয়োজন। দীর্ঘদিন হয়ে গেলো এসোসিয়েশনের নিজস্ব কার্যালয় নেই। এই শূন্যতা পূরণে কাজ করবেন বলে জানান সাইকুল ইসলাম। তাছাড়া তিনি নির্বাচিত হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে প্রবীণ এবং নবীনের মধ্যেসমন্নয় করে পরিচালিত করবেন। নতুন প্রজন্মকে নিয়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন- এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটের চার জেলার ৩৯ উপজেলার বাসিন্দারা ভোট দিয়ে থাকেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে। বিভিন্ন কারণে বিগত দুই টার্ম ধরে এসোসিয়েশনের নির্বাচন হচ্ছে না। ২০১৭ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার- আতাউর রহমান সেলিম, কমিশনার যথাক্রমে মোশারফ আলম (সুনামগঞ্জ, নিউজার্সী), সাব্বির হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভীবাজার) ও আহমদ হাকিম (সিলেট)।

# সভাপতি পদে প্রার্থী আব্দুল্লাহ নানু

(শেষের পাতার পর)

হচ্ছেন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ’র সাবেক নির্বাচন কমিশনার বর্তমানে পেনসেলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নানু। সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তাকে এ পদে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে বলে রোববার তিনি এই প্রতিনিধিকে জানান।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেট বিভাগবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আগামী নির্বাচন উপলক্ষে চলছে প্রচার প্রচারণা। ইতিমধ্যেই সভাপতি পদে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানুর নাম আলোচিত হচ্ছে। সেই সাথে যুক্ত হলেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নানু।

আব্দুল্লাহ নানু বলেন, গত মাসের শেষ সপ্তাহে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সেই পরিপেক্ষিতে চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। যেহেতু পেনসেলভেনিয়ার জালালাবাদবাসী ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচনে আমাকে সভাপতির প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন তাই আমার কর্তব্য হবে ঝিমিয়ে পড়া সংগঠনটি আবার চাঙ্গা করে তোলা। এজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নানু বাংলাদেশ এডুকেশন্স এন্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশন অব পেনসেলভেনিয়ার প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও বিয়ানীবাজার সমিতি পেনসেলভেনিয়া’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা, নর্থ ইষ্ট ইসলামিক সেন্টার ফিলাডেলফিয়ার সাবেক সহ সভাপতি, বিটিএসপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ’র সাবেক নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

*IRS e file*

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

# মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

## OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

# KAKATUA AGENCY
# কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

## Afzal Hossain MD
## Ashwad Afzal MD, FACP
## Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

**We perform tests in the office:**

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

**We provide Vaccines for:**
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

**Office Hours**
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

# Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

## OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





## Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

## এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

# MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue<br>LIC, NY 11106<br>Tel: 718-383-4500 | 170-12 Highland Avenue<br>Jamaica Estates, NY- 11432<br>www.drmrahman.com |

## নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

# DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।




BHUIYAN
917-832-7619

## BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

## Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

# Highland Medical Care, PLLC



## Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

**Address**

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

---

**BRONX OFFICE**
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

**JACKSON HEIGHTS OFFICE**
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা



আপনাদের সেবায়



**DR. WALI KHAN**
D.D.S.

---



## DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



**আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা**

**QUEENS DENTAL CARE**
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
**718-204-0672**
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

**BRONX OFFICE**
780E. Tremont Ave. Bronx
**718-731-6176**
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

---




WELCOME TO
Your Medical Home

**SABOOR WAIZUN MEDICAL PC**
Caring For Your Health
**INAMULHAQUE M SABOOR,MD**
Board Certified Internal Medicine
**USCIS Designated Civil Surgeon**

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

**Office Hours**
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

## ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
**347-279-8327**
nukdu345@gmail.com

---

# Vital Accounting Inc.

## File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



**Atikur Rahman**
*Masters in Economics*
*MBA (Accounting), MAFM*
**Tel: 718-820-2212**

**37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372**

# নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৮

(শেষের পাতার পর)

সাতটা উইন্টার দাঁপিয়ে বেড়িয়েছি।

যাই হোক সাবওয়ের কাছাকাছি আসতেই থমকে যেতে হলো। Steinway street Astoria Chase Bank এর কাছে একটা টেবিলে বেশ কিছু হাতে আঁকা ছবি নিয়ে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা বেশ অন্ধকার ছিল তখন তাও চোখে পড়ল ভাগ্যিস।

বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম তার সাথে ঠান্ডায় জমে গিয়েও।

নাম, ডেভিড। ছবি আঁকার হাতেখড়ি বাবার হাতে, পরে নিউইয়র্কের এক আর্ট স্কুল থেকে ছবি আঁকা শিখেছে। বাবা ছেলে দুজনেই ছবি আঁকেন, বিক্রি করেন।

ছবির তালিকায় কে নেই, মার্লোন ব্রান্ডো, আল প্যাচিনো, মেরিলিন মনোরো সহ অনেক ছবি। তাকে জানালাম যে গড ফাদার আমার অনেক অনেক প্রিয় বই আর মুভিও। অনেকবার দেখেছি, পড়েছি।

তাকে জিজ্ঞেস করতেই জানাল যে, যে কেউ তাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে চাইলে সে একে দিবে, এক সপ্তাহের মতো সময় লাগবে। দামটা ছবির বিষয়বস্তর উপর নির্ভর করবে। তার ইমেইল আইডি হল - seasonart@gmail.com

ডেভিড ভীষণ লাজুক, তার ছবি তুলতে চাইলে বলল, তুমি আমার আঁকা ছবিই তোল, ওরাই আমি! ভালো লাগল কথাটা। আমার কথাও জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কই, কি করি, আমার শখ কী? বললাম বাংলাদেশের মেয়ে আমি, টুকটাক লিখি, ছবি তুলতে পছন্দ করি কিন্তু পারি না। বলল, তুমি ইন্সটাগ্রামে একাউন্ট খুলে সুন্দর ক্যাপশন দিয়ে ছবি পোস্ট করো। আমি নিজেও ভাবছিলাম সেটা কদিন ধরে, নাহ এবার ইন্সটাগ্রামেও একাউন্ট খুলতে হবে।

কথায় কথায় বলছিলাম আমার ফটোগ্রাফি শেখার, আবৃত্তি শেখার, ফিল্ম মেকিং শেখার অনেক অনেক ইচ্ছে ছিল হয়নি। তখন পথ চলতি স্বপ্নবাজ যুবকটি বলল, its never late. Dnt stop dreaming, keep your dream alive, it will make you alive.

# তামিমকে সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ

(শেষের পাতার পর)

নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর পর থেকেই গুঞ্জন শুরু হয়, তামিম আর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলবেন না। তবে এখন পর্যন্ত তামিম নিজের মুখে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

শনিবার (২২ জানুয়ারী) বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন হুট করেই সাংবাদিকদের বলেন, তামিম আর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলতে চান না! পাপনের এই বক্তব্যের পর নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবালের এমন সিদ্ধান্ত মানতেই পারছেন না জাতীয় দলের টিম লিডার খালেদ মাহমুদ সুজন। তামিমকে সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য বলবেন কি না- এমন প্রশ্নে রোববার সাংবাদিকদের সুজন বলেন, 'অবশ্যই, এটা আমার দায়িত্বই। আমি চাই বাংলাদেশের সেরা দলটা তিন ফরম্যাটে খেলুক। আমি জানি ওরা সবাই খেলার শেষের দিকেই চলে এসেছে। হয়তো আরো ২-৩ বছর খেলবে। একটা জিনিস ফোকাস করতে চাই- আগামী এক বছর বাংলাদেশের অনেক খেলা আছে।'

তামিম ঠিক কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন ক্রিকেটারদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব সুজন। তিনি আরো বলেন, 'তামিমের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা হবে। ওদের সাথে খেলা আছে, খেলা শেষে পারলে কথা বলব- ওর সমস্যাটা কোথায়। মনোমালিন্যের ব্যাপার যেটা আছে, যেসব ছোটখাটো সমস্যা আছে, এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অনেক সময় ছোটোখাটো ব্যাখ্যাটা ভুল হয়। সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করব।'

সুজন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'একটু তো অবাকই আমি! নিউজিল্যান্ড যাওয়ার আগেও আমি তামিমের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে কেন খেলবি না বা কারণ কী। তখন এত কথা হয়নি। আমি বলেছিলাম আমি ফিরি আগে, তারপর কথা বলব। তার সঙ্গে কথাও হয়নি, তার আগেই পাপন ভাই অলরেডি বলে দিয়েছেন, তামিম নাকি পাপন ভাইকে বলেছে আর খেলবে না। তবে এটা অবশ্যই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ যদি না চায় তাকে তো চাপ দেওয়া যাবে না।'

# রোগ প্রতিরোধ বাড়াতে

(শেষের পাতার পর)

গুনাগুণ:

**ভিটামিন সি আমাদের শরীরকে ফ্রি র ্যাডিকেল থেকে মুক্ত করে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়:**

কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' রয়েছে। ভিটামিন সি আমাদের শরীরকে ফ্রি র ্যাডিকেল থেকে মুক্ত করে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। তাই শীতকালে চেষ্টা করবেন প্রতিদিন কমলা লেবু খাওয়ার। একটি কমলালেবু আমাদের শরীরে সারাদিনের ভিটামিন সি এর চাহিদার ১১৬.২ শতাংশ মেটায়।

**কমলা লেবুতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যআঁশ থাকে যা রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে:**

কমলালেবু রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কমলা লেবুতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যআঁশ থাকে যা রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই ডায়াবেটিস আক্রান্তদের জন্য কমলা অনেক বেশি উপকারী। এছাড়াও কমলা লেবুতে সাধারণ রাসায়নিক গঠনের চিনি থাকে ও ফ্রুকটোজ থাকে। এতে করে কমলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে চিনির মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়ে দেয় না। কমলালেবু যেকোনো বয়সীদের জন্যই কমলা খুবই উপকারী একটি ফল।

**কমলা লেবুতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে:**

কমলা লেবুতে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার, পটাশিয়াম, কোলিন ও ভিটামিন সি রয়েছে। যার সব গুলোই হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেমন সোডিয়াম কম খাওয়া প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়ানো। কমলা লেবুতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

**ত্বক সুন্দর রাখতেও কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার:**

ভিটামিনসমৃদ্ধে ভরপুর এই ফলটি আমার শরীরের জন্য যেমন উপকারী তেমনি আমাদের ত্বক সুন্দর রাখতেও কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার। কমলার রস মুখের জেল্লা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও ব্রণ, মুখের খোলা রোমছিদ্র সংকুচিত করতে সাহায্য। নিয়মিত কমলালেবু ব্যবহার করলে ত্বক হয়ে উঠবে পরিষ্কার ও ঝকঝকে।

**কমলালেবুতে পানি থাকায় বিপাকে সাহায্য করে:**

শীতকালে সাধারণত পানি কম পান করা হয়। এতে হজমে সমস্যা হয়। কমলালেবুতে পানি থাকায় বিপাকে সাহায্য করে। এবং এতে বিদ্যমান সাইট্রিক এসিড শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও অনেক সাহায্য করে।

**নিয়মিত একটি কমলালেবু দাঁতের ব্যাকটেরিয়া দূর করে:**

মাড়ির যত্নে কমলালেবু খুব উপকারী। এই সাইট্রাস ফলগুলি রক্ত বাহিকা এবং টিস্যুগুলি মজবুত করে পাশাপাশি মাড়ি সুস্থ রাখে। নিয়মিত একটি কমলালেবু দাঁতের ব্যাকটেরিয়া দূর করে দাঁতের ক্ষয় প্রতিরোধ করে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

# বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)


ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364





আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center



Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960



MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!





Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

## বেসমেন্ট ভাড়া

**৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজে বেসমেন্টে দুই বেড রুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে যোগাযোগ : ৩৪৭ ৫৩৬ ০২৬৮**

## বাসা ভাড়া

**কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩**

## বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

## জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

## আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

## বাসা ভাড়া

**কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩**

## বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

## পাত্র চাই

বাংলাদেশে অবস্থানরত ৫২ বছর বয়সী নি:সন্তান পাত্রীর জন্য একজন সমবয়সী পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৬-৪৬৪৬
জা-১০/১৭

## আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

## জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

## আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

## মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

## আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

## আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

## আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬
জা-২৪/৩১

## স্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কস এর ৬ ট্রেন এর ক্যাসেল হিলস এভিনিউ স্টেশন থেকে ৩ ব্লক দূরত্বে ২৩০৪ গ্লিসন ভনিউ তে ১/২ জন ব্যাচেলার/ স্টুডেন্ট এর কাছে ১টি স্টুডিও ভাড়া হবে। ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭, ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

## ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

## আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

## সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

## সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

## সোফা বিক্রি

উডসাইড এলাকার বাসা বদলের প্রেক্ষিতে একটি বড় সোফা বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৮৬-৪৫৭৭
ডি-১৩/২০

## আবশ্যক

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পার্সন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩
ডি-১৩/২০

## বাসা ভাড়া

**কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩**

## রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

## মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

**ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।**

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

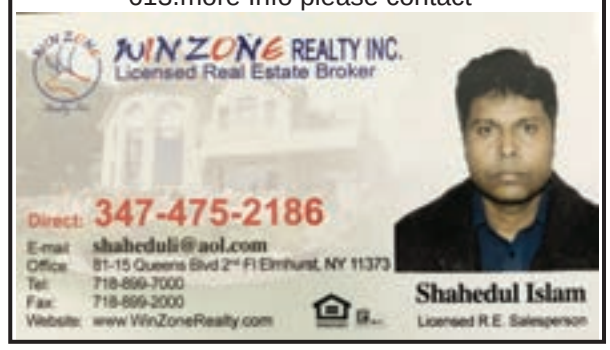
## টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

**ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪**

## One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact




## বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

**শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার**
**Bangladesh Center Inc**
**ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২**

## মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
**Bangla Bazar Jame Masjid**
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



**Quazi Moulana Abul Kashem Eahea**
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
**Marriage Registrar New York State**
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
**Tel: 347-208-9055**
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

## পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

**Mobile Tel. No 646-591-4696**
**Res: 718-931-2509**
**e-mail: moondhs@gmail.com**

## MATRIMONIAL SERVICE

## কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
**KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR**
IMAM & KHATUB
**MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.**
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444








# সীমানার বাইরেও স্মরণীয় নুরুল ইসলাম

(শেষের পাতার পর)

দিয়েছিলেন নুরুল ইসলাম। প্রথম মাতৃভাষার জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সময়ের দ্রোহ তাঁকে দূর পশ্চিমের জনপদেও আন্দোলিত করেছে। বৃটেনের রাজপথে নাগরিক আন্দোলন করেছেন নুরুল ইসলাম। দেশে ফিরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবাসীদের দাবী দাওয়া এবং বাঙালীর প্রবাস যাত্রা নিয়ে গবেষণা কাজে নিবেদিত থেকে রেখে গেছেন 'প্রবাসীর কথা' নামের অমূল্য গ্রন্থ। শুধু প্রবাসী-রাই নয় বাংলাদেশের অগ্রসর মানুষ নুরুল ইসলামের জীবন ও কর্মকে স্মরণ করবে সময়ের সীমানা পেরিয়েও।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ভাষা সৈনিক, লেখক সাংবাদিক নুরুল ইসলাম স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। গত ২১ জানুয়ারী শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত স্মরণ ও আলোচনা অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস। অথিতি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আখতারুল ইসলাম, একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল প্রমুখ।

লেখক-সাংবাদিক রওশন হকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে মরহুম নুরুল ইসলামের ভাগ্নে সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু মরহুমের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। লেখক-সাংবাদিক ও জনসমাজ-এর ব্যানারে আয়োজিত স্মরণ সভায় সমবেত প্রবাসী বাংলাদেশীরা দাঁড়িয়ে মরহুম নুরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানান।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রবীণ সাংবাদিক তাসের মাহমুদ বলেন, নুরুল ইসলামের মতো সময়ের সাহসী মানুষের পথ ধরেই বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এমন লোকজনের কর্মের বিবরণ বাঙালীর প্রেরণা হয়ে থাকবে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার পর যে প্রবাসীরা দেশের তহবিলে প্রথম বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিয়েছিলেন, নুরুল ইসলাম তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন আমৃত্যু।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের বলেছেন, প্রবাসীর কথা এখন পর্যন্ত বাঙালীর প্রবাসযাত্রা নিয়ে একমাত্র গবেষণাগ্রন্থ। এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়, প্রবাসীদের বোহেমিয়ান যাত্রা নিয়ে জানার জন্য 'প্রবাসীর কথা' বইয়ের চর্চার মধ্যেই নুরুল ইসলাম বেঁচে থাকবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নুরুল ইসলামের মতো অগ্রজদের পথ ধরেই বাঙালী জনসমাজ এগিয়ে গেছে। অহংকারের সাথে প্রবাসীরাও তাদের কথা স্মরণ রাখবেন।

লেখক-সাংবাদিক মাহবুব রহমান বলেন, রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থেকেও নিজের কর্মদিয়ে নুরুল ইসলাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করে গেছেন। এ কর্ম নিয়ে উত্তরসূরিদের অহংকার করার কারণ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, সিলেটের সন্তান হিসেবে নুরুল ইসলামকে নিয়ে তিনি অহংকার করেন। সিলেটের লোকজনই বাঙালীর প্রবাসযাত্রার পথিকৃৎ। নুরুল ইসলামের 'প্রবাসীর কথা' বই এই পথিকৃতদের নিয়েই রচিত করেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল তার বক্তব্যে প্রবাসীদের জন্য আজীবন কাজ করে যাওয়া নুরুল ইসলামের স্মৃতি সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

শেখ আখতারুল ইসলাম মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একজন যুবক নুরুল ইসলামের কর্ম তৎপরতাকে স্মরণ এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাফফেরাত তবামনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বলেন, মরহুম নূরুল ইসলাম নিকটাত্মীয় হলেও তাঁকে দেখেছেন প্রবাসীদের কল্যাণে 'ওভারসিজ সেন্টার' নামের প্রতিষ্ঠান নিয়ে নিজেকে নিবেদিত রাখতে। মরহুম নুরুরুল ইসলামের প্রবাসীদের নিয়ে করা বহু কর্মে নিজে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্মরণ করেন আব্দুস সালাম।

একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করে বলেন একাত্তরে বাংলার খাটি সন্তান নুরুল ইসলামদের স্মরণ করে যাবে বাঙালী জাতি সময়ের সীমানা পেরিয়েও।

নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল বলেন, নুরুল ইসলামরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেদিন শুধু সাড়া দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সারা জীবন মহান নেতার বাণী বুকে ধারণ করে বাঙালীর জন্য কাজ করে গেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহিবুর রহমান বলেন নুরুল ইসলামের মতো লোকজন স্বাধীন বাংলাদেশে কোন সুবিধা নেয়ার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেননি।

সভাপতির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস বলেন, যে চিন্তা চেতনা নিয়ে একাত্তরে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম, তার সবই হয়তো অর্জিত হয়নি। তারপরও বলবো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। প্রয়াত নুরুল ইসলামকে স্মরণ করতে গিয়ে এ কথাই আবার উচ্চারণ করা যায় বলে সুব্রত বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে বলেন।

অনুষ্ঠানে লেখক-সাংবাদিকদের উচ্চারণে, কবিতায় মরহুম নুরুল ইসলামকে স্মরণ পর্ব পরিচালনা করেন লেখক-সাংবাদিক এইচ বি রিতা। এই পর্বে অংশ নেন আবদুস শহীদ, রওনক চৌধুরী, শেলী জামান খান, মুকুল হক, শাহানা বেগম, মনজুরুল হক, মাহমুদুল চৌধুরী, তোফাজ্জল লিটন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সাংবাদিক সালাউহদ্দিন আহমেদ, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, রাজিয়া নাজমী, এনায়েত চৌধুরী, সৈয়দ মাসুদুল কবির, মুতাসিম বিল্লাহ তুষার, তানিম চৌধুরী, আজিজুর রহমান, মুহিবুর রহমান, মাহমুদুল চৌধুরী, আসাবুর রহমান সাবু, গৌতম দে, শাহীন আহমেদ, আব্দুস শহীদ, এমডি লৎফুর রহমান, বুশরা রহমান, নাজু চৌধুরী, আশরাফা চৌধুরী, নুরুল হক, জগদীশ চৌধুরী, সৈয়দ উতবা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছবিঃ সৈয়দ মাসুদুল কবির

# ব্রঙ্কসে অ্যালান পো'র সেই বাড়িটি এখন মিউজিয়াম

(শেষের পাতার পর)

তার লেখা গল্প, উপন্যাস এবং কবিতার মাঝের ভৌতিকতা এবং রহস্যের আবহাওয়া আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিশ্বনন্দিত আমেরিকান কবি এডগার অ্যালান পো'র একসময় ব্রঙ্কসের এই বাড়িটিতে বসবাস করতেন। এখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন তার বিশ্ব বিখ্যাত কয়েকটি কবিতার অন্যতম- অ্যানাবেল লী।



বিশ্ব সাহিত্যে ছোট গল্পের রাজা বলা হয় তাঁকে (১৮০৯-১৮৪৯)। আধুনিক ছোটগল্পের জনকও বলেন কেউ কেউ। ছোটগল্পের এই অসামান্য কারিগর অ্যালান পো লিখেছেন কিছু অস-াধারণ কবিতাও। অনেক সমালোচকদের মতেই, এনাবেল লি, তাঁর সেরা একটি কবিতা। কারো কারো মতে, জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেন লিখতে গিয়ে এ কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রহস্য, রম্য, গোয়েন্দা, ভৌতিক, সায়েন্সফি-কশন কত কীই না লিখেছেন তিনি! তিনিই প্রথম আমেরিকান লেখক যিনি লেখাকে পেশা হিসাবে নিতে চেয়েছিলেন। তার আরেকটি বিশ্বখ্যাত আলোচিত কবিতা 'দ্য রেভেন'।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গল্প লেখক, প্রকাশক, সমালোচক ও গোয়েন্দা গল্পের জনক। যুক্তরাষ্ট্রের রোমান্স আন্দোলনের অন্যতম নেতা। গভীর আবেদনময় কবিতা ও ব্যতিক্রমধর্মী ছোটগল্প রচনা করে শুধু আমেরিকা সাহিত্যভুবনে নয়, বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনেও নিজের জন্য একটি গৌরবমন্ডিত স্থায়ী আসন নির্মাণ করেছেন তিনি। গোয়ন্দা-গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

শুধু জীবনানন্দ দাশ নয়, বলা হয় চার্লস বোদলেয়ার, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, জুল ভার্ন, এইচ জি ওয়েলসের মতোজগদ্বিখ্যাত লেখকরা পোর লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

মৃত্যুর আগে পো একা একা বাস করতেন ব্রঙ্কসের এই ছোট্ট বাড়িটিতে। অনেকেই মনে করেন, সেসময় তিনি ছিলেন অত্যন্তবিষণ্ন এবং সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক আলাদা মানুষ। ১৮৪৯ সালের ৩ অক্টোবর হঠাৎ তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরের রাস্তায়। জোসেফ ওয়ালকার নামের এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে ওয়াশিংটন কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাতে পারেন নি, অনন্তের পথেই যাত্রা করেন তিনি। ঠিক কী কারণে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তারকারণ আজও জানা যায়নি।

অ্যালান পো'র এই বাড়িটি ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্ক সিটি ল্যান্ড মার্কস প্রিজারবেসান "ল্যান্ড মার্ক" হিসাবে ঘোষণা করে। ব্রঙ্কস কাউন্টি হিস্টোর্কাল সোসাইটি ১৯৭৫ সাল থেকে বাড়িটি সংরক্ষণ করে আসছে। এটি ১৮১২ সালে তিনএকর জায়গা নিয়ে বাড়িটি নির্মিত হয়েছিলো।

বাড়িটি "এডগার অ্যালান পো কটেজ "নামে পরিচিত। এখন এটি একটি মিউজিয়াম। প্রথম তলায় একটি বসার ঘর, দ্বিতীয়তলায় শোবার ঘর। ঘরের এক কোনে টেবিলে বসে তিনি লিখতেন। দুই একর জায়গার উপর তৈরি এই বাড়িটির ভাড়া ছিল ৫ডলার। ১৮৪৬ সালে এর মালিক জন ভ্যালেন্টাইন বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন ১ হাজার ডলার দিয়ে। এর অবস্থান ব্রঙ্কসের ফোর্ডহ্যামে (২৬৪০ গ্রান্ড কনকোর্স)।

যাদের গাড়ি নেই তারাও সহজে বাড়িটি দেখতে পারবেন। ৬ নং ট্রেনে ক্যাসেল হিল সাবওয়ে স্টেশনে নেমে, বিএক্স-২২ অথবা বিএক্স ১,২,৯,১০ বাসে ওখানে যেতে পারবেন। বি এবং ডি ট্রেনে কিংস ব্রীজ রোড স্টেশনে নামতে হবে।

# ট্যাক্স ফাইল শুরুট্যাক্স

(শেষের পাতার পর)

এমন অভিমত তাদের। তবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা ভালো। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলতে পারেন। উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারী ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ এসংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে আইআরএস। সেখানে ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল নিয়ম কানুন বলা হয়েছে। প্রয়োজনে ওয়েব সাইটে গিয়েও বিস্তারিত জানা যাবে।

এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরেরমতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, রফিক এন্ড এসোসিয়েটস, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

অপদিকে ট্যাক্স ফাইলিং সিজন শুরু হওয়ায় নিউইয়র্কের সংশ্লিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সেজেগুজেই বসেছেন। অনেক অফিসে চাপ কমাতে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে। গ্রাহকদের সেবা দিতে সকাল-সন্ধ্যা অফিস খোলা রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে করোনা মহামারীর কারণে ফোনে এপয়েন্ট করে অফিসগুলোতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০২১ সালে যারা লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে বেকার ভাতা ও সরকারি প্রণোদনা নিয়েছিলেন, তাদের জন্য লেবার ডিপার্টমেন্ট ১০৯৯-জি ইস্যু করেছে। যারা এসব সুবিধা নিয়েছেন, তারা লেবার ডিপার্টমেন্টে তার যে অ্যাকাউন্ট ছিল, ওই অ্যাকাউন্টে লগইন করে ১০৯৯-জি এর কপি নিতে পারবেন। এরপর সেটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিয়ে সিপিএ বা এনরোল এজেন্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। যারা ট্যাক্স কাটার পর অর্থ পেয়েছেন, তাদেরকে নতুন করে ওই খাতে আয়কর দিতে হবে না। আর যারা ট্যাক্স কাটাননি তাদেরকে নতুন করে অর্থ দিতে হবে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো ঘোষণা আসেনি যে ২০২০ সালে বেকার ভাতা ও ফেডারেল সরকার থেকে প্রণোদনা পাওয়া বাবদ অর্থের মধ্যে ১০ হাজার ২০০ ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছিল, এটি এখনো বহাল রয়েছে কি না। এবার যদি আগের নিয়ম বহাল থাকে, তাহলে যারা দিয়েছেন তারা ফেরত পাবেন আর যারা দেননি তাদেরকে নতুন করে দিতে হবে না। এ জন্য অপেক্ষা করতে হবে কী ঘোষণা আসে।

জানা গেছে, ২০২১ এর জন্য মেরিড ফাইলিং জয়েন্টলি ২৪ হাজার ৮০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার ১০০ ডলার, হেড অব হাউসহোল্ড ১৮ হাজার ৬৫০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার ৮০০ ডলার, সিঙ্গেল ১২ হাজার ৪০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫৫০ ডলার, মেরিড ফাইলিং সেপারেটলি ১২ হাজার ৪০০ ডলার থেকে ১২ হাজার ৫৫০ ডলার করা হয়েছে। বার্ষিক ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত হলে তারা আর্নড ইনকাম ক্রেডিট পাবেন।

এদিকে ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইলে আর্নড ইনকাম ও চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বেড়েছে। আইআরএস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর আর্নড ইনকাম ক্রেডিট বেড়েছে। যাদের কোনো সন্তান নেই, তাদের সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট দেওয়া হবে ১ হাজার ৫০২ ডলার। ২০২০-এ ছিল সর্বোচ্চ ৫৩৮ ডলার। ২০২১ সালের জন্য এক সন্তান হলে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট দেওয়া হবে ৩ হাজার ৬১৮ ডলার। ২০২০ ট্যাক্স বছরে এক সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট ছিল ৩ হাজার ৫৮৪ ডলার। দুই সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট হবে ৫ হাজার ৯৮০ ডলার। ২০২০ ট্যাক্স বছরে দুই সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট ছিল ৫ হাজার ৯২০ ডলার। তিন বা এর বেশি সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট দেওয়া হবে ৬ হাজার ৭২৮ ডলার। ২০২০-এ তিন বা অধিক সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট ছিল ৬ হাজার ৬৬০ ডলার। আর্নড ইনকাম ক্রেডিটের জন্য সন্তানের বয়স ১৯ থেকে ২৪ বছর হতে হবে এবং ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে। নাহলে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট পাবে না। সংশ্লিস্টরা জানান, ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইলে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটও বেড়েছে। এর মধ্যে অনেকেই অর্ধেক অর্থ জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পেয়েছেন। ছয় বছরের কম বয়সী সন্তানের জন্য চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ৩ হাজার ৬০০ ডলার এবং ৬ থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী সন্তানের জন্য চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট তিন হাজার ডলার করা হয়েছে। ২০২০ ট্যাক্স বছরে ছিল দুই হাজার ডলার।

চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিটে আমেরিকান রেসকিউ প্ল্যানের আওতায় এক সন্তানের জন্য আট হাজার ডলার খরচ এবং দুই সন্তানের জন্য ১৬ হাজার ডলার খরচ দেখানো সম্ভব। ফাইলার যোগ্য হলে খরচের অর্ধেক অর্থ ফেরত পাবেন। সে ক্ষেত্রে একজনের জন্য চার হাজার, দু'জনের জন্য আট হাজার ডলার পর্যন্ত ফেরত পাওয়া যাবে। এর আগে এটি একজনের জন্য তিন হাজার ও দু'জনের জন্য ছয় হাজার দেওয়া হতো। তবে এই অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় নথিপত্র লাগবে। সংশ্লিস্টরা অরো জানান, যারা চাইল্ড ক্রেডিটের অর্ধেকের পুরো অর্থ পাননি, তারা ফাইল করার সময় বাকি অর্থ দাবি করতে পারবেন। আইআরএস এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো শুরু করেছে। সেই চিঠি ফাইল করার সময় নিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া যারা স্টিমুলাসের পুরো অর্থ পাননি, তারাও অর্থ ক্লেম করতে পারবেন।



# লন্ডনে আবুল লেইস শ্যামলের ‘বাংলাদেশ ৫০’ ফটো অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন

মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, লন্ডন থেকে: বাংলাদেশের বিজয়ের ৫০ বছর উপলক্ষে লন্ডনে স্বাধীনতা ট্রাস্টের উদ্যেগে ষাট, সত্তর দশকের সিলেটের জনপ্রিয় ফটোজার্নালিস্ট আবুল লেইস শ্যামলের ‘বাংলাদেশ ৫০’ ফটো অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর পূর্ব লন্ডনের একটি হলে চিত্রগ্রাহক আবুল লেইস শ্যামলের ভাতিজা মাফিজুর রবের পরিচালনায় ‘বাংলাদেশ ৫০’ ফটো অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস’র স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্পিকার আহবাব হোসেইন বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা হঠাৎ করে আসেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ শহীদ আর ২ লক্ষ মা বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। বাংলার কৃষক শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, সংস্কৃতি কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি সহ সকলের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। ফটো জার্নালিস্ট আবুল লেইস শ্যামলের মতো অসংখ্য ব্যক্তিদের ত্যাগ রয়েছে। আমরা তার কাজে গর্বিত।

১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ফটো সাংবাদিক আবুল লেইস শ্যামলের তোলা ছবি নিয়ে প্রকাশিত ফটো অ্যালবাম ‘বাংলাদেশ ৫০’ এর ভূয়শী প্রশংসা করেন অতিথি ও অনুষ্ঠানে আগত দর্শকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা ট্রাস্টের পরিচালক আনসার আহমদ উল্লাহ, ১০১ ক্লাবের সভাপতি ড. জাকির খান, স্বাধীনাতা ট্রাস্টের সভাপতি জুলি বেগম, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন ও আবুল লেইস শ্যামলের ভাতিজি ঝর্ণা চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ভোট অব থ্যাঙ্কস প্রদান করেন ফটোজার্নালিস্ট আবুল লেইস শ্যামলের ছেলে আবুল সায়েম। এর আগে তিনি তার বাবার আমেরিকা থেকে পাঠানো এক ভিডিও মেসেজ স্ক্রিনে দেখান। সেই মেসেজে আবুল লেইস শ্যামল তার বইটি সকল মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি উৎসর্গ করেন। পরিশেষে অতিথিদের অনুষ্ঠানের স্পনসর সোনারগাঁও থেকে আপ্যায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, ফটো জার্নালিস্ট আবুল লেইস শ্যামল ১৯৬৯ সালে সিলেট থেকে স্নাতক শেষ করে ফটো সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত হন। সে সময় তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্বদেশ ও গণকণ্ঠ পত্রিকায় কাজ করেন এবং সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগভেরীর স্টাফ ফটোগ্রাফার ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পত্রিকার দায়িত্ব পালনকালে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকালে অনেক ছবি তুলেন। স্বাধীনতার পরও ১৯৭২ সালে তোলা ছবি ‘বাংলাদেশ ৫০’ ফটো অ্যালবামে অনেকটা স্থান পেয়েছে। যে ছবিগুলো এখন ইতিহাসের স্বাক্ষী।










বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022



## জ্যাকসন হাইটসে ভাইয়ের হাতে খুনঃ সিমের দাফন সম্পন্ন



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** জ্যাকসন হাইটসে আপন ভাইয়ের হাতে খুন হওয়া সিম সরকার (২১)-এর মরদেহ দাফন হয়েছে। গত ১০ জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্নে তার মরদেহ নিউজার্সীর একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারী শুক্রবার বিকেলে মায়ের সামনেই জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীটের বাসায় মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় আপন বড়ভাই সালমান সরকারকে। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন। তাদের দেশের বাড়ী সিরাজগঞ্জ। ঘটনারদিন সিম সরকার তার মায়ের সাথে কথাকাটাকাটি করছিলেন। এতে বড় ভাই সালমান সরকার ছোট ভাই-কে নিবৃত করার এক পর্যায়ে বিষয়টি ঝগড়ায় রূপ নেয়। এই অবস্থায় দুই ভাইয়ের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হলে বড় ভাই সালমান ছোট ভাই সিমকে ছুরিকাঘাত করেন বলে জানা যায়। উদ্ভূত ঘটনায় কিছুক্ষণের মধ্যে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন আহত সিম সরকার। গুরুতর অবস্থায় তাকে পাশ্ববর্তী এলমহার্স্ট হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

### নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় নেতৃবৃন্দ

# বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা, দেশ ও সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রেরই অংশ

নিউইয়র্কঃ ১৯৯২ সালে যে আন্দোলন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম শুরু করেছিলেন, মূলত সেই আন্দোলনের কারণেই বাঙালী জাতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে এক হতে পেরেছিলেন এবং সেই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল নায় শহীদ জননীর লেখা 'একাত্তরের দিনগুলি'-কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা এনি ফ্রাঙ্কের ডাইরির সাথে তুলনা করে বলেন, বইটি আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে যেতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাথে সাথে একাত্তরের ঘাতক দালাল



আওয়ামী লীগ শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করতে পেরেছিলেন বলে উল্লেখ করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় আলোচকবৃন্দ।

গত ২২ জানুয়ারী শনিবার জুম কনফারেন্সে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ফাহিম রেজা নুরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী বলেন, শহীদ জননীর জীবন ও আন্দোলনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে অবহিত করতে হবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কখনোই ভাবিনি যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আমাকে দেখতে হবে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আমাকে অত্যন্ত ব্যতীত করে। অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি বলেই আজ এমনটি হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে- সোশাল মিডিয়াতে মিথ্যাচার করে স্বাধীনতা বিরোধীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বঙ্গবন্ধু যেমন তার আদর্শে ইস্পাত কঠিন ছিলেন, শহীদ জননী যেমন আদর্শকে ধরে রেখে জাতিকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন, আমাদেরও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আদর্শকে ধারণ করে দেশবিরোধী ও সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করতে হবে।

প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তার আলোচনায় শহীদ জননীর লেখা 'একাত্তরের দিনগুলি'-কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা এনি ফ্রাঙ্কের ডাইরির সাথে তুলনা করে বলেন, বইটি আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে যেতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাথে সাথে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের মাধ্যমে শহীদ জননী শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী না, বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ধারায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না, সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপড়ে। এর অন্যতম কারণ ৭২ -এর সংবিধান প্রণয়নের দাবি থেকে অনেক দুরে সরে গিয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বেশি।

১৯৭১ একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে 'বিচ্ছু বাহিনী'র প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক ড. মহসিন আলী বলেন, বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কিছু বলা যেত না, স্বাধীনতা বিরোধীরা যখন সারাদেশে আস্ফালন দেখাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই সংগঠনের আন্দোলনে শুরু করেছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। কিন্তু একথা সত্য আমরা শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে জাতীয়ভাবে যথাযত সম্মান দিতে পারিনি। আগামী প্রজন্ম যেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ত্যাগের কথা জানতে পারে সেই ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

সংগঠনের উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাঙালীর সম্পাদক কৌশিক আহমেদ বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশে যদি দ্বিতীয় কোন মহান ঘটনা থাকে সেটি ছিল একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন ও এই সংগঠনের আন্দোলনের সূচনা। দুঃখের বিষয় হল এই যে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতি সর্বস্তরের মানুষের যে শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ ছিল, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী যেভাবে পালিত হওয়া কথা, তা কিন্তু হয়না। ১৯৭১ সালে আমদের যা অর্জন ছিল, ১৯৭৫ সালে পরে সেই অর্জনের অনেকটাই আমরা হারিয়েছিলাম, কিন্তু সেই হারিয়ে ফেলাকে আবার পুনরুদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা বা সক্রিয়তা, সেটা হত না যদি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সেই হাল না ধরতেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর মত এক বিশাল ত্যাগী নেতার যথাযত মূল্যায়ন যেভাবে করতে পারিনি, সেভাবে শহীদ জননী জাহানারা ইমামকেও যথাযত মূল্যায়ন করতে পারিনি। এই সংগঠনের আন্দোলনের যে গুরুত্ব ছিল, আন্দোলনের কিছুটা সুফল যে আমরা পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও সুফল যে আমাদের পেতে হবে সেই বিষয়গুলো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

ঢাকা থেকে সংযুক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল তার বক্তব্যে বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে একাত্তররের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আমি মনে করে তার পরিপূর্ণ সুফল আমরা এখনো পাইনি। কারণ শুধু শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে, কিন্তু তাদের সহযোগী এবং দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধীদের বিচারের কাজ আমরা এখনো সম্পন্ন করতে পারিনি। আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, কল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। জিয়া এবং এরশাদ সরকার সেই লক্ষ্য থেকে বাংলাদেশে অনেক দুরে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেই লক্ষ্যকে আবার পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের মাঠে নামতে হবে এবং মাঠে থাকতে হবে।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সংযুক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক রানা মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রে লুকিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরী এবং যুদ্ধাপরাধী আশরাফুজ্জামান খানকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেন।

সুইডেন থেকে সংযুক্ত সর্ব ইউরোপীয় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি তরুণ চৌধুরী বলেন বাংলাদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। শিক্ষা ব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, জাহানারা ইমাম, জাতীয়তাবাদ, মানবিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এর পরিণাম আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

সভায় আরও সংযুক্ত ছিলেন সংগঠনের স হসভাপতি যথাক্রমে অধ্যাপিকা নাজনিন সিমন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক শুভ রায়, জাকির হোসেন বাচ্চু, অধ্যাপক সাহদাত হাসান, সুইডেন থেকে মশিউল আলম প্রমুখ। আলোচনা সভার সঞ্চালনায় ছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

## উপসর্গহীন করোনা রোগী বুস্টার ডোজ নিলে কী ঘটবে?

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :** হালকা উপসর্গ থাকার পরেও অনেকেই করোনাভাইরাস পরীক্ষা করাচ্ছেন না। সে কারণে করোনা টিকার বুস্টার ডোজ নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের শঙ্কা।

কারণ, করোনায় আক্রান্ত হলে শরীরে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি। সেই অবস্থায় বুস্টার ডোজ নিলে তা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

অনেকে চিন্তা করছেন, উপসর্গহীন কোনো করোনা রোগী যদি আক্রান্ত অবস্থাতেই বুস্টার ডোজ নেন, তাহলে কি শরীরে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার শঙ্কা আছে?

ভারতের একজন চিকিৎসক বলেন,ওমিক্রন যে হারে ছড়াচ্ছে, তাতে কেউই সংক্রমণ থেকে বাদ যাবেন না। তাই বয়স্ক এবং গর্ভবতীদের এমন সংশয় স্বাভাবিক। তবে যারা পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হচ্ছেন, তাদের সমস্যা নেই। কিন্তু অধিকাংশই তো পরীক্ষা থেকে দূরে থাকছেন।

'কোউইন'-এর তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বুস্টার ডোজ পেয়েছেন তিন লাখ ৭৩ হাজার ৬৭৮ জন। চলতি মাসে সেখানে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ লাখ জনকে বুস্টার ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার নয় মাস পরে নেওয়া যাবে বুস্টার ডোজ। আবার কেউ যদি দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরেও করোনায় আক্রান্ত হন, তা হলে সংক্রমিত হওয়ার তিন মাস পরে বুস্টার ডোজ নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিষেধক প্রদান ব্যবস্থাপনার শীর্ষ কর্মকর্তা অসীম দাস মালাকারের কথায়,শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেন বেশি দিন থাকে, তার জন্যই আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস পরে বুস্টার ডোজ নিতে বলা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি'র ইমিউনোলজিস্ট দীপ্যমান গাঙ্গুলি জানান, উপসর্গহীন কেউ বুস্টার ডোজ নিলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

তিনি বলেন,প্রতিষেধক নিলে সঙ্গে সঙ্গে ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেটাই কাম্য। কিন্তু একই সময়ে উপসর্গহীন করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকলে কারও কারও দেহে সাইটোকাইন বেশি বেড়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটতে পারে। সংক্রমণ হয়ে থাকলে সেটাই বুস্টারের মতো কাজ করবে। কাজেই সংক্রমণ চলাকালীন বা সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বুস্টার ডোজ না নেওয়াই ভালো।

শরীরে অতিরিক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হলে অত্যধিক 'ইমিউনোলজিক রিঅ্যাকশন'-এর শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে জানান ভাইরোলজিস্ট সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। যদিও এর পরীক্ষিত তথ্যপ্রমাণ এখনো নেই। তবু নিয়ম মেনে চলাই উচিত বলে জানান তিনি এবং অন্য চিকিৎসকরা।

সিদ্ধার্থ আরো জানান, উপসর্গহীন এবং সামান্য উপসর্গযুক্ত, অথচ পরীক্ষা না করানো করোনা রোগীদের শরীরে অ্যান্টিবডি এবং 'টি মেমরি সেল' (টি লিম্ফোসাইট কোষ) মজুত থাকা স্বাভাবিক।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Accredited
Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation
Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
লিগাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472





# লায়ন মুনমুন হাসিনা কর্তৃক চাঁদপুরে শীতার্তদের মাঝে কম্বল, লুঙ্গি ও শাড়ি বিতরণ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বিশ্বব্যাপী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল-এর অধীনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মুনমুন হাসিনার আয়োজনে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শীতার্তদের মাঝে কম্বল, লুঙ্গি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারী বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার ধরাদা গ্রামের দু'টি লোকেশনে প্রায় একশোটি পরিবারের মধ্যে জনপ্রতি একটি করে কম্বল, একটি লুঙ্গি ও একটি শাড়ি বিতরণ করা হয়। এই মহতী কাজে সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী এবং আহসান কবির চৌধুরী। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে সফরকালীন ব্যস্ততার মাঝেও তার এই মহতী উদ্যোগ মানবতার এক উজ্জ্বল মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে স্থানীয়রা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES AA American Airlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086


# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika


MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



## সাবওয়ে ও রাস্তায় চলাচলে সতর্ক হোন

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। জনমনে বাড়ছে উদ্বেগ আতঙ্ক। সিটিতে গত এক সপ্তাহে চার পুলিশ গুলিবিদ্ধ এবং একজন নিহত হয়েছেন। এছাড়াও জ্যামাইকায় একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সিটির সাবওয়ে ও রাস্তায় (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

## নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৮



২/৩ সপ্তাহ আগের কথা, যথারীতি অফিস থেকে বের হয়ে হনহন করে যাচ্ছিলাম সাবওয়ের দিকে, ভীষণ ভীষণ ভীষণ ঠান্ডা ছিল। এত এত কাপড় পড়ার পরও প্রচন্ড শীত লাগে। যদিও এটা নিউইয়র্কে আমার দ্বিতীয় উইন্টার কিন্তু গত বছর নিউইয়র্কে প্রথম উইন্টার হলেও এত ঠান্ডা লাগেনি। এমনকি লন্ডনের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

## বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

# ট্যাক্স ফাইল শুরু

**বিশেষ প্রতিনিধি:** আজ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইলিং। কোন প্রকার জরিমানা ছাড়াই এই ফাইলিং চলবে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে আইআরএস এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। সংশ্লিষ্টদের অভিমত যারা ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা যেনো আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করেন- (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## জ্যাকসন হাইটসে জেবিবিএ'র পরিচ্ছন্ন অভিযান



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই'র নব নির্বাচিত 'গিয়াস-তারেক' পরিষদ তাদের নির্বচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জ্যাকসন হাইটসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে। শনিবার (২২ জানুয়ারী) অনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযান শুরু হয়। জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খানের নেতৃত্বে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছনাতা অভিযান শুরু হয়। এসময় স্তানীয় ১১৫ প্রিসেঙ্কটের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের পুলিশ অফিসার মাইক (বাকি অংশ ২ পাতায়)

### জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

## সম্পাদক পদে মইনুল রনেল সাইকুল

**বিশেষ প্রতিনিধি:** যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আসন্ন নির্বাচন ঘিরে প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মাঝে নানা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)


মইনুল ইসলাম


দরুদ মিয়া রনেল


সাইকুল ইসলাম

## সভাপতি পদে নতুন প্রার্থী নানু



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর ২০২২ সালের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

## 'হারুন-ফাহাদ' কমিটির পরিচিতি সভা


হারুন ভুইয়া


ফাহাদ সোলায়মান'

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** অতি সম্প্রতি গঠিত 'হারুন ভুইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান' নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর নতুন কমিটির পরিচিত সভা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর রয়েছে ৮টি শাখা

## বয়স্কদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ লায়ন শাহ নাওয়াজ। একজন সফল ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, (বাকি অংশ ০৪ পাতায়





## যে চার ব্যক্তি মহাক্ষতি থেকে মুক্ত

**জাফর আহমাদ**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সময়ের কসম। মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

## খেলার খবর

## তামিমকে সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ করবেন সুজন

**স্পোর্টস ডেস্ক:** এই নাটকের শুরু গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে থেকে। সেই বিশ্বকাপ থেকে তামিম ইকবাল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

## হেলথ টিপস

## রোগ প্রতিরোধ বাড়াতে শীতে কমলালেবু খান

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সারাবছর পাওয়া গেলেও কমলালেবু মূলত শীতকালীন ফল। এই ফল যেমন সুস্বাদু ঠিক তেমনই স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত পুষ্টিকর। চলুন জেনে নেই এই ফলের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

## বিনোদন

## ১০১ টাকা কাবিনে হয়ে গেলো রাজ-পরীমণির বিয়ে

**বিনোদন ডেস্ক:** ঢাকাইয়া সিনেমার অভিনেত্রী পরীমণি অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

## ব্রঙ্কসে অ্যালান পো'র সেই বাড়িটি এখন মিউজিয়াম

**হাবিব রহমানঃ** অ্যাডগার অ্যালান পো। একাধারে কবি, ছোটগল্প লেখক, সাহিত্য সমালোচক এবং ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম বিজ্ঞান কল্পকাহিনী ও গোয়েন্দা গল্পের স্রষ্টা। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## সীমানার বাইরেও স্মরণীয় নুরুল ইসলাম



**বিশেষ প্রতিনিধিঃ** প্রথম যৌবন থেকে দেশ মাতৃকার জন্য লড়াই সংগ্রামে যোগ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com


ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated


গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে!
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safeantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com